১ম সংস্করণ, ১৩৬০

Published by A. C. Ghosh, Presidency Library, 15 College Square, Calcutta.
Printed by A. C. Ghosh, Sree Jagadish Press, 41 Gariahat Road, Calcutta-19.

ভাষাচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ, ডি. লিট.

মহোদয়কে

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল। তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহই এই নব প্রচেষ্টায় আমাকে সর্বাধিক অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে।

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

গোলাপ ও বুলবুলের দেশ পারস্য গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। পাক-ভারতের সহিত পারস্যের গোত্রীয়, ঐতিহাসিক এবং ভাষা ও ভাবগত সম্বন্ধ অতি নিকট। পারস্য সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডারের অতি মূল্যবান ও আদরণীয় সম্পদ। পারসী-ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য্য স্বতই পাঠক ও শ্রোতার মন মুগ্ধ করে। পৃথিবীর নানাদেশে ইহা আলোচিত ও সমাদৃত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনেক পারসী কাব্য ও গদ্য গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে এবং অনেক সুপণ্ডিত লোক পারসী সাহিত্যের আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

মোগল যুগে পারসী রাজভাষা থাকার জন্য পারসী চর্চ্চা সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল। বহু হিন্দু পারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বুলবুল-ই-হিন্দুস্তান চন্দ্রভান ব্রাহ্মণ ভারতের বিখ্যাত পারসী কবি। ভীম সেন, সুজন রায় ভাণ্ডারী এবং ঈশ্বরদাস মোগল যুগে পারসী ভাষায় ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

বাংলা দেশের সহিত পারস্য সাহিত্যের এক বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এ দেশের হিন্দুমুসলমান পারস্য সাহিত্যকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া আসিয়াছেন। কিছুকাল আগেও শিক্ষিত মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে পারসীর জ্ঞান অপরিহার্য্য ছিল। হিন্দুদের মধ্যেও শিক্ষার আভিজাত্যের অঙ্গ ছিল পারসীর জ্ঞান। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, মুনশী রামতারণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দুগণ পারসীর চর্চ্চা করিয়া পারস্য সাহিত্যের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। আধুনিক কালেও পারসী-জানা খ্যাতনামা হিন্দু পণ্ডিতের অভাব নাই।

পাক-ভারতের সুদীর্ঘ ছয় শত বৎসরের ইতিহাস এবং তৎসম্বন্ধীয় মালমসলা পারসী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অন্য দিকে দেশীয় ভাষায় প্রচুর পরিমাণে পারসী আরবী শব্দ মিশিয়া গিয়াছে। কাজেই পাক-ভারতের ইতিহাস ও ভাষা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতে হইলে চিরকালই পারস্য ভাষার জ্ঞান লাভের প্রয়োজন হইবে। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিত

পারস্যের সূফী সাহিত্যের আন্তরিক যোগসূত্র রহিয়াছে। বাংলা দেশ অনেক পারস্য কবির নিকট সুপরিচিত ছিল। তাঁহাদের কেহ কেহ বাংলাদেশের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমান হরেন্দ্রচন্দ্র পালের জীবনে জ্ঞানের সাধনার দিকটা তাহার ছাত্র জীবনেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহার এই মূল্যবান গ্রন্থ পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসের ভূমিকা লিখিবার অধিকার পাইয়া আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার প্রয়াস কেহ পান নাই। হরেন্দ্রচন্দ্রের এই পুস্তক এক বড় অভাব পুর্ণ করিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলার জনসাধারণ এবং পারস্য সাহিত্যানুরাগীবৃন্দ এই পুস্তক দ্বারা বহুল পরিমাণে উপকৃত হইবেন।

হরেন্দ্রচন্দ্রের এ বিষয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টা। তাই মুদ্রণে কিছু ভুলত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। আশা করি দ্বিতীয় মুদ্রণে এই মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দোষমুক্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইবে।

রাজসাহী কলেজ,
পূর্ব্ব-পাকিস্তান,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৪

গোলাম মকসুদ হিলালী
(এম. এ., বি. এল., ডি. ফিল.)
আরবী ও ফারসী সাহিত্যের অধ্যাপক

নিবেদন

বাঙলা ভাষায় পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস—এই বোধ হয় সর্বপ্রথম। অনেক সময়ই আমার মনে হইত, ইংরেজী ভাষায় প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভাষারই ইতিহাস ও আলোচনা রহিয়াছে, কিন্তু বাঙ্‌লাতে এরূপ নাই কেন? ইহা বাঙ্‌লা ভাষার দীনতাই প্রমাণ করে। এতদিনে আমার অনেক দিনের একটি সাধ প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অনিলবাবুর উৎসাহ ও আগ্রহে পূরণ হইল। এই সঙ্গে অনিলবাবুকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইয়া না রাখিলে প্রকৃত গুণীর মর্য্যাদার খেলাফ হইবে। যদিও ইহা ঠিক যে, যে কোন সাধারণ প্রকাশক এই সকল গ্রন্থ-প্রণয়নে বিশেষ আগ্রহশীল হইবেন না। কিন্তু যখন দেখা যায় যে অনেক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানও এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ আগ্রহশীল হন না, সেই স্থলে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

আজিকার দিনে যাঁহাদের শুভ-ইচ্ছা ও আগ্রহে এই ব্রতে প্রথম ব্রতী হইয়াছিলাম, তাঁহাদের কথা আমার সততই মনে হইতেছে। পারসী সাহিত্য ও কৃষ্টির অকৃত্রিম সাধক ঋষিতুল্য শ্রীযদুনাথ সরকারই সর্বপ্রথম আমাকে পারসী সাহিত্য বাঙ্‌লায় আলোচনা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কথা আমার ততটা মনে না ধরিলেও, আজ বুঝিতেছি তিনি আমার কত বড় সুহৃদ্! এই সঙ্গে সাহিত্য-রসিক বিপন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের উদ্দেশ্যে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি। তিনিও আমাকে পরোক্ষভাবে পারস্য সাহিত্য আলোচনায় কম উৎসাহ দেন নাই। কিন্তু যিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল প্রকারে এই গ্রন্থ-প্রণয়নে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখাইয়াছেন, তিনি হইলেন আমার পরম সুহৃদ্ ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁদের ছাড়া আমার আরো অনেক সুহৃদ ও স্বজন এই কার্য্যে উৎসাহ দান করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মাধ্যমে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

যাঁহাদের শুভ-ইচ্ছা ও আগ্রহে পারসী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় যত্নবান হইয়াছিলাম, তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি।

তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম হইলেন জিম্নৎবাসী ফিদা 'অলী খান্, ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, দর্শনসাগর শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম্ খান ও অধ্যাপক গুলাম্ মক্সুদ্ হিলালী। ইঁহাদের মধ্যে আমার পরম ভক্তিভাজন ডক্টর জি. এম্. জিলানী তাঁহার মূল্যবান, জ্ঞানগর্ভ 'ভূমিকা' লিখিয়া আমার গ্রন্থের অশেষ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে বিভিন্ন পারসী সাহিত্য ও কাব্য ছাড়াও যে সকল পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস ও জীবনী সংগ্রহের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য—(১) ডক্টর রীজাজাদা শফক্ কৃত তারীখ্-ই-আদবিয়াৎ-ই-ঈরান্, (২) ডক্টর মহম্মদ্ ইসহাক্ কৃত সখুনবারান্-ই-ঈরান্ দর্ 'অস্র-ই-হাজির্ ও (৩) ই. জি. ব্রাউনের পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস (৫ খণ্ড)।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে অক্ষরান্তর-ক্রিয়া (transliteration) সম্বন্ধে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার খাঁটি রূপটি আমার গ্রন্থের [illegible] সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের নিকট হইতেই বিশেষভাবে [illegible]। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অক্ষরান্তর-ক্রিয়া পদ্ধতি আমার গ্রন্থে সর্বত্র ঠিক থাকে নাই। মধ্যে মধ্যে বাঙলায় পারসী শব্দের সাধারণ উচ্চারণের রীতিও আসিয়া গিয়াছে। তাছাড়া অক্ষরান্তর-ক্রিয়ার বিভ্রান্তিও [illegible] হইয়াছে। আশা করি নির্ঘণ্ট মিলাইয়া দেখিলে এই প্রমাদ পারসী পাঠক ও সাহিত্য-রসিকদের নিকট সহজেই ধরা পড়িবে। এতদ্ব্যতীত প্রুফ দেখিবার দোষে কিছু কিছু অন্যান্য ভুলত্রুটিও হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ ইহাও সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন। সেইজন্য পৃথক্ ভাবে আর কোন শুদ্ধি-পত্র দেওয়া হইল না। যদি কোনদিন সুযোগ হয় তাহা হইলে পরবর্তী সংস্করণে ইহা আরো পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বাসন্তী-অষ্টমী,
১৩৬০ সাল,
হুগলী মহসীন কলেজ,
চুচুঁড়া, পশ্চিমবঙ্গ

নিবেদক
শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল

সূচীপত্র

পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস

উপক্রমণিকা

পারস্য, ফারসী বা ঈরানী ভাষা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ভাষার মধ্যে অন্যতম বলিয়া ইহা সুধী-সমাজে সর্বযুগে সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ইহা কখনই এই সমাদর হইতে বিচ্যুত হইবে না। অবিস্মরণীয় রত্ন-ভাণ্ডারের জন্য সংস্কৃত বা গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য কখনও সাহিত্য-সেবীদের অবহেলা লাভ করিতে পারে বলিয়া যদি কল্পনা না করা যায়, তাহা হইলে প্রাচীন পারসীক বা আবেস্তীয় 'গথ' ভাষা ও সাহিত্যেরও কখনও অনাদর হইতে পারে বলিয়া ভাবা যায় না। প্রাচীন ঈরানীয় কবি ও দার্শনিক জরথুষ্ট্র 'আবেস্তা'র মধ্য দিয়া তাঁহার দার্শনিক মত প্রচার করিয়া আমাদের নিকট চিরস্মরণীয় রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাধারা পৃথিবীর সকল দার্শনিককেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ও 'লা আল্লা ইল্লাল্লাহা'র দর্শন-রূপ ঋষি জরথুষ্ট্রের ধর্মের মধ্যেও ধ্বনিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং এই ভাব দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হইয়া আধুনিক যুগের জার্মান কবি নীট্‌শে (Nietzche) তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Thus spake Zarathustra' লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন ঈরানীয় সাহিত্য কেবল তাহার ভাবের গভীরতার জন্যই সমাদৃত নহে ; ভাষাবিদ্‌দের নিকট 'আবেস্তা'র ভাষা বিশেষ অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে বৈদিক (সংস্কৃত) ভাষা অতি প্রাচীন বলিয়া ভাষার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব অধিক। সঙ্গে সঙ্গে 'আবেস্তা' বৈদিক সংস্কৃতের সহোদরা-স্থানীয় বলিয়া ইহার মূল্যও কম নহে। আধুনিক যুগে ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে ঈরানীয় সম্রাট-দের শিলালিপি ও ধাতুলিপির পাঠোদ্ধার করিয়া জ্ঞানের পরিসীমা অনেক বিস্তার করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু ‘ফারসী’ বা ‘পারস্য’ ভাষা বলিতে সাধারণতঃ আমরা আরব-আধিপত্যে প্রভাবান্বিত মুসলিম-যুগীয় ঈরানী ভাষাকেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এখানেও ঈরানীয়গণ তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও মেধার পরিচয় দিয়াছেন। আরবীয়গণ তাঁহাদের সাম্রাজ্য চারিদিকে বিস্তার করিতে থাকিলেও, মরুভূমির অধিবাসীরা সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় কখনই উর্বর মস্তিষ্ক ঈরানীয়দের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

বাল্মীকি যেমন রামায়ণ লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন, তেমনি ফারদৌসী তাঁহার শাহনামা লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইহা একাধারে, কাব্য, দর্শন ও ইতিহাসের সমাবেশ। তা’ছাড়া ভাষাবিদ্‌দেরও ইহা এক অমূল্য সম্পদ। কথিত আছে ফারদৌসী তাঁহার ‘জাতীয় ইতিহাস’ শাহনামা লিখিবার কালে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সংকল্প করিয়াছিলেন যে ইহাতে তিনি কোন বিদেশীয় শব্দ গ্রহণ করিবেন না।

ফারসী কবি ওমর খইয়ামের নাম কে না জানে? তাঁহার ‘রুবাইয়াৎ’ বা চতুষ্পদী কবিতা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার Quatrains cf Umar Khayam লিখিয়াই একজন ইংরেজ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং সেই তরজমা-সাহিত্যটিই একটি প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহা একজন পারসীকের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

আত্তার, রূমী, শেখ সাদী, হাফিজ, জামী প্রভৃতি মরমী-কবি বলিয়া সর্বজন সমাদৃত। আত্তারের সুফীতত্ব বিষয়ক প্রসিদ্ধ রূপক-কাব্য মুন্‌ত্বেকুৎ-ত্বয়ের (বা পাখীদের আলাপ-আলোচনা) নানা ভাষায় তরজমা হইয়াছে।

মৌলানা রূমী একজন পৃথিবী-বিখ্যাত দার্শনিক কবি। তাঁহার রচিত ‘মসনবী’কে লক্ষ্য করিয়াই তাহার পরবর্তী জামী লিখিয়া গিয়াছেন, ‘তিনি পয়গম্বর না হইলেও তাঁহার একটি (কোরান-তুল্য) বই আছে।’ তাঁহার এই মসনবীকেই লক্ষ্য করিয়া যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর চৈতন্য-চরিতকার তাঁহার চৈতন্য-মঙ্গল কাব্যে লিখিয়াছেন, ‘মসনবী পড়ে কেহ.........’ ইত্যাদি। সেকালে এদেশেও যে মসনবী আদৃত ছিল, তাহা বুঝা যায়।

সেখ সাদী বাঙ্গালীর বিশেষ জনপ্রিয়। কথিত আছে তিনি তাহার ভ্রমণ পথে ভারতবর্ষেও পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ‘গুলেস্তান’ ও ‘বুস্তান’ চির-প্রসিদ্ধ। তাঁহার বাসস্থান সীরাজে ছিল।

সীরাজের আর একজন গীতিকাব্যকার হাফেজের 'গজল' সর্বজনসমাদৃত। তাঁহার 'গজল' বা প্রেমগীতিপূর্ণ কাব্য নানা ভাষায় তরজমা হইয়াছে। বাংলায়ও ইহার প্রভাব যথেষ্ট। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুগ্ধচিত্তে হাফিজের কবিতা পড়িতেন।

সুফী কবি জামীর 'ইউসুফ জুলেখা' ও 'লায়লা মজনূ' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইউসুফ জুলেখার প্রেমকে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। আবার 'লায়লা-মজনূ'র প্রেমগাঁথা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের প্রেম কাহিনীর সহিত তুলনা চলে।

আধুনিক যুগে ঈরানী কবিগণ সেই প্রাচীন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলেও ফারসী সাহিত্য ও কাব্যের চর্চা সমান ভাবেই চলিয়াছে। ভারত-বর্ষেও ফারসীর প্রভাব কম নহে। প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক ডক্টর স্যার ইক্‌বাল যদিও উর্দু কবি বলিয়াই সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচিত, কিন্তু তাঁহার ফারসী কাব্য 'আস্‌রার-ই-খুদী' (বা আত্মার গোপন রহস্য) ও 'পইয়াম-ই-মুশ্‌রিক্' (বা প্রাচ্যের বাণী) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ সুফীতত্ত্ব গবেষক Nicholson 'আস্‌রার-ই-খুদী'কে ইংরেজীতে তরজমা করিয়াছেন ও ইহার উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

আজকাল যদিও ফারসী ভাষা এদেশে কতকটা অবহেলিত দেখা যায়, কিন্তু কিছুকাল পূর্বেও ফারসী পণ্ডিতদের খুবই সমাদর ছিল। গত শতকেও রাজা রামমোহন রায় একজন বড় ফারসী পণ্ডিত ছিলেন। মোগল-যুগে ফারসী দরবারী-ভাষা ছিল বলিয়া বহু ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান ইহার চর্চা করিয়া গিয়াছেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ভারতীয় ভাষা ও কৃষ্টির উপর গভীর ভাবে রেখাপাত করিয়াছে। বাংলা শব্দভাণ্ডারে খাঁটি-ফারসী ও ফারসীর মধ্য দিয়া আরবী শব্দের স্থান নগণ্য নহে। আর উর্দুতে তো ফারসীর প্রাধান্য অপরিসীম। অনেকে তো উর্দুকে ফারসীরই বংশধর মনে করিয়া থাকেন, যদিও উর্দু, হিন্দী, বাংলা বা আসামী প্রভৃতির ন্যায় প্রকৃত পক্ষে বৈদিক সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত।

মুসলমান-পূর্ব যুগের ঈরানীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক দিগ্‌দর্শন

খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০—ভারতের বেদের সমসাময়িক ঈরানের প্রাচীন দেবতা-গণের স্তুতিময় রচনা, এবং যজ্ঞানুষ্ঠান সংক্রান্ত নির্দেশ, যাহা অংশতঃ পরবর্তী অবেস্তা গ্রন্থের ‘য়শ্‌ৎ’, ‘বেন্দিদাদ্‌’ প্রভৃতি অংশে বিকৃতরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০—সম্ভবতঃ জরথুশ্‌ত্রের জীবৎকাল, এবং তাঁহার রচিত ‘গথ’ বা গাথার রচনার সময়।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫০—৩৫০—হখামনীশীয় বংশের রাজাদের প্রাচীন পারসীক অনুশাসনাবলী, বানমুখ লিপিতে উৎকীর্ণ।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০—২২০ **খ্রীষ্টাব্দ**—পার্থীয় রাজাদের কাল।

খ্রীষ্টীয় ২২০—৬৪২—সাসানীয় বা পহলবী যুগ। পার্থীয় ও সাসানীয় যুগে প্রাচীন ঈরানীয় সাহিত্যের সংকলন ও সংরক্ষণ হয়, এবং পহলবী ভাষায় একটি বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই সাহিত্য-সাধনা জরথুশ্‌ত্রীয় মতাবলম্বীদের মধ্যে আরব বা পারস্য দেশে মুসলমান রাজত্ব পত্তনের পরেও কয়েক শতক ধরিয়া চলে।

ঈরানী ভাষার মূল কথা

পারস্য বা 'ঈরানী'[১] ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় (Indo-European) ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে পৃথিবীতে যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে সেগুলির আদিরূপ আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে, সেগুলি কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। একই পর্যায় বা স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যদি শব্দকোষ বা ব্যাকরণে বিশেষ ঐক্য দেখা যায়, তবে সেই ভাষাগুলির মধ্যে বংশগত মৌলিক সম্পর্ক থাকিতে বাধ্য, ভাষাবিদ্‌দের মতে ইহা হইতেছে ভাষা-বিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র। এই সূত্র অনুসারে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সংস্কৃত, আবেস্তীয়, প্রাচীন পারসীক, আর্মানীয়,. প্রাচীন শ্লাভিক, প্রাচীন গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন জার্মানিক, প্রাচীন কেলতিক ইত্যাদি ভাষাগুলি একটি বিশেষ ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তাই এই ভাষা-গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হইয়াছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠী, কেননা উপরি-উক্ত ভাষাগুলির বর্তমান

১ প্রাচীন পারসীকেরা নিজেদের 'অরিয়' অর্থাৎ 'আর্য্য' বলিত ; 'এরিয়ানাম্‌' — 'আর্য্যনাম' — 'আর্য্যদের (দেশ)', ইহা হইতে মধ্য যুগের ফার্সীতে 'এরান্‌', আধুনিক ফারসী 'ঈরান'। পারস্তর অধিবাসীরা সমস্ত দেশের জন্য এই ঈরান নামই ব্যবহার করে এবং ইউরোপীয়দের প্রদত্ত Persia নামের পরিবর্তে 'ঈরান' নাম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 'ঈরান' দেশ, "ঈরানী" ভাষা ও জাতি। ঈরান দেশের একটি অংশের প্রাচীন নাম ছিল পার্স (Parsa)। এই শব্দের বিকারে গ্রীক ও অন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে Persis, Persia, Perse প্রভৃতি নামের উৎপত্তি; ভারতবর্ষে ইহা 'পারস্য' 'পারসীক' রূপ ধারণ করে এবং আরবদের কাছে ইহা 'ফার্‌স' হইয়া দাঁড়ায়। আধুনিক ঈরানে 'পার্স' 'পারসী' এবং আরবদের অনুকরণে 'ফারস্‌' ও 'ফারসী' দুই-ই চলে ; তবে আর্য্য শব্দের সহিত সংস্পৃষ্ট 'ঈরান', 'ঈরানী' ইহাই এখন সমধিক প্রচলিত।

বংশধর স্থানীয় ভাষাসমূহ ভারতবর্ষে, ইউরোপে, এবং ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যবর্তী এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত হইয়া থাকে।

যে আদিম মূল ভাষা হইতে এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন আজ পর্য্যন্তও পাওয়া যাইতেছে না। তবে এই গোষ্ঠীর প্রাচীন ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা হইতে এই মূল ভাষার মোটামুটি রূপ যে কেমন ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মূলভাষা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া এই গোষ্ঠীর প্রাচীন ভাষাগুলির জন্ম হইয়াছিল; তাহার অনতিকাল পরে ইহারা ইউরোপ ও এশিয়ার স্থানে স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার আদিস্থান যে কোথায় ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিতর্কের অবসান আজিও হয় নাই, এবং কখনও হইবে কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। তবে সম্ভবতঃ মধ্য ইউরোপই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিদ্‌দের আদিস্থান ছিল এইরূপ অনুমিত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী কালে এই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত লোকদের ভ্রমণ-পথের বিচার করিলে এই অনুমানই অনেকটা সমর্থিত হয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীকে এই কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে—ইন্দো-ঈরানীয় বা আর্য, আর্মানীয়, গ্রীক, ইতালীয়, জার্মানীয় বা টিউটনিক (Teutonic), প্রাচীন প্রুসিয়া, লাট্‌ভীয়া বা লিথুয়ানীয়া দেশীয় ভাষা, শ্লাভ জাতীয় ভাষা, আলবানীয় ও কেল্‌ট্ জাতীয় ভাষা (Celtic)। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নিম্নলিখিত আটটি প্রচলিত শাখার সংক্ষেপে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

(১) কেলতিক (Celtic) : ওয়েল্‌শ্ (Welsh), আইরিস্ (Irish) ও ফ্রান্সের (France)-এর উত্তর পশ্চিমাংশে ব্রেতন-ভাষা।

(২) ইতালিক (Italic) : লাতিন (Latin) ও মধ্য ইতালির প্রাচীন ভাষাসমূহ, ও লাতিন ভাষা হইতে উদ্ভূত ভাষাসমূহ, যথা.—ইতালিয়ান (Italian), ফ্রেঞ্চ (French), কাস্তালিয়ান (Castalian) বা স্পেনিস (Spanish), প্রভেন্সাল (Provencal), কাতালান (Catalan), পোর্ত্তুগীজ (Portuguese), রুমানিয়ান (Rumanian) এবং রেটোরোমান (Rhetoroman)।

(৩) আর্মেনীয়ান (Armenian)।

(৪) আলবানিয়ান (Albanian)।

(৫) বাল্‌টিক-শ্লাভিক (Baltic-Slavic) : (ক) বাল্‌টিক—প্রাচীন রাশিয়ান (Old Russian), লিথুয়ানিয়ান (Lithuanian), লেট্‌ বা লাটভিয়ান (Lett or Latvian)। (খ) শ্লাভিক—রুষ বা 'বড়' রুষ (Velikorusski অর্থাৎ Great Russian), শ্বেত বা 'সাদা' রুষ (Bielorusski বা White Russian), 'লাল' রুষ (Malorusski বা Red Russian), পোলিশ (Polish), চেখ (Czech), শ্লোভাক (Slovak), স্লোভেন (Slovene), যুগোশ্লাভ (Yugoslav) এবং বুলগেরিয়ান (Bulgarian)।

(৬) গ্রীক বা হেল্লেনীয় (Greek Hellenic)—প্রাচীন গ্রীক উপভাষা সমূহ (Ancient Greek dialects) এবং আধুনিক গ্রীক (Modern Greek)।

(৭) টিউটনিক বা জার্মানিক (Teutonic or Germanic)—(ক) স্কেণ্ডিনাভিয়ান ভাষাসমূহ (The Scandinavian languages)—আইস-লেণ্ডিক (Icelandic), ডেনো-নরওয়েজিয়ান (Deno-Norwegian) ও সুয়েডিশ (Swedish) ; (খ) ডাচ্‌ (Dutch), ফ্লেমিশ (Flemish) ও আফ্রিকান (Afrikans), (গ) ফ্রেসিয়ান (Fresian), (ঘ) ইংলিশ (English), (ঙ) জার্মান (German) এবং (চ) (অধুনা লুপ্ত) গথিক (Gothic)।

(৮) আর্য বা ইন্দো-ঈরানীয় (Aryan or Indo-Iranian)—(ক) ইন্দো-এরিয়ান (Indo-Aryan), যথা, সংস্কৃত ও অন্যান্য উত্তর ভারতীয় আর্য ভাষাসমূহ (Sanskrit and the other north Indian Aryan languages) ; (খ) ঈরানীয় ভাষাসমূহ (Iranian speeches), যেমন, ফারসী (Persian), কুর্দী (Kurdish), ওসেসতী (Ossetish), পশ্‌তো (Pashto), বলোচ (Baloch) ইত্যাদি ; (গ) দরদ শ্রেণীর ভাষাসমূহ (Dardic Speeches), যেমন কাশ্মিরী (Kashmiri), শীনা (Shina) ইত্যাদি।

নিম্নে বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা কতকগুলি শব্দের সাহায্যে এই ভাষা-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ঠ্য কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে—

পিতা—সংস্কৃত পিতৃ, প্রাচীন পারসীক পিতর্, ফারসী পিদর্, গ্রীক পাতের্ (pater), লাতীন পাতের্ (pater), ইংলিশ ফাদার্ (father), প্রাচীন আইরিশ অথির্ (athir)।

ভ্রাতা—সং ভ্রাতৃ, পারসীক ব্রাতর্, ফারসী বরাদর, গ্রী ফ্রাত্রিয়া (ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন, phratria), লা ফ্রাতের্ (frater), স্লাভ ব্রাৎ (brat), ইং ব্রাদার (brother), আইরিশ ব্রাথির (brathir)।

দশ—সং দশ, আবেস্তীয় দস, ফার দিহ, গ্রী দেকা (deka), লা দেকেম (decem), লিথু দেশিম্‌ৎ (deszimt), গথ তেথুন (taihun), ইং টেন (ten)।

আমি হই—সং অস্মি, পারসীক অহ্‌মি, ফারসী অম্, লিথু এস্মি (esmi), গ্রী এম্মি (emmi), স্লা ইয়েস্‌মি (yesmi), লা সুম্ (sum) গথ ইম্ (im), আর্মে এম্ (em), ইং (am).

ঈরানীয় ভাষার ইতিহাসে এই কয়েকটি স্তর বিদ্যমান :—

১। প্রাচীন ঈরানীয় (Old Iranian), আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে।

(ক) পূর্বী প্রাচীন ঈরানীয় বা অবেস্তার ভাষা।

(খ) প্রাচীন পারসীক (Old Persian)।

২। মধ্যযুগীয় ঈরানীয় (Middle Iranian), আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ হইতে ৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

(ক) পূর্বী ঈরানী উপভাষা।

(খ) মধ্য পারসীক বা পহ্‌লবী (Middle Persian or Pahlavi language)।

(গ) সোগ্‌দীয়।

(ঘ) কুষাণ, শক ও প্রাচীন খোতানী (Old Khotani)।

৩। নব্য ঈরানীয় (New Iranian), ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে।

(ক) পশ্‌তো (পূর্বী ঈরানী-জাত)।

(খ) নব্য পারসীক বা ফারসী Modern Persian Language (বা ঈরানী)

(গ) ঘল্‌চা উপভাষা (Ghalchah Dialects)—মধ্য এশিয়ায়।

(ঘ) কূর্দী।

(ঙ) বলোচী।

(চ) ওস্‌সেতী (Ossetic)।

আধুনিক বা নব্য ঈরানী (ফারসী) ভাষার ইতিহাসে আমরা আবার দুইটি স্তর দেখিতে পাই—

৩ (খ)। ফারসী।

(/০) পুরাতন ফারসী (Classical Persian), আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ৭০০ হইতে ১৮৫০ পর্যন্ত।

(৵০) আধুনিক ফারসী (Modern Persian), আনুমানিক ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে।

প্রাচীন ঈরানীয় ভাষা

ঈরানের প্রাচীন ভাষাতে দুইটী বিশিষ্ট রূপ মিলিতেছে—অবেস্তার ভাষা ও প্রাচীন পারসীক ভাষা। স্পিতম্ জ.রথুশ্ত্র (= জরথুষ্ট্র) ছিলেন ঈরানীয়দের প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী, ঋষি এবং ধর্মসংস্কারক। তাঁহার জীবৎকাল ঠিকমত জানা যায় নাই, তবে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তিনি ঈরান দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই মত সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে। ঈরানীয়দের মধ্যে প্রাচীনকালে যে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মমত প্রচলিত ছিল, সেগুলি সম্ভবতঃ আমাদের বেদের ন্যায় ঈরানীয় পুরোহিতদের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত ছিল। ঋষি জ.রথুশ্ত্র তাঁহার বিশিষ্ট মতবাদ, তাঁহার উপাস্য পরমেশ্বর অহুর মজ.দাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত ব্যক্তিগত আত্মনিবেদন 'গাথা' বা কবিতা-ছন্দে প্রচার করেন। ঈরানীয়দের প্রাচীন ধর্মবিষয়ক দেবতাদের স্তবস্তুতি ও অনুষ্ঠানমূলক সাহিত্য, এবং জরথুশ্ত্র রচিত গাথা সকল একত্রিত করিয়া 'অবেস্তা' গ্রন্থ সংকলিত হয়। এই সংকলন করেন সাসানীয় বংশের সম্রাটগণ মূল গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের রচনার অনেককাল পরে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু তাহার পূর্বেই প্রাচীন অবেস্তা সাহিত্যের অনেকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং সঙ্কলিত অবেস্তা এক বিরাট ধর্ম সাহিত্যেব এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। এই সঙ্কলিত অবেস্তাকে য়শ্ন, বিস্পরদ্, য়শ্ৎ, বেন্দিদাদ্, এই কয় অংশে ভাগ করা হইয়াছে। জ.রথুশ্ত্রের স্তব 'গাথা' য়শ্নের অন্তর্ভুক্ত। এইগুলিকে একত্রে 'জ.ন্দ-অবেস্তা' বলা হয়। পহলবী ভাষায় গ্রন্থখানির নাম 'অপিস্তক্-উ-জ.ন্দ (Apistak-u-Zand), অর্থাৎ 'মূল লিখিত গ্রন্থ (অপিস্তক্) ও ব্যাখ্যা বা টীকা (জ.ন্দ)'; পরবর্তী কালে ফারসী ভাষায় এই নামের রূপ দাঁড়ায় 'অবেস্তা-উ-জ.ন্দ' (Avesta-u-Zand)।

অবেস্তীয় ভাষা ঈরানের উত্তর বা ঈরানের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের কথ্য ভাষা। ইহার প্রাচীনতম অংশ হইতেছে জ.রথুশ্ত্র রচিত কতকগুলি 'গাথা' ও গাথিক অংশ। গাথাগুলির ভাষা অবেস্তার অপর অংশ হইতে

যথেষ্ট পুরাতন; ঋগ্বেদের ভাষার সঙ্গে গাথিক অবেস্তীয় ভাষার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। পরবর্তী যুগে অবেস্তা সংকলন কালে বানান ও উচ্চারণের কতকটা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া নেওয়া যাইতে পারে, তবে গাথার ভাষায় সেইরূপ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

জ.রথুশ্ত্রই আমাদের প্রাচীন ঈরানীয় কবি। এবং গাথিক সুর ও ছন্দের সঙ্গে যদিও আমরা অভ্যস্ত নহি, কিন্তু ইহাতেও বেশ তাল মাত্রা ও ছন্দঃ আছে বলিয়া মনে হয়। নিম্নে গাথার প্রথম শ্লোকটি প্রদত্ত হইল।

অহ্য় ইয়স নেমংঘহা—Ahya yasa nemangha
উস্তানজ.স্তো রফেদ্রহ্য়া—Ustanazasto rafedrahya
মন্যেউশ্ মজ.দা পৌর্বীম্—Manyeush mazda pourvim
স্পেন্তহ্য় অশ বীসপেং শ্যওথ.না—Spentahya asha vispeng shyaothna
বনঘেউশ্ খ্রতুম্ মনংহো—Vangheush khratum manangho
(ঈ) য় খ্শ্নেবীশ গেউশ্চ উর্বানেম্—Ya khshnevisha geushcha urvanem

[হে আমার প্রভু, অদৃশ্য দয়ালু পরমাত্মা! হস্ত প্রসারিত করিয়া বিনয়ের সহিত তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি; অনুগ্রহ করিয়া এই আনন্দের মুহূর্তে আমাকে কর্মে সততা (এবং) সংযমের জ্ঞান দান কর, যাহাতে জীবাত্মাতে আনন্দ বর্ধন কবিতে পারি।][১]

ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ সঙ্কলিত অবেস্তা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বেন্দিদাদ্, বি-দএব-দাত (=সংস্কৃত বি-দেব-হিত) শব্দের অপভ্রংশ—ইহা দেব (অসুর) দের প্রতিকূলে প্রবর্তিত আইন সমূহ। বিস্পরদ্ (অবেস্তা বিস্পে-রতব, 'সকল প্রাধান্যবর্গ') কতকগুলি প্রার্থনার সমষ্টি; এখানে সকল দেবতাগণের বর্ণনা আছে এবং তাঁহাদের স্তুতি করা হইয়াছে। যশ্নে (=সংস্কৃত যজ্ঞ) দেবতার প্রতি উৎসর্গের নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে; এখানেও বিস্পরদের মত দেবতাদের বর্ণনা আছে। 'য়শ্ৎ' ও কতকগুলি স্তব বা প্রার্থনার সমষ্টি, তবে এখানে প্রত্যেক দেবতাকে পৃথকভাবে সম্বোধন করিয়া তাহাদের গুণ কীর্তন করা হইয়াছে। এই দেবতাদের একসঙ্গে নামকরণ হইয়াছে 'য়জ.ত' (বেদের যজত, 'যে শ্রদ্ধা বা পূজার উপযুক্ত', আধুনিক

১ Dinshah J. Irani Poets of the Pahlavi Regime. P. 9.

ফারসী ভাষার 'য়জ.দ্=ঈশ্বর' প্রকৃতপক্ষে এই 'য়জ.ত' শব্দেরই আধুনিক রূপ)।

অহুর-মজ.দা ঈরানীদের প্রধান দেবতা। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, ষড়ঋতু প্রভৃতি সকলই দেবতা; এবং প্রত্যেকের নামেই নিবেদন ও হোম করার নিয়ম রহিয়াছে। এখানে অবেস্তা ও প্রাচীন সংস্কৃত বা বেদের প্রত্যেক শব্দ বা তখনকার প্রত্যেক রীতিনীতির তুলনামূলক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। তবে ঔৎসুক্য বর্ধনের জন্য আরো কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। বিশ্পরদের 'নিবেধয়েমি' (আমি নিবেদন করি)র সহিত ব্রাহ্মণদের নৈবেদ্যর তুলনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। যিনি হোম করেন তাঁহাকে বলা হয় 'জ.ওতা' (=সং হোতা, অবেস্তা 'জ.ওতর্= হোতৃ)।

ডক্টর সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "জরথুস্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিমূলক ধর্ম অবলম্বন করিয়া পূর্বে ঈরানীয় আর্যেরা ভারতীয় আর্যদের মতই যজ্ঞপরায়ণ এবং দেবোপাসক ছিল। আবেস্তার মধ্যে এই প্রাচীন ধর্মের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। জরথুশ্ত্রীয় ধর্মগ্রহণের ফলে ঈরানীরা দেব-বিদ্বেষী হইয়া পড়িল, এবং দেব (বা দএব) শব্দের অর্থ দাঁড়াইল 'অপদেবতা'। ফলে আর্যদিগের অনেক প্রাচীন দেবতা (নাসত্য, ইন্দ্র[১] ইত্যাদি) অপদেবতা হইয়া গেল। তবে দুই একটি দেবতা (যেমন মিত্র, অর্যমা এবং সোম) তাহাদের আসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। অবেস্তায় 'দেব' শব্দের যেমন অর্থাবনতি ঘটিয়াছে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে সংস্কৃত সাহিত্যেও ঠিক অনুরূপ ভাবে 'অসুর' শব্দের অর্থ বিপর্যয় হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের আমরা 'অসুর' শব্দ পাইতেছি বরুণ প্রভৃতি প্রধান দেবতার বিশেষণ হিসাবে। আবেস্তায়ও দেখি ঈশ্বরের নাম হইতেছে অহুর মজ.দা অর্থাৎ অসুর মেধাঃ 'মহৎ জ্ঞান স্বরূপ'। কিন্তু অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে 'অসুর' শব্দের অর্থ হইল 'দেব বিরোধী, ব্রাহ্মণ্যদ্বেষী'। সম্ভবতঃ 'দেব' এবং 'অসুর' শব্দের এই অর্থ

১ বেদের নাসত্য'-কে জরথুশ্ত্র ধর্মাবলম্বীদের 'নওঙ্হৈথ্য' এবং ইন্দ্রকে অহ্রিমনের (অঙ্গ্র মইন্যুশ্) সঙ্গে তুলনা করা হয়। ইন্দ্র দেবতাদের দেবতা, আর অহ্রিমন্ 'দএবনাম্ দএবো' (অপদেবতার অপদেবতা)। ইন্দ্রকে বেদের বৃত্রহা (বৃত্রহন্তাকারী) ও অবেস্তার বৃথ্ঘ্ন (শত্রু দমনকারী)র সহিত ও তুলনা করা হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

বিপর্যয়ের মধ্যে ঈরানীয় এবং ভারতীয় আর্যদের মধ্যে প্রচণ্ড ধর্ম বিরোধের ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে।" ১

অতি প্রাচীন যুগেই লিখার প্রচলন ছিল এবং প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের সব বক্তব্য লিখিবার উপযোগী গরুর চামড়া প্রস্তুত করিয়া এই সব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অবেস্তার অক্ষর ছিল ৪৪টি। এবং ইহা ডান দিক হইতে বাম দিকে লিখা হইত। সেই প্রাচীন যুগে আরও এক প্রকারের লিখার প্রচলন ছিল—ইহাকে বাণমুখ বা Cunciform লিপি বলা হইয়া থাকে। হখামনীশীয় সম্রাটগণ এই লিপি পর্বতের গাত্রে বা প্রস্তরেব উপরিভাগে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সম্রাটগণ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে চতুর্থ শতাব্দী পযন্ত রাজত্ব করিযা গিয়াছেন। কুরুশ্ (Cyrus) হখামনীশীয় রাজাদের প্রথম সম্রাট। কিন্তু দারযবউশ্ (মূল প্রাচীন পারসীক দাবয়বহুষ Darayavahush, গ্রীক দারেহওস্ Dareios, লাতীন দারীউস্ Darius, আধুনিক ফারসী 'দারাব্'—খ্রীষ্টপূর্ব ৫২১-৪৮৫) ও তৎপুত্র খ্‌ষয়র্ষ (Khshayarsha, ; গ্রীক, ক্সের্ক্‌সেস Xerxes) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের শিলালিপিও ধাতুলিপি হইতেই তাহাদের লিখিত ভাষা সম্বন্ধে অবগত হইতে পারি। ইহাই প্রাচীন পারসীক ভাষা।

প্রাচীন পারসীক ছিল ঈরানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অর্থাৎ পার্স (পারস্য) প্রদেশের ভাষা। এই প্রদেশের হখামনীশীয় বংশীয় সম্রাটদের প্রতিপত্তি বিস্তারের সঙ্গে তাঁহাদের মাতৃভাষা প্রাচীন পারসীক সমগ্র ঈরানের রাজকার্যের ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। সেই প্রাচীন সম্রাটেব প্রাসাদেব ধ্বংসাবশেষ ও তাঁহাদের অনুশাসন-লিপি কতকটা বিকৃত অবস্থায় প্রস্তরগাত্রে আজও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ তাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টার ফলে আবিষ্কার ও উদ্ধার-সাধন করিয়া, উহাদের অর্থ সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। বীসুতূন্, আলবন্দ্, ইস্তখর্, এশিয়ামাইনর, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে হখামনীশীয় সম্রাটগণ তাহাঁদের নাম, গোষ্ঠী, কার্য্যকলাপ, রাজত্বের নিয়মকানুন ও অনুশাসন খোদাই করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাছাড়া তাহাঁদের শ্রেষ্ঠ যজ.দ (ঈশ্বর) বা অহুর মজ্.দার প্রশংসা এবং বর্ণনাও লিপিবদ্ধ আছে। এই

১ ভাষার ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৬৩

সকল অনুশাসন লিপির মধ্যে দারীউস্ Darius এর বীসুতূন্ (বা বিহিস্তূন্ বা বঘহ্স্তান) নামক স্থানের প্রস্তর গাত্রের লিপিই প্রসিদ্ধ। নিম্নে তাঁহার দুই একটি অনুশাসন লিপির বর্ণনা করা হইল।

অদম্ দারয়বহুষ্ খ্ষায়থিয় বজ.র্ক খ্ষায়থিয়ানাম্ খ্ষায়থিয় পার্সৈয় খ্ষায়থিয় দহ্যূনাম্ ৱিষ্তাস্পহিয়া পুস্স অর্ষামহ্যা নপা হখামনীষীয়।

adam darayavahush khshayathiya vazarka khshayathiya -nam khshayathiya parsaiy khshayathiya dahyunam vishtas-pahya pussa arshamahya napa hakhamanishiya.

[আমি হই দারীয়ূস, শ্রেষ্ঠ রাজা, রাজাদের রাজা, পারস্য প্রভৃতি রাজ্যের রাজাধিরাজ, গোষতাস্বের পুত্র (ও) অর্শাম হখামনীশীয়র পৌত্র।][১]

বঘ বজ.র্ক অররমজ.দা হিয় ইমাম্ বুমীম্ অদা হিয় অরম্ অস্মানম্ অদা হিয় মর্তিয়ম্ অদা হিয় শীয়াতিম্ অদা মর্তিয়হিয়া।

[ভগবৎ শ্রেষ্ঠ 'অহুর মজ্দা.' যিনি এই ভূমিকে তৈয়ার করিয়াছেন, যিনি ঐ আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মানুষের আনন্দকে তৈয়ার করিয়াছেন।][২]

শ্রীযুত সেন মহাশয় প্রাচীন পারসীকের সহিত সংস্কৃতের কিরূপ সাদৃশ্য ছিল তাহা দেখাইবার জন্য খ্শয়ার্ষের নূতন আবিষ্কৃত একটি অনুশাসনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন ঃ—

"তুবম্ কা হ্য অপর যদি মনিযাহইয় শিযাত অহনি জীব উতা মৃত ঋতবা অহনি অবনা দাতা পরীদিয্ ত্য অহুরমজ.দা নিয়শ্তায় অহুরমজ.দাম্ যদইশা ঋতা চা ব্রজ্.মনিয্।"

সংস্কৃত ইহার হুবহু প্রতিরূপ এই প্রকার —"ত্বম্ কা-স্য অপরঃ যদি মন্যাসে চ্যাতঃ অসানি জীবঃ উত মৃতঃ ঋতবা অসানি অনেন হিতা পরীহি ত্যং অসুর মেধাঃ ন্যস্থাপয়ৎ অসুর মেধাম্ যজেঃ ঋতা চ ব্রহ্মাণি।" [৩]

---

১ প্রাচীন পারসীকের সহিত বর্তমান ফারসী ভাষারও সাদৃশ্য দেখান যাইতেছে—খ্ষায়থিয় = শাহ (রাজা); বজ.রকহ্ = বুজু.র্গ্ (শ্রেষ্ঠ); দহীয় = দিহ্ (মুমলিকাৎ—এইরূপ স্থান বা দশটি রাজ্য); পুসর বা পুথব্ = পূর্ (পুত্র); নপা = নরহ্ (পৌত্র)।

২ বঘ্ = খোদা (ভগবান্); হিয় = কিহ্ (যে); অদা = সাখ্ৎ (তৈয়ার করিয়াছেন); ইমাম্ = ইন্ (এই); বুমী = জমীন্ (ভূমি); অরম্ = আন্ (ওই); অসমান = আসমান্ (আকাশ); মরতিয় = মর্দ্ (মানুষ) শীযাতি = শাদী (আনন্দ)। (রিজা জা.দা শফক্ কৃত তারীখ্-ই-আদবিয়াৎ-ই-ঈরান্, পৃঃ ১৮)

৩ ভাষার ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৬৪—৬৫।

মধ্য ঈরানীয় ভাষা

হখামনীশীয় সম্রাটগণ তাঁহাদের এই কয়েক শতাব্দীর রাজত্বককালে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের গৌরবময় কীর্তিস্বরূপ ধর্ম, সভ্যতা ও সাহিত্যের অপূর্ব ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৩৩১ সনে ইস্‌কন্‌দর্ বা সেকেন্দর সাহ (Alexender the Great) আরবেলার যুদ্ধে ঈরানীয়দের পরাজিত করিয়া গ্রীক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং পরবর্ত্তী দুই শতাব্দী কাল তাঁহার বংশধরগণ ঈরান দেশে রাজত্ব করেন। কথিত আছে যে আলেক-জেণ্ডার প্রমত্ত অবস্থায় হখামনীশীয়দের রাজধানী ইস্তখর্ (বা পার্‌সিপলিস্ Persepolis) পুড়াইয়া দিবার আদেশ দিয়া তাঁহাদের গৌরবময় কীর্তির প্রায় সকলই নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন ; পরে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ সনে আর্‌সেকিদ্ (বা আশ্‌কানী) বংশের ষষ্ঠ সম্রাট মিস্‌রিদাতেস্ বা মিথরিদাতেস্, Mithri-dates, সেলুকিদ্ রাজ্যের ধ্বংস করিয়া পুনরায় পর্‌স.ব্ বা পর্‌থিয়ায় তাঁহার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পর্‌থিয়ার সম্রাটগণ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ঈরান ও অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই পারস্য সম্রাটগণ হখামনীশীয় সম্রাটদের ভাষা ও সাহিত্যের আবার প্রচলন করেন; কিন্তু এই পরবর্ত্তী ভাষা সময়ের অবস্থান্তরিত বিপর্যয়ে অনেক পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছিল। এই নূতন ভাষার সৃষ্টিতে গ্রীক ভাষা, এসিরিয়া ও বেবিলনীয়া প্রভৃতি স্থানের সামী বা সেমিটিক Semitic ভাষার যথেষ্ট প্রভাব আছে। কিন্তু আরসেকিদ্ বা পর্‌থিয়ার সম্রাটদের ইতিহাস ঘন-অন্ধকারে আচ্ছন্ন · তাঁহাদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রমাণ তাঁহারা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই যুগের ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস আমরা জানিতে পারি সাসানীয় বংশের সম্রাটদের রক্ষিত প্রস্তরলিপি ও নানারকম পুরাতন পুঁথির সাহায্যে, যাহা তাঁহারা অদম্য যত্ন ও চেষ্টার সহিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সাসানীয় বংশের প্রথম সম্রাট সাসানের প্রৌত্র অর্তখ্‌শীর্ বাবাকান্ (বাবকের পুত্র অর্দশীর্—প্রাচীন পারসীক অর্তখ্‌ষত্র Artakhshatra, গ্রীকে অর্তক-সের্ক্‌সেস্ Artaxerxes, পহলবীতে অর্তখ্‌ষীর বা অর্তখ্‌শীর্, আধুনিক ফারসীতে অর্দশীর্) ২২৬ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পর্‌থিয় সম্রাটকে পরাস্ত করিয়া

বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অর্দশীর ছাড়া আরো কয়েকজন সম্রাটই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যেমন মহান শাহ্পুর (৩০৯—৩৭৯), বহরাম্ গোর ও ন্যায়পরায়ণ নৌশেরবান্ [১] (৫৩১—৫৭৯) এবং শেষ প্রসিদ্ধ সাসানীয় সম্রাট খসরু পর্বেজ্ (৫৯০—৬২৮)।

এই মধ্যযুগের ভাষার নাম হইল পহলবী বা মধ্য পারসীক Middle Persian. প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষা (বৈদিক সংস্কৃত) যেমন কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষা অর্থাৎ পালি-প্রাকৃতে পরিণত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রাচীন পারসীক ভাষার বিবর্তনের ফলে ইহার প্রাকৃত স্থানীয় পহলবী ভাষার উৎপত্তি হয়। পহলবী ভাষার নামকরণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। মার্টিন্ হোগ্ সাহেব তাঁহার 'পার্সীদের ভাষা ও ধর্ম্ম'নামক পুস্তকে [২] লিখিয়াছেন, "পর্থিয়া (পরস.বী) হইতে পহলবী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পরস.বী বা পরসবী→ পল্স.বী (কারণ প্রাচীন ঈরানীয় ভাষায় 'ল'র উল্লেখ পাওয়া যায় না, এবং ইহার স্থানে 'র' র ব্যবহার দৃষ্ট হয়) → পলহব ('স.'র স্থানে 'হ', যেমন মিত্র. বা মিথ্র, ফারসী মিহির্) — পহলব — পহলবী।" কাত্রমের্(Quatremere) এর মতে আর্সেকিদ্ সম্রাটদের উপাধিই ছিল 'পহলব'। তাঁহারা নিজেদের যোদ্ধা বা সাহসী বলিয়া বিবেচনা করিতেন বলিয়া এই উপাধির ব্যবহার করিতেন এবং এই অর্থেই এই শব্দের ব্যবহার অন্যান্য ভাষায়ও দেখা যায় ; যেমন, ফারসীতে পহলব ও পহল্বান্, এবং আর্ম্মেনীয় ভাষায় পহলবিগ্ বা পল্হবিগ্। রামায়ণ, মহাভারতেও 'পহ্লব'র বীর অর্থে ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

পহ্লবীর লিখার গঠন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে প্রাচীন ঈরানীয় ভাষার ন্যায় ইহাতেও দুই রকমের লিখার প্রচলন ছিল—এক প্রকারের লিপি যাহার প্রচলন কেবল প্রস্তরগাত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া সাসানীয়গণ অন্য একপ্রকারের লিপির প্রচলন করেন যাহার সাহায্যে পহলবী পুস্তকাদি লিখিত হইয়াছিল। অবেস্তার লেখা যদিও প্রায় অজ্ঞাতই ছিল, কিন্তু এই লিপি কতকটা পরিবর্তিত অবস্থায় অনেকটা অবেস্তার অক্ষরের মতই ছিল, এবং ইহাও ডান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখা হইত।

১ পহলবী Anoshak-rawan অনোশক্-রবান্ (=অমৃত আত্মা যাহার)
২ Martin Haug, Language and Religion of the Persis, P. 79.

পহলবী লিখার আর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে লিখিবার সময় Semitic সেমিটিক অর্থাৎ শেমীয় গোষ্ঠীর সিরিয়া দেশীয় বা শামী ভাষার ব্যবহার হইত, কিন্তু উচ্চারণ করিবার বেলায় ঠিক পহলবী উচ্চারণ করিয়াই পড়া হইত ; যেমন লিখা হইল আরবী (বা 'অরবী) দশ সংখ্যা বা 'অশর্' এর সাঙ্কেতিক ع ('অএন্) কিন্তু পড়িবার সময় ঠিক উচ্চারণ করা হইল ফারসী দহ্ (বা দশ), লিখা হইল 'মলকান্ মল্কা', কিন্তু উচ্চারণ করিয়া পড়িবার বেলায় ইহা 'শাহন্শাহ্', (বা সম্রাট) পড়া হইত। এইরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্য পহলবী ভাষাকে 'হুজ.্বারিশ্' বলিয়াও অভিহিত করা হয়। হুজ.্বারিশের শব্দোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই ; তবে এইটুকু বলা যায় যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন (বা সেমিটিক শব্দ)র ঠিক উচ্চারণ জানা ছিল না বলিয়াই বোধ হয় যদিও কোন শব্দ সাঙ্কেতিক রূপে লিখা হইত, উচ্চারণের বেলায় পহলবী শব্দই ব্যবহার হইত[১]। এই সঙ্কেত মিশ্রিত লিখাকে যখন পহলবী ভাষায় উচ্চারণের সহিত মিল রাখিয়া ব্যাখ্যাপূর্বক লিখা হইত, ইহাকে বলা হইত 'পা-জেন্দ' (অর্থাৎ পুনরায় ব্যাখ্যা)। আমরা আরো দেখিতে পাই যে সাসানী রাজত্বের শেষভাগে এইরূপ সেমিটিক লিপির মিশ্রিত প্রচলন উঠিয়া যায়, এবং প্রাচীন অবেস্তা লিপিই পুনরায় এই পহলবীতে সংযোগ করা হয়।

প্রাচীন পারসীক হইতে রূপান্তরিত পহলবী ভাষাতে আমরা দেখিতে পাই যে রূপান্তরিত ভাষা হখামনীশীয়দের ভাষা হইতে শব্দের সংগঠন, অব্যয় ও অন্যান্য ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ব্যাপারে অনেক সরল হইয়াছে, যেমন নব্য ঈরানীয় ভাষার অন্তর্গত ফারসী ভাষা পহলবী ভাষা হইতে রূপান্তরিত হইয়া আরো সহজ হইয়াছে। পহলবী ভাষা হইতেছে ফারসী ভাষার জননী, যেমন প্রাচীন পারসীক ভাষাকে বলা যায় যে ইহা পহলবী ভাষার জননী। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে পহলবী হইতে আধুনিক ফারসী ভাষার উৎপত্তি ঘটে। ইংরাজীর মত ফারসী ভাষাও অনেকটা ব্যাকরণের বন্ধন কাটাইয়া উঠিয়াছে। পহলবী ভাষায় পালি বা প্রাকৃত ভাষার ন্যায় ব্যাকরণের

---

১ ইংরাজীতেও এরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন লেখা হইল, *i. e.* (অর্থাৎ লাতিনের id est), কিন্তু পড়িবার সময় বলা হয় that is ; লেখা হইল *e. g.* (অর্থাৎ exampli-gratia), কিন্তু পড়িবার সময় বলা হয় as for example.

খুঁটিনাটির প্রভাব যথেষ্টই আছে, যদিও অবেস্তা বা প্রাচীন-পারসীকের ব্যাকরণ হইতে কতকটা সরল। ফারসী ভাষাকে আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্তর্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা পহলবী ভাষা হইতেই উদ্ভূত। নূতন ইসলাম ধর্মের বিশেষ ধর্মগ্রন্থ কোরান ও তাহার ভাষা আরবীর প্রভাবেই এইরূপ প্রতীয়মান হয়। ফারসী ভাষা সম্বন্ধে পরে আরও বিশদভাবে বর্ণনা করা যাইবে। এখানে আমরা পহলবী ভাষার ২।১টি দৃষ্টান্ত দিয়া ইহার প্রকৃত রূপ কতকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পহ্ কার্‌নামকী অর্তখ্‌শীরী পাপকান্ অঈতূন্ নপিস্ত অসতজ্. রূপস অচ্ মর্‌গী অলক্‌সান্দর্ অরূময়িক ঈরান শস.র ২৪০ কৃতক্ খুর্‌তায়ী বুধ. অস্‌প্‌হান্ অব পারস্ অব কুস্তীহায়ী অরীশ নজদীকৃতর্ পহ্ দস্তী অর্‌দরান্ সর্‌দার্ বুধ. পাপক মর্‌জ.বান্ অব শস.র্ দারী পারস্ বুধ.।

(ফারসীতে)—বকার্‌নাময়ি অর্দশীর্ বাবকান্ ঈদূন্ (বা চূনীন্) নবিস্তহ্ অস্ত্ কিহ্ পস্ অজ্. মর্‌গ্-ই-ইস্‌কন্দর্ রূমী ঈরানশহর্ ২৪০ কৎ খু.দায়ি বূদ্। ইস্‌ফহান্ ব ফার্‌স্ ব কিনারাহায়ী-আশ্ নজদীক্‌তর্ ব-দস্ত্-ই-আর্দবান্ সর্‌দার্ বূদ্। বাবক্ মরজবান্ ব শহর্ দার্-ই-ফার্‌স্ বূদ্।

বাংলায় ইহার অর্থ দাঁড়ায়—বাবকের পুত্র অর্দশীরের কার্য্যলিপিতে এইরূপ লিখিত আছে যে রোমের আলেকজেণ্ডারের মৃত্যুর পর ঈরান্ শহরে ২৪০ জন পরিবার-পালনকর্তা ছিলেন। (তখন) ইস্ফহান্ ও পারস্য ও নিকটবর্তী স্থান সমূহ সর্দার অর্‌দবানের হাতে ছিল। বাবক পারস্যের জমীদার ও কর্তা ছিলেন।

অথবা "গোবেৎ রেতক্ কু—অনোশক্ হফ্‌ৎ কিশ্‌বর্ খ্.তায় কামক্ হন্‌জাম্ ফ্রমায়েৎ বুতন্ খ.রিশন্-ই-আন্ খ,াস্বতর্ উ প-মেচকৃতব্-ই-অন্‌দর্ যুবানীহ্ উ তন্-ক্রস্তীহ্ উ অপেবীমেহ্ খ্.রন্‌দ্।" [১]

(ফারসীতে)—গোয়িদ্ রিদক্ কি নোশ্-ই-হফ্‌ৎ-কিশ্‌বর্ খু.দায় (ব) কাম্-অন্‌জাম্ ফর্‌মায়িদ্ বূদন্ আন্ খূরিশ খ্‌াস্‌তর্ বব-মজ.হ্ তঃ অন্দর্ জয়ানী ব তন-দরুস্তী ব বে-বীমী খবন্‌দ্।

[১] Hasravi Kavatan u retak-i-e, edited by Jamshedji Maneckji Unvala, no. 20.

(বাংলায় ইহার অর্থ দাঁড়ায়)—বালক বলিল, সর্বকামী ও সপ্ত রাজ্যেশ্বর অমর সম্রাটের আদেশানুযায়ী (আমি বলিতে চাই যে) সেই খাদ্যই উৎকৃষ্ট ও পরম-উপাদেয় যাহা যৌবনকালে সুস্থদেহে ও নির্ভয়ে আহার করা যায়।

পহলবী সাহিত্যের বর্ণনা করিতে গিয়া প্রথমেই সাসানী-বংশীয়দের অবেস্তার সংস্করনের কথা উল্লেখ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বেও কতক বলা হইয়াছে। অবেস্তার সংস্করণ কার্য্য পর্‌থিয় (পরস.র) Parthian রাজা বলগেসিসই Vologeses 1 (৫১—৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং অর্দশীর এই কার্য বিশেষ দক্ষতাব সহিত সম্পন্ন করেন। এবং এই অবেস্তার সংস্করণকে পহলবীতে অনুবাদ করা হয়। এই অনুবাদিত অবেস্তার নামকরণ হয় জেন্দ-অবেস্তা। জরথুশ্‌ত্রর ধর্ম, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের মাল-মসলা এই বই হইতে আমরা অনেকটা জানিতে পারি।

সাসানীয় সম্রাটগণ ও তাঁহাদের কীর্তিস্বরূপ অনেক গ্রন্থরাজী রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমরা যে সকল পুস্তকাদির ইতিহাস জানিতে পারি, তাহা তাঁহাদের গৌরবময় কীতির ধ্বংসাবশেষ মাত্র। আমরা পুরাতন ফারসী ও আরবী গ্রন্থাদিতে অনেক পহলবী সাহিত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই সকল পুস্তকের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পুস্তকাদির উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা সাসান বংশীয়দের রাজত্বকালে, বিশেষ করিয়া খস্‌রু-অনিশীরবানের সময়ে লিখিত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতেও অনেক পুস্তক পহলবীতে অনুবাদিত হইয়াছিল। তা'ছাড়া কোরান (কোর্‌-আন্) ও হাদিস্ (হদীস্) হইতেও জানা যায় যে ইস্‌লাম আধিপত্যের প্রথম ভাগেও আধ্যাত্মিক ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক পুস্তকাদি পহলবী হইতে পা-জেন্দ্ ও ফার্‌সী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের বিপর্য্যয়ে আরবদের আধিপত্য, লিখার রীতি ও অক্ষরের পরিবর্তন (যেমন বাম হইতে ডান দিকে লিখিবার পদ্ধতি এবং আরবী অক্ষরের প্রবর্তন) ও ইস্‌লাম ধর্মের প্রভাব ইত্যাদি নানা কারণে সাসানীয়দের গৌরবময় কীর্তিব অনেকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল যৎসামান্যই রহিয়া গিয়াছে যাহা জরথুশ্‌ত্র-ধর্মাবলম্বীগণ নবম শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্তী যুগে

ভারতে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছেন বা ঈরান দেশেই কতকটা রক্ষিত রহিয়াছে।

'দিন্‌করৎ' এইগুলির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এবং একটি বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাতে আছে জরথুস্ত্রের ধর্মের বিধি-নিষেধ, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, আদেশ ও উপদেশাবলী এবং জরথুশ্‌ত্র সম্বন্ধীয় নানারকম গল্প। দস্তুরপেশোতঞ্জি ইহার সংস্করণ ও ইংরাজী ও গুজরাটি অনুবাদ করিয়াছেন। 'বুন্দ হীশন' (বা সৃষ্টিতত্ত্ব) এ অহুর মজ্‌দার সৃষ্টি-রহস্য ও অহ্‌রীমান্‌ এর প্রবল বিরোধ সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। তা'ছাড়া ইহাতে আছে, সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সৃষ্ট-জীবের প্রকৃতির প্রভাব, যাহা আবার নূতন সৃষ্টির সূচনা করে। ইহার ফরাসী ও জার্মাণী তরজমা হইয়াছে। এইরূপ আরো ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি আছে, যেমন মইনিয়ো খরদ্‌ (বা জ্ঞানের জীবনীশক্তি), শায়াস্ত লা শায়াস্ত (বা পহলবী রিবায়ৎ বা সামাজিক ধর্মসংক্রান্ত কিংবদন্তী), ইত্যাদি। এইগুলি ও অন্যান্য পুস্তকাদির বিস্তৃত বিবরণ হোগ্‌ সাহেব তাঁহার 'পার্শীদের ধর্ম ও ভাষা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈষয়িক ব্যাপার সংক্রান্ত নানা রকম গ্রন্থ ও সাসানীয সম্রাটগণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমই নাম করা যাইতে পারে 'কার্‌নামকী অর্তখ্‌শীর পাপকান্‌'। ইহাতে আর্দশীর ও শাহ্‌পুরএর জীবনের নানারকম কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। 'ইয়াৎকারা জরীরান্‌'এ জরথুশ্‌ত্র-ধর্মানুরাগী গোশ্‌তাস্প এবং ঐ ধর্ম-বিদ্বেষী অর্‌জাস্পের যুদ্ধ কাহিনীর বর্ণনা আছে। ফরদৌসীর[১] শাহ নামাতেও এই কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে—ইহা হইতে অনুমান করা যায়, যে তিনি ইয়াৎকারী জরীরান্‌ (বা ইয়াদ্‌গার-ই-জরীরান) হইতেই তাঁহার ঐ কাহিনীর মাল মসল্লা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'খসরু গারাতান্‌ র ঘোলামশ' এ গরাদ্‌এর পুত্র নৌশীরবান্‌ ও তাঁহার দাসের আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া দুনিয়ার আনন্দদায়ক বিষয় সমূহের বর্ণনা করা হইয়াছে।

সাসানীয়দের রাজত্বকালে কবিতা ও গানের চর্চাও যে ছিল তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। গায়ক 'বার্‌বুদ্‌' এর নাম চির প্রসিদ্ধ। তিনি 'বর্‌বুদ্‌' (বীণা) ও চঙ্গ্‌ এর সাহায্যে সুমধুর কণ্ঠে গান গাহিয়া ও কবিতা

১ ফর্‌দৌসী সুলতান মাহ্‌মুদ এর দরবারের একজন ফারসী কবি ছিলেন।

আবৃত্তি করিয়া সাসানী দরবার মুখরিত করিয়া গিয়াছেন। তা'ছাড়া 'হাজী আবাদ' নামক স্থানের প্রস্তর গাত্রে খোদিত কবিতার নিদর্শনও পাওয়া যায়। তুর্কিস্থানের তূর্ফান্ শহরে প্রাপ্ত মানী-ধর্মাবলম্বীদের (ফারসী মানবিয়ান, Manichaens) লিখিত (৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) একটি কবিতার উল্লেখও আকা শফক্[২] করিয়াছেন। নিম্নে ইহা প্রদত্ত হইল :—

আপ্রীরাণী পিরিস্ত্গান্

পিরিস্ত্গান্ রোরশনান্ ফিরহ্গান্ কিরদ্গরান্
বঘান তহমান্ অরদ্ মিহির্ সপন্দান্ ইস্তারদান্
—হিয়ারান্ জুর্মন্দান্।

[কবিতার নাম—(ফারসী) – আফ্রীন্-ই-ফিরিস্তগান্ (ফেরেস্তাদের প্রশংসা)। কবিতার মর্মার্থ—দীপ্তি, শৌর্য, কর্মক্ষমতা, উজ্জ্বল আভা ও প্রেমযুক্ত গুরুগণ। গাহিয়াছেন—(ফারসী) ইয়ারান্-ই-জরমন্দান্ (ক্ষমতাশালী বন্ধুবর্গ)]

মধ্যযুগে পহলবী ছাড়া আরো কয়েকটি ভাষার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সোগ্দীয় এবং শক্ বা কুশান্ বা প্রাচীন্ খোতনী ভাষা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সোগদীয় ভাষা প্রাচীন সোগ্দিয়ানাতে প্রচলিত ছিল। শক বা কুশান্ দল প্রাচীন কাল হইতেই খোতন্ প্রদেশে বসবাস করিতেছিল এবং তাহাদের ভাষায় অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল।

২ তারীখ্-ই-আদবিয়াৎ-ই-ঈরান্, পৃঃ ২৫।

নব্য ঈরানীয় যুগ

মধ্য যুগের গৌরব সাসনীয়গণ তাঁহাদের যে সকল অমূল্য সাহিত্য-সম্পদ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাঁহাদের জ্ঞান ভাণ্ডারে রক্ষিত করিয়াছিলেন, ৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ তৃতীয় য়জ্.দ্গিবৃদ্-এর নহাবন্দ্ নামক প্রান্তরে আরবদিগের সহিত পরাজিত হওয়ার পর হইতে ক্রমে ক্রমে তাহাদের প্রায় সমস্ত গৌরব লুপ্ত হইয়া ঈরান সাম্রাজ্য আরব খলিফাদের আধিপত্যে চলিয়া যায়। যদিও খলিফাগণ ঈরান দেশে তাহাদের রাজ্য বিস্তার করিলেন, কিন্তু ঈরানের প্রাদেশিক কর্তা হেজাজ (:হজ্জাজ.) বিন্ ঈউসুফের শাসন কাল সময় পর্যন্ত (৭০০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজকার্য ফরাসী ভাষায়ই চলিতে লাগিল। হেজ্জাজ্ বিন্ ঈউসুফই প্রথম আরবী ভাষায় রাজকার্য চালাইবার সূচনা করিলেন। সেই সময়ের আরবগণ ছিল বর্বর; তাহাদের রাজকার্যোচিত কোন মার্জিত গুণই ছিল না। রাজশাসন ব্যাপারে পদে পদে সাহায্য তাহাদের নিতে হইত। আরবদিগের প্রধান গুণ ছিল একনিষ্ঠ দৃঢ়তা, শরীর ও মনের প্রবল শক্তি ও সাহস এবং ইসলামের প্রতি একান্ত বিশ্বাস। এই কয়েকটি কারণের জন্যই তাহারা চারিদিকে তাহাদের রাজ্য প্রসার করিতে পারিয়াছিল। কোরানের ধর্ম যখন বিস্তার লাভ করিল ঈরানীয়গণও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আরবদের ধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ধর্মপুস্তক কোরান ঈরানীয়গণ আয়ত্বাধীনে আনিবার চেষ্টা করিলেন এবং তাহাতে অচিরেই সক্ষমতা লাভ করিলেন। ঈরানীয়গণ তাহাদের মার্জিত রুচি, বুদ্ধি ও জ্ঞানে আরবদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাহারা তাহাদের পহ্লবী ভাষা পরিত্যাগ করিয়া আরবী ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং তখনকার অনেক আরবী পুস্তক রচনা করিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই আব্দুল্লাহ বিন্ মুক্কাফার নাম করা যাইতে পারে। তিনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক পহ্লবী গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। 'কলীলা ও দিম্না'

তিনিই প্রথম পহ্লবী হইতে আরবীতে তরজমা করিয়াছিলেন। ‘কলীলা ও দিম্‌না’ প্রথম সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র হইতে পহ্লবীতে অনূদিত হয়। ইহার সংস্কৃত, পহ্লবী ও আরবীরূপ যথাক্রমে ‘করটক-দমনক’, ‘কললগ-দমনগ’ ও ‘কলিলহ্-দিম্‌নহ্’। ইহাতে অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশপূর্ণ গল্প আছে। ইহা পরে ফারসী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। আব্দুল্লা-বিন্ মুক্কাফা পহ্লবী হইতে আরও অনেক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক পুস্তক আরবীতে রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে ‘খোদায়ে নামা’ বা ঈরান সম্রাট্‌দের ইতিহাস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঈরানীয়গণ কেবল তরজমাতেই তাঁহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তা’ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। অবু ঃহনীফহ্ নু’মান্ বিন্ স়াবিত্ কোরানের ধর্ম-সম্বন্ধীয় আইনকানুন বিষয়ক ‘কিতাব্-অল্-ফিক্হ্-অল্-আক্‌বর্’ লিখিয়া গিয়াছেন। আরবী কবিতা লিখিয়াও ঈরানীয়-গণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যেমন বশ্‌শার বিন্ বুরদহ্ ও অবু নবাস্। কিন্তু এখানে আমাদের উদ্দেশ্য আরবী সাহিত্য নিয়া আলোচনা নহে।

ঈসলাম্ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরৎ (ঃহদ্বরৎ) মহম্মদের মৃত্যুর পর প্রথম খলিফা (খলীফহ্) অবুবকর সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করেন। আরব খলিফাদের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব যে প্রথম চারিজন খলিফা বেশ ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, কিন্তু উম্মাবী খলিফাগণ (৬৬১—৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপপ্রিয় ও নিষ্ঠুর। তাহাদের দুই একজন উম্মবী খলিফা ছাড়া প্রায় কাহারই ধর্মজ্ঞান বিশেষ ছিল না। এবং পরাজিত ও অধীন ঈরানীয়গণ তাহাদের নিকট নিষ্ঠুর ভাবে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। ইহার ফলে অবু মুস্‌লীমের নেতৃত্বে ঈরানীয়গণ ‘অব্বাসী খলীফাদের (৭৫০—১২৫৮) প্রতিষ্ঠা করেন। ঈরানীয়দের সাহায্যে ‘অব্বাসী সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া ঈরানীয়গণ রাজ দরবারে সম্মান ও অনুগ্রহ পাইতে লাগিলেন। ‘অব্বাসীয়দের রাজধানী ছিল বাগদাদ শহরে।

আব্বাসীয় খলিফা মামুন ৮১১ খৃষ্টাব্দে মুসলিম সাম্রাজ্যের আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মা ছিলেন ঈরানী বংশীয়া। সেই হেতু মামুনের স্বভাবতঃই ঈরানীদের প্রতি কিছুটা পক্ষপাত ছিল বলা যাইতে পারে। তাহির (ত্বাঃহির্) নামক একজন ঈরানী মামুনের যুদ্ধ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক

হইয়াছিলেন বলিয়া ৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পূর্বদেশীয় রাজ্য সমূহের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হইলেন ; কিন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধতাবশতঃ শীঘ্রই তিনি গোপনে নিহত হইলেন। এবং তাঁহার পুত্র তল্‌হা (ত্বল্‌ঃহহ্) খোরাসান নগরে নিজকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইরূপে প্রথম ঈরানীয় স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল, এবং ইহার নাম হইল 'তাহেরীয় সাম্রাজ্য' (৮২০—৮৭২)।

তাহেরীয় সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বফারীয় সাম্রাজ্য (৮৬৮—৯০৩) প্রতিষ্ঠিত হইল। এবং স্বফারীয় সম্রাটগণ 'ইরাক্, ফারস্, খোরাসান, সিস্তান্ ও তাবারিস্তানে (ত্ববরিস্তান) রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঈরানীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন রূপ নিয়া ফারসী সাহিত্যেরও প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু সামানীয় সাম্রাজ্য (৮৭৪—১০০০) স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফারসী সাহিত্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। সামানীয়গণ ছিলেন প্রাচীন ঈরান রাজবংশীয়। এবং তাঁহাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট দরদও ছিল। তাঁহাদের রাজধানী ছিল বোখারা নগরে। তাঁহারা ফারসী ভাষাকে রাজ ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সামানীয় সম্রাটদের সঙ্গে সঙ্গে আরো দুই তিনটি সমসাময়িক সাম্রাজের নাম করা যাইতে পারে, যেমন জ়ীয়ারিয় সাম্রাজ্য (৯২৮—১০৪২) এবং বোরয়িয় সাম্রাজ্য (৯৩৩—১০৫৫)। মর্‌দবিজ বিন্ জ়ীয়ার ত্ববরিস্তানে জীয়ারিয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ; এবং মর্‌দবিজই 'অলী বিন্ বোরায়িহ্‌কে করজ্ সহরের আধিপত্য দিয়া বোরয়িয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন ; 'অলী ক্রমে দক্ষিণ পারস্যে তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন ; এবং এই বংশীয় সম্রাটগণ পরে বাগদাদীয় খলিফাদের উপর সকল রকমে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। জ়ীয়ারিয়দের শক্তি বিলোপ করিয়া ও বোরয়িয় শক্তি ক্ষুন্ন করিয়া গ্বজনীর সাম্রাজ্য (৯৬২—১১৮৬) প্রতিষ্ঠা হয়। সুলতান মাহ্‌মুদ্ ছিলেন ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্। এই সকল রাজবংশীয় প্রায় সকল সম্রাটই ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট সম্মান করিয়া গিয়াছেন ; এবং তাঁহাদের রাজদরবারে ফারসী কবিতা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চাও হইয়াছে। এই সকল কবি, সাহিত্যিক ও বিদ্যানুরাগীদের বিশেষ বর্ণনা দিবার পূর্বে পহ্লবী হইতে ফারসী ভাষার নূতন পরিবর্তিত রূপ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

আমরা দেখিতে পাই ঈরানদেশে আরব সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করার পর ঈরানীয়দের নিকট রাজকার্যাদি ব্যাপারে আরববাসীগণ অনেক বিষয়ে ঋণী। আরবীয়দের এই ইসলাম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজকার্যাদি ব্যাপারে কোন জ্ঞানই ছিল না। তাহারা ছিল বেদুইন্ (বদুয়ি)—মরুপ্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানই ছিল তাহাদের একমাত্র কাজ। আর ঈরানীয়গণ বংশ পরম্পরায় করিয়া আসিয়াছেন রাজ্য শাসন। ইহা সত্য যে ঈরানীয়গণ আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর আরবদের ধর্মের মূল কোরান ও তাহার ভাষা আরবীর প্রতি বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হন। ঈরানে আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া ঈরানীয়গণ তাহাদের ভাষার প্রতি মোটেই খেয়াল করেন নাই, যদিও তাহাদের কথ্য ভাষা তখনও পহ্লবীই ছিল। আরবীয়গণও যাহাতে ঈরানীয় ধর্ম ও তাহাদের পহ্লবী সাহিত্যের প্রচার না হয় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া নানা গল্প আছে। নিম্নে এই সম্বন্ধে একটি গল্প দেওয়া গেল, যদিও ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ নহি, কিন্তু ইহাতে আরবদের ফারসীর প্রতি অবজ্ঞার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

কথিত আছে যে ৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে খলীফা মামূন্ মর্ব্ শহরে ইদুজ্জোহা ('ঈদু-ল্-অদ্‌হা) উপলক্ষে আরব বংশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গসহ রাজ-দরবারে উপবিষ্ট হইয়া উপস্থিত জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এখানে এমন কেহ আছে যে ভালরূপ ফারসী ভাষা পড়িতে ও এই ভাষায় কবিতা লিখিতে পারে?' 'অব্বাস্ নামক একজন ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক যথোচিত অভিবাদন পূর্বক বিনয়ের সহিত বলিল, 'আমি ফারসী ভাষা বেশ ভালই জানি এবং এই ভাষায় কবিতাও লিখিতে পারি।' মামূন্ ইহা শুনিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কাহার নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছ?' যুবকটি উত্তর করিল, "আমার পিতার নিকট হইতে। তিনি আমাকে প্রত্যহ নির্জন প্রকোষ্ঠে ফারসী ভাষা শিখাইতেন।" খলীফা আদেশ করিলেন, 'যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে একটি কসীদহ্ (প্রশংসা সূচক কবিতা) আমার উদ্দেশ্যে তৈয়ার করিয়া আবৃত্তি কর।' যুবক তৎক্ষণাৎ একটি কাগজের টুকরা নিয়া তাহাতে একটি কসীদহ্ লিখিলেন। ......মামূন তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। কেহ কিছু বলিবার সাহস পাইল না। মামূন তখন বলিলেন, 'রাজনীতি অতি রহস্যপূর্ণ ব্যাপার,

সাধারণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহাদের একটি রহস্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি,—যখন দেখা যাইবে যে পদানত জাতির মধ্যে কোন কবির আবির্ভাব হইয়াছে তাহার পক্ষে এমন সম্ভব যে সে তাহার কবিতা দ্বারা সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে এবং পরে তাহারা তাহাদের পুর্বপুরুষ ও নেতাদের প্রতিশোধ নিবার জন্য বিজিত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে।'

জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ সম্রাটগণ পুনরায় যখন নব পরিবর্তিত ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করিলেন ; তখন ইহা মধ্য যুগের পহ্লবী ভাষা হইতে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের যাহা কিছু ভাল সকলই গ্রহণ করিতে সযত্ন হইয়াছে। কিন্তু ফারসী ভাষার উপর আরবী ভাষার প্রভাব বিশ্লেষণ করিবার পুর্বে, পহ্লবী ভাষাও কেমন ভাবে তখনকার আরবী ভাষাকে কতকটা প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, তাহাও এখানে কিছু বলা দরকার মনে করি। তখনকার অনেক আরবী শব্দ ফারসী ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, ইস্‌ত্বরানহ্, ফারসী সতূন্ অর্থ স্তম্ভ ; বলাস্, ফারসী পলাস্ অর্থ চটকাপড় ; জব্রহর্, ফারসী গব্রহর্, অর্থ রত্ন : দস্ত্, ফারসী দশ্‌ত্=মাঠ বা মরুভূমি ; ফন্‌জি.জান্, ফারসী পঞ্জগান্=থাবা সকল, অল্‌করদ্, ফা, গর্‌দন্=স্কন্ধ ; কমন্‌জর্, ফা, কমান্‌গর্=তীরন্দাজ ; কৃঈরবান্, ফা, কারবান্=একসঙ্গে গমনশীল যাত্রীদল Caravan ; ইত্যাদি। এমন কি এই সকল ফরাসী ছাপযুক্ত আরবী শব্দ আরববাসীগণ তাহাদের কবিতায় পর্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন।

আরবী ভাষা তখন যে ঈরানীদের ভাষার উপর গভীর ভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ ইহাই যথেষ্ট যে বিগত কয়েক শত বৎসর ধরিয়া ঈরানবাসিগণ আরবী ভাষার গভীর চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। ঈরানের সকল জ্ঞানী ব্যক্তি আরবী ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা করিতে গর্ব অনুভব করিতেন এবং জ্ঞানের সাধনাও আরবী ভাষাতেই করিতেন। এইরূপ করার পর যখন আবার ফারসী ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হইল, তখন দেখিতে পাই নূতন পরিবর্তিত ফারসী ভাষা আরবী ভাষার প্রভাব নানা ভাবেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। আরবী ভাষার প্রভাবের অন্যতম কারণ, ঈরানী তাহার নূতন ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর কোরান ছাড়া অন্য কিছু পড়া ও ইহার

সম্বন্ধে আলোচনা করা মস্ত পাপ বলিয়া মনে করিত। এই জন্যই তাঁহারা কেবল কোরান ও তাহার ভাষা আরবীই সমগ্র ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাতে যথেষ্ট কৃতকার্যতাও দেখাইয়াছেন।

নূতন পরিবর্তিত ফারসীতে প্রথমেই দেখিতে পাই ঈরানীগণ পহ্লবীয় অক্ষর ত্যাগ করিয়া আরবীয় অক্ষর গ্রহণ করিয়াছেন। তা'ছাড়া পহ্লবী ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারের তুলনায় আরবী ভাষাতে ইহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বেশী শব্দ ছিল বলিয়াই তখনকার সময়ে মনে হইয়াছিল। এবং সেই জন্যই ঈরানীগণ অনেক শব্দ আরবী ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহার তুল্য পহ্লবী শব্দ পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ এমনও হইতে পারে যে পহ্লবী ভাষার বিশেষ চর্চা না থাকার ফলেই এইরূপ মনে হইয়াছে। কথিত আছে যে ফর্দৌসী খাঁটি ফারসী শব্দ ব্যবহার দ্বারা তাঁহার বিখ্যাত শাহ্নামা (বা শাহ্নামহ্) অর্থাৎ প্রাচীন সম্রাটদের জীবনচরিত রচনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাকে তুল্য খাঁটি ফারসী শব্দ না পাওয়ার ফলে অনেক স্থানে আরবী শব্দের ব্যবহার করিতে হইয়াছে। আরবী ভাষা ছাড়াও অনেক বিদেশী ভাষা, যেমন আর্মানীয়, গ্রীক ও লাতীন্ ভাষার প্রয়োগও আরবী ভাষার মধ্য দিয়া বা সোজাসুজি ফারসীতে ব্যবহার হইতে দেখা যায়। কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিয়া দেখান যাইতে পারে।

আরবী ভাষার মধ্য দিয়া ফারসীতে ব্যবহৃত কতকগুলি ইউরোপীয় শব্দ, যথা—আব্নুস্ (Ebony বা আবলুস কাঠ), চাচ্লীক্ (catholic বা ক্যাথলিক সম্প্রদায়), কইস্বর্ (caesar, কাইজার বা সম্রাট), ত্বিল্সম্ (talisman বা রক্ষাকবচ), কীমীয়া (alchemy বা পরশপাথর), ইক্লীম্ (clime বা দেশ) এবং কানূন্ (canon বা নিয়ম) ইত্যাদি।

বিদেশী ভাষা হইতে সোজাসুজি ফারসীতে ব্যবহৃত শব্দ, যথা—(গ্রীক হইতে) দীহীম্ (diadem রাজমুকুট), দীনার (dinar একটি মুদ্রার নাম), সন্দল্ (sandel wood চন্দন কাষ্ঠ), অল্মাস্ (diamond—হীরক) ইত্যাদি। (আর্মানীয় হইতে) জিজি.য়হ্ (গজীৎ—একরকম কর বা খাজনা), মসজিদ্ (মসগিৎ হইতে—মসজিদ্ বা মন্দির), জলীপা (স্বলীবা—ফাঁসী কাষ্ঠ), কুনিশ্ত্ (কনীসহ্ গীর্জ্জা) ইত্যাদি।

ফারসী ভাষায় কবিতার সূচনা সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। আরব আধিপত্যের পর পারস্য পুনরায় স্বাধীন হইবার পূর্বেই যে ফারসী কবিতার চর্চা হইয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। এবং তাহির বংশীয় ও সফারী বংশীয় সম্রাটদের রাজদরবারে যে কবিগণ কবিতার চর্চা ও ইহার আবৃত্তি করিয়া গিয়াছেন তাহার উল্লেখও জীবনচরিতকারগণ করিয়া গিয়াছেন। তবে সামানী বংশীয়দের রাজত্বকালেই ফারসী কবিতা ও সাহিত্য উভয়েরই চর্চা বিশেষভাবে হয়। এবং সামানীয় সম্রাটগণও ফারসী সাহিত্য বিষয়ে যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। সামানী রাজদরবারের অন্যতম কবি ছিলেন 'রূদকী' এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে বল'মীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'লবাবু-ল্-অল্বাব্' নামক জীবন-চরিতে এই সময়ের অনেক কবির নামই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই অবু শকূর্ বল্খীর নাম করা যাইতে পারে। তিনিই প্রথম 'মস্.নবী' কবিতা লিখেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 'মস্.নবী' একপ্রকার উপরি উপরি ২ পংক্তি ছন্দঃযুক্ত কবিতা। ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনী কবিতায় প্রকাশ করিবার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। বল্খীর অনেক কবিতাই সময়ের বিপর্য্যয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিমিলিত হইয়া গিয়াছে। তবে জীবনচরিতকারগণ তাঁহার যে দুই চারিটি কবিতাংশ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সাহায্যেই তাহার ভাবধারার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। তিনি গ্রীক দার্শনিক ও হিন্দু ঋষিদের ন্যায় গাহিয়া গিয়াছেন :—

তা বদান্ জা রসীদ্ দানিশ্-ই-মন্।
কি বদানম্ হমী কি নদানম্॥

[আমার জ্ঞান এমন স্তরে পৌছিয়াছে, যেখানে আমি বুঝিতেছি যে আমি (কিছুই) জানি না।]

তিনি আরো গাহিয়াছেন,

দরখ্‌তী কি তল্‌খশ্ বুবদ্ গরহরা।
অগর্ চরূব্ ব শীরীন্ দিহী মরূউরা॥
হমান্ মীরহ্-ই-তল্‌খৎ আরদ্ পদীদ্।
অজ,. উ চরূব্ ও শীরীন্ নখ্বাহী মজী.দ্॥

[যে বৃক্ষ মূলে তিক্ত, যদি ইহাতে স্নেহময় সুস্বাদ যুক্ত (সার) দেওয়া যায়, ইহা সেই তিক্ত ফলই প্রসব করিবে। ইহা হইতে স্নেহময় সুস্বাদযুক্ত (পদার্থের) বিকাশ দেখিবে না।]

তাঁহার এই সকল কবিতা 'আফ্রীন্ নামহ্' নামক মস্‌নবী কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে আরো দুই চারিটি সুন্দর সুন্দর পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল।

খিরদ্‌মন্দ্ দানদ্ কি পাকী ব শর্‌ম।
দরুস্তী ব রাস্তী ব গুফ্‌তার্-ই-নর্‌ম্॥
বুরদ্ খূয় পাকান্ চূন্ খূয় মলক্।
চি অন্দর্ জ়মীনী চি অন্দর্ ফলক্॥

[জ্ঞানবানই বলিতে পারেন পবিত্রতা, ঘৃণ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা ও সনম্র বচনের তাৎপর্য কি। মহতের স্বভাব ঠিক দেবদূতের ন্যায়—তিনি এই মাটিতেই থাকুন কি স্বর্গেই বাস করুন।]

তিনি আরও গাহিয়াছেন,

খিরদ্‌মন্দ্ গোয়িদ্ খিরদ্ পাদ্‌শাহ্-অস্ত্।
কি বর্ খ্বাস্ব্ ব বর্ 'আম্ ফরমান্ রবা-অস্ত্॥
খিরদ্‌রা তন্-ই-আদ্‌মী লশ্‌কর্-অস্ত্।
হম শহ্‌বৎ ব আর্‌জ়্ চাকর্-অস্ত্॥

[জ্ঞানী বলেন, জ্ঞান হইয়াছে রাজা, সে ছোট বড় সকলের সর্বময় কর্তা; মানুষের দেহ জ্ঞানের সৈন্য ও সকল রিপু ও কামনা তাহার দাস।]

তাঁহার কবিতা হইতে মনে হয় তিনি একজন বিশেষ জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন। 'আর্‌ফীন্ নামহ্' ছাড়াও আরো মস্‌নবী কবিতার উল্লেখ তাঁহার নামে হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে।

সামানী যুগের আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি অবুল্ঃহসন্ শহীদ্ বল্‌খী। তিনি সকল রকম কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার আরবী ও পারসী উভয় ভাষাতেই দখল ছিল ; এবং 'লবাবু-ল্-অলবাব্' এ তাঁহার আরবী কবিতার উল্লেখ আছে। কবিতা ছাড়া দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কথিত আছে যে বিখ্যাত সুফী (স্বূফী) মঃহম্মদ্ জ়করিয়ার সহিত তিনি সুফী তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাতে

দেখিতে পাই, সুখ দুঃখ মিশ্রিত এই জীবন—এখানে যে জ্ঞানের অনুসন্ধান করেন, তিনিই শেষ পর্যন্ত সফলকাম হইতে পারেন। জীবন সফলকাম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াই যাইতে হইবে।

তিনি গাহিয়াছেন,

অগর্ ঘম্ রা চুন্ আতিশ্ দূদ্ বুদী।
জহান্ তারীক্ বুদী জাবীদান্॥
দরীন্ গীতী সরাসর্ গর্ বগর্দী।
খিরদ্মন্দ্ ন-ইয়াবী শাদ্মান্॥

[আগুনের ধোঁয়ার মত যদি দুঃখের পরিণাম হইত, তাহা হইলে জগৎ চির অন্ধকার থাকিত। যদি সারা জগৎ ঘুরিয়া আইস, তাহা হইলেও দেখিতে পাইবে যে জ্ঞানী (অল্পতেই) সন্তুষ্ট নহে।]

অন্য একটি ঘজ.লে বা প্রেমগীতীতে তিনি গাহিয়াছেন,

দানিশ্ ব খ্বাস্ত-অস্ত্ নর্গীস্ ব গুল্।
কি এক্ জায় নশগুফন্দ্ বহম্॥
হর্ কি-রা দানিশ্-অস্ত্ খ্বাস্ত নীস্ত্।
হর্ কি-রা খ্বাস্ত-অস্ত্ দানিশ্ কম্॥

[নরগীস্ ও গোলাপ জ্ঞান ও বিমর্ষতার প্রতিক, ইহারা কখনও এক সঙ্গে প্রস্ফুটিত হয় না। যে জ্ঞানী সে কখনও বিমর্ষ হয় না, যাহার বিমর্ষতা আছে সে (প্রকৃত) জ্ঞানী নহে।]

অন্যান্য কবিরাও তাঁহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে ফারসী সাহিত্যের আদি শ্রেষ্ঠ কবি রূদকীর বল্খীর মৃত্যুর সময়ে লিখিত দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

কার্বান্-ই-শহীদ্ রফ্ৎ অজ্. পীশ্।
ব আন্-ই-মা রফ্ত গীর্ ব মী অন্দীশ্॥
অজ্. শমার্-ই-দূ চশ্ম্ এক তন্ কম্।
ব অজ্. শমার্-ই-খিরদ্ হজা.রান্ বীশ্॥

[শহীদের চিন্তাধারা [১] (আমাদের) সম্মুখ হইতে চলিয়া গিয়াছে, এই সঙ্গে আমাদের সহায় সম্পদও হারাইয়া গিয়াছে ; লোকচক্ষুর হিসাবে একজন

চিন্তাধারাকে কারাভান বা যাত্রীদলের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

কমিয়া গিয়াছে, (কিন্তু) জ্ঞান চক্ষুর হিসাবে সহস্র সংখ্যার বেশী ক্ষতি হইয়াছে।]

অবু 'অব্দুল্লাহ্ জ'ফর্ বিন্ মঃহম্মদ রূদকী ছিলেন এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। সমরকন্দের অন্তর্গত রূদক্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রূদকী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তির প্রভাব সকল যুগের শ্রেষ্ঠ ফারসী কবিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল রকম কবিতা, যেমন ক্বস্বীদ (স্বার্থ প্রনোদিত স্তুতি বা প্রশংসা), রুবায়ী (বা চতুষ্পদী কবিতা), মস্.নবী, কিত্ব'হ্ (পদ্যাংশ) এবং ঘজ.ল্ প্রভৃতি লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তবে ক্বস্বীদতে তাঁহার কৃতিত্ব অতুলনীয় এবং সকল কবিদের তিনি আদর্শ স্থানীয়। তিনি কবিতা লিখা, গান গাওয়া ও চঙ্গ্ নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সামানী সম্রাট নস্বর্ বিন্ অঃহমদ্ (৯১৩-৯৪২) এর দরবারে রাজকবি ছিলেন, এবং সম্রাট তাঁহাকে অত্যন্ত মান্য করিতেন এবং মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। এই সম্রাটের অনুরোধেই তিনি পূর্বে উল্লিখিত 'কলীল ব দিম্ন'র ফারসী কবিতায় তরজমা করেন। এবং ইহার জন্য ৪০ হাজার দিরম্ (বা দির্হাম্) পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

রূদকীর কবিতার মাধুর্য এবং ইহার প্রভাব প্রসঙ্গে ইহাই যথেষ্ট যে, কথিত আছে একবার নস্বর্ বিন্ অঃহমদ্ সভাসদ ও পাত্রমিত্র সহ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে রাজধানী হইতে দূরে চলিয়া যান ও তথায় বসবাস করিতে থাকেন। ইহাতে সভাসদদের আত্মীয় স্বজন বিয়োগ ব্যথা অসহ্য হয়। তাহারা ইহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, রূদকীকে এই বিষয় রাজসম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সময় উপযোগী একটি কবিতা তৈয়ার করিয়া রাজসম্মুখে চঙ্গ বাজাইয়া গান করিলেন। ইহা বাদশাহকে এতই প্রভাবান্বিত করিয়াছিল যে তিনি তখনই এমন কি তাড়াতাড়িতে মোজা পায় না দিয়াই অশ্বারোহণ করিলেন এবং তাঁহার রাজধানী বোখারার দিকে ধাবিত হইলেন। নিম্নে কবিতাটি উদ্ধৃত হইল।

বূয় জুয় মূলিয়ান্ আয়দ্ হমী।
ইয়াদ-ই-ইয়ার-ই-মিহর্বান্ আয়দ্ হমী ॥
রীগ্-ই-আমূয়ি ব দুরস্তীহায়ি ঊ।
জ.ীর্-ই-পায়িম্ পরনিয়ান্ আয়দ্ হমী ॥

আব্-ই-জয়হূন্ অজ.্ নিশাত্ব্-ই-রূয় দূস্ত।
খিংগ্-ই-মারা তা মিয়ান্ আয়দ্ হমী॥
অয় বোখারা শাদ্ বাশ্ ব দীর্ জ.ী।
মীর্ জ.ী তূ শাদ্মান্ আয়দ্ হমী॥
মীর্ সর্ব-অস্ত্ ব বোখারা বোস্তান্।
সর্ব স্যয় বোস্তান্ আয়দ্ হমী॥

[মুলিয়ানের স্রোতস্বতীর সুগন্ধ (বাতাস) বহিতেছে—(ইহা) সহৃদয় বন্ধুদের স্মৃতি বহন করিয়া নিয়া আসিতেছে। আমূ নদীর বালুকণা ও ইহার কর্কশতা আমাদের পায়ের নীচে সকল সময় মসৃণ রেশমের মত অনুভূত হইতেছে। জয়হূনের জলতরঙ্গের মত বন্ধুব মুখের প্রেমোন্মত্ততা আমাদের শ্বেত অশ্বকে (অর্থাৎ মনকে) ইহার দিকেই ধাবিত করিতেছে। হে বোখারা, তুমি সুখে থাক ও চিরঞ্জীব হও; হে আমীর (তুমিও) চিরঞ্জীব হও, (তাহা হইলেই) আনন্দ আমার হস্তগত। আমীর সর্ব[১] এবং বোখারা বাগান; সর্ব সকল সময়ই বাগানের দিকে ধাবিত হইতেছে।]

রূদকী কেবল শব্দযোজনা ও ইহার শ্রুতি মধুরতায়ই পারদর্শী ছিলেন না, তাঁহার কবিতার মধ্যে অনেক গভীর অর্থপূর্ণ চিন্তাধরা ও নিহিত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,

জমান পন্দ-ই-আজ.াদ্বার্ দাদ্ মরা।
জ.মান রা চূন্ নিকূ বিন্গরী হম পন্দ্ অস্ত্॥
বরূজ.্-ই-নীক্-ইকসান্ গুফত্ ঘম্ মখূর্ জি.ন্হার্।
বসা কসা মি বরূজ.্-ই-তূ আর্জ.ূমন্দ্-অস্ত্॥

[সময় একজন স্বাধীন (পুরুষের) ন্যায় আমাকে এই উপদেশ দিয়াছিল, সময়কে ভালভাবে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে সকলই উপদেশপূর্ণ। ইহা বলিল, কখনও অন্যের সুদিনের প্রতি দুঃখ করিও না—অনেক লোক আছে যাহারা তোমার অবস্থার জন্য আগ্রহান্বিত।]

রূদকীর কবিতা হইতে প্রমাণ হয় যে তাঁহার দৃঢ়মন এবং স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার শক্তি ছিল। তিনি কেবল পরকে সহনশীল হইতেই উপদেশ

১ সর্ব বৃক্ষকে (ইংরেজীতে Cypress-এক রকম ঝাউ গাছ) তাহার ঋজুতা ও তনিমার জন্য সাধারণতঃ প্রেমিক বা প্রেমিকার দেহের সহিত তুলনা করা হয়।

দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, নিজেও খুবই কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন—এবং তাহা তখনই সঠিক বুঝিতে পারি, যখন জানিতে পারি যে তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি জন্ম হইতেই অন্ধ ছিলেন না, পরে অন্ধ হন। সহ্যশীল হওয়ার উপদেশের দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার আর একটি কস্বীদ হইতে কতকটা পদ্যাংশ উদ্ধৃত হইল।

অয় আন্ কি ঘম্‌গীন্ ব সোগবারী।
অন্দর্ নিহান্ সিরিশ্‌ক্ হমী বারী॥
রফ্‌ৎ আন্ কি রফ্‌ৎ ব আমদ্ আন্ কি আমদ্।
বুবদ আন্ কি বুবদ্ খীর চি ঘম্‌গীন্ দারী॥
হম্‌বার্ খ্বাহী কর্‌দ্ গীতী রা।
গীতী অস্ত্ কঈ পধ.ীরদ্ হমবারী॥
মৌ তা ক্বিয়ামৎ আয়দ্ জ.ারী কুন্।
কঈ রফতহ রা বজ.ারী বাজ.্ আরী
... ...
অন্দর বলা-ঈ- সখ্‌ৎ পদীদ্ আয়দ্।
ফদ্বল ব বুজ.ুর্‌গ্‌বারী ব সালারী॥

[অন্ধকারের আঁড়ালে ক্রন্দনরত হে দুঃখিত ও বিষণ্ণ হৃদয়, যাহা চলিয়া যাইবার তাহা চলিয়া গিয়াছে, এবং যাহা আসিবার তাহা সম্মুখে উপস্থিত। দুঃখ যাহা আসিবার আসিবেই, কেন তাহা হইলে আর বিষণ্ণ হইতেছ? তুমি দুনিয়াতে সাম্যাবস্থার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ,—দুনিয়া কবে আবার সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইযাছে? ক্বিয়ামৎ বা শেষ বিচারে দিন পর্যন্তও যদি তুমি ক্রন্দন করিতে থাক (তথাপি) যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাকে (আবার) কান্না দ্বারা কি করিয়া ফিরাইয়া আনিবে? .... দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেই উৎকর্ষ, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠতার বিকাশ হয়।]

রূদকী ধর্মে কপটতা, নিজকে জাহির করিবার ইচ্ছা এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

রূয় ব-মিঃহ্‌রাব্ নিহাদান্ চি সূদ্।
দিল্ ব-বোখারা ব বুতান্ ব-ত্বরাজ.্॥
য়জ.দ্-ই-মা ব্‌স্‌রাস 'আশিক্বী।
অজ.্তু পধ.ীরদ্ নপধ.ীরদ্ নমাজ.্॥

[মিহ্‌রাবের [১] দিকে চাহিয়া থাকায় কি লাভ, যদি মন থাকে বোখারাতে এবং আদর্শবস্তু থাকে ত্বরাজে? আমাদের খোদা একটা চালাকী মাত্র; তিনি তোমার নিকট হইতে ভালবাসা চান, (বাহ্যিক) নমাজ তিনি (কখনও) গ্রহণ করিবেন না।]

রূদকীর কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাঁহার প্রায় সকল কবিতাই আরবী ভাষার প্রভাব হইতে অনেকটা মুক্ত। তাঁহার কবিতার সমষ্টি সম্বন্ধে অনেকটা অত্যুক্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। লবাবু-ল্-অল্‌বাবের রচয়িতা লিখিয়াছেন যে তাঁহার কবিতার সমষ্টিকে ১০০ খণ্ডে বিভাগ করা যাইতে পারে। রশীদ্ সমরকন্দীর মতে তাঁহার কবিতা ১৩০০০০ বয়ৎ বা তাহার কিছু উপর হইবে। তাঁহার কবিতার সমষ্টি সম্বন্ধে আমরা অন্ততঃ এইটুকু বলিতে পারি যে তিনি অনেক কবিতাই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কবিতার অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাঁর একটি দীবান্ মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। রূদকীর মৃত্যু হয় ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নস্বর্ বিন্ অঃহমদের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে।

অবু মন্‌সূর্ মঃহম্মদ বিন্ অঃহমদ দকীকী ত্বূসীকে সামানীয়দের রাজত্বের শেষ প্রসিদ্ধ কবি বলা যাইতে পারে এবং কবিতায় রূদকীর পরই তাঁহার স্থান। তাঁহার জীবন-ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তাহার প্রসিদ্ধির কারণ, তিনিই প্রথমে শাহ্‌নাম (প্রাচীন সম্রাটদের জীবন ইতিহাস) কবিতায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় ১ হাজার বয়ৎ (দ্বিপংক্তি বা couplet) লিখিবার পরই এক দুর্বৃত্তের হস্তে হঠাৎ আকস্মিকভাবে নিহত হন। কথিত আছে, তিনি প্রথমে 'চঘনিয়' বংশীয় সম্রাট ফখর্-উদ্দৌল অবু সঈদ্ মনস্বূর এর রাজধানীতে বসবাস করিতেছিলেন; পরে সামানীয় সম্রাট নূঃহ্ বিন্ মনস্বূর্ (৯৭৫—৯০৭) তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাইয়া তাহার রাজদরবারে সম্বর্ধনা করিয়া নিয়া আসেন এবং শাহ্‌নাম লিখিবার ভার অর্পন করেন। পরে ফরদৌসী এই শাহ্‌নাম লিখিয়া সমাপ্ত করেন এবং দকীকীর শাহ্‌নাম লিখা আরম্ভের উল্লেখ

১ মিঃহরাব্, মস্‌জিদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত উচ্চ স্থান; ইহাকে লক্ষ্য করিয়া নমাজ করিতে হয়।

করিয়া তাঁহার কবিত্বের অনেক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। দকীকীর শাহ্‌নাম ছাড়া আরো অনেক কসীদর উল্লেখও আছে।

সামানীয় সম্রাটগণের সময়ে কেবল কবিতারই চর্চা হয় নাই, গদ্য সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রূদকী যেমন ছিলেন ফারসী সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি, সেইরূপ অবু 'অলি মুহম্মদ্ বল'মী ছিলেন সেই যুগের প্রথম গদ্যকার। বল'মী ছিলেন 'অব্দুল মলিক্ বিন্ নূহ্ (৯৫৪—৯৬১)র প্রসিদ্ধ উজীর (বা মন্ত্রী); এবং ৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মনসূরের আদেশে তারীখ্-ই-ত্বররীর (বা ঐতিহাসিক ত্বররীর আরবীতে লিখিত পৃথিবীর ইতিহাস) ফারসী তরজমা করেন। এই ঐতিহাসিক তরজমার জন্য বল'মীর নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। প্রত্যেকটি আরবী শব্দের জন্য তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া নিখুঁত ফারসী শব্দের ব্যবহার করিতে হইয়াছে এবং ইহাদের ব্যবহারেও তিনি বিশেষ সিদ্ধহস্তের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ তরজমার ভাষা খুবই সরল ও বেগবতী। ইহা ছাড়া আরো দুই চারিটি গদ্য সাহিত্যের উল্লেখ আছে। মনসূরকেই উৎসর্গীকৃত আরো একটি তারীখ্-ই-ত্বররীর ফারসীতে তরজমার উল্লেখ আছে। এখানে ইহাও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য যে মূল তারীখ্-ই-ত্বররীর রচয়িতাও একজন ঈরানীয় ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস ছিল ঈরানের অন্তর্গত ত্বররিস্তান নামক প্রদেশে। অবু মন্সূর্ মোয়াফ্ফিকের ফারসীতে লিখিত চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থ ও তফ্সীর্-ই-কোরান্ (কোরানের ফারসী ব্যাখ্যা) নামক আর একটি গ্রন্থের উল্লেখও আছে।

বোয়য়িয় ও জিয়ারিয় সম্রাটদের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের উল্লেখ প্রসঙ্গে প্রথমেই মন্সূর্ মুন্তিকী রাজীর নাম বলা যাইতে পারে। তিনি প্রধানতঃ মু'য়িদ্-দৌল ও ফখরুদ্দৌল নামক দুইজন বোয়য়িয় বংশীয় সম্রাটের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী স্বাহিব্ ইসম'ঈলের প্রশংসা সূচক কবিতা গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতাতে শব্দের ঝঙ্কার ও ভাষার যথেষ্ট বাহাদুরী থাকিলেও ইহাতে কোন উচ্চ ভাবধারার নিদর্শন পাওয়া যায় না। জিয়ারিয় রাজদরবারের দুইজন কবির নাম উল্লেখযোগ্য—সরকুশী ও অবু-ল্ কাসিম্ গুর্গাণী। তাঁহারা কাবুস্ বিন্ বাশ্মগীরের (৯৭৬—১০১২) উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ প্রশংসাসূচক কসীদ গাহিয়া গিয়াছেন। সম্রাট কাবুস্ ফারসী

সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিনি নিজেও একজন ফারসী কবি ছিলেন। তিনিই চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ খজনবীর দরবার হইতে বিতারিত অবু 'অলী বিন্ সীনা (Avicenna) কে সসম্ভ্রমে তাঁহার দরবারে স্থান দিয়াছিলেন। ইবন্--সীনার প্রসিদ্ধ দর্শন সম্বন্ধীয় 'শিফা' নামক গ্রন্থ অতি বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ বই-ই আরবীতে লিখিত। তিনি একজন কবিও ছিলেন এবং আরবী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদ অল্-বীরূনী তাঁহার আরবীতে লিখিত প্রসিদ্ধ 'পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাস' সম্রাট ক্বাবুসের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

গ্জ.নবী যুগ

সামানী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর গ্জ.নবী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং স্থলত্বান মঃহমূদ্ ইহা দঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে মুখ্যতঃ একজন মস্ত যোদ্ধা এবং নানা দেশ বিজেতা বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি একজন বিশেষ সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং ফারসী সাহিত্যের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং ফারসী কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় গ্জ.নবীর পরবর্তী সম্রাট স্থলত্বান্ মস্'উদ, ইব্রাহীম্ ও বহরাম্ শাহের ও ফারসী কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি বেশ অনুরাগ ছিল, কিন্তু কেহই স্থলত্বান মঃহমূদের সমকক্ষ ছিলেন না। কথিত আছে তাঁহার রাজদরবারে প্রায় ৪ শত কবির সমাবেশ ছিল। 'উন্স্বরী ছিলেন তাঁহার রাজদরবারের প্রধান কবি। তা' ছাড়া অন্যান্য অনেক কবির মধ্যে ফর্দোসী, ফর্রুখী, 'অস্জদী, গজ্জারী ও মনূচহ্রীর নাম প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ফর্দোসী তাঁহার মহাকাব্য 'শাহ্নামহ্' লিখিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

অবু-ল্ ক্বাসিম্ :হসন্ বিন্ অঃহমদ্ 'উন্স্বরী ৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। বল্খ্ তাঁহার আদিম নিবাস ছিল। কথিত আছে তাহার পিতা একজন সওদাগর ছিলেন এবং তিনিও তাঁহার শৈশব কালে পিতার কাজে তাহাকে সাহায্য করিতেন। একদিন বানিজ্য করিতে বাহির হইয়া পথে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং তাহার সকল জিনিষপত্র অপহৃত হয়। এই ঘটনার পর তিনি বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন, এবং অল্পতেই জ্ঞান লাভ করিয়া বেশ সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া স্থলত্বান মঃহ্মূদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নস্বর্ বিন্ সবক্তগীন্ 'উনস্বরীকে গ্জ.নবীর রাজদরবারে পাঠান। ক্রমে ক্রমে 'উনস্বরী স্থলত্বান মঃহমূদের প্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং অবশেষে রাজদরবারে প্রধান কবির পদ (মলিকু-শ্-শু'অরায়ি) প্রাপ্ত হইলেন। রাজদরবারে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল এবং রূদকীর ন্যায় অতুল ধনের অধিকারী হইযাছিলেন।

'উন্‌স্বরী তাঁহার কসীদর জন্য জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছেন। ঘজ.ল্, তশ্‌বীব্ (বসন্তের বর্ণনা) প্রভৃতি কবিতাও তিনি লিখিয়াছেন, কিন্তু এগুলিতে তিনি কখনই সেরূপ সফলকাম হইতে পারেন নাই। তিনি নিজেই বলিতেছেন,

ঘজ.ল্-ই রূদকীবার্ নিকু বুদ্।
ঘজ.ল্‌হায় মন্ রূদকীবার্ নীস্ত্॥

[রূদকীর অনুকরণে লিখিত প্রেম কবিতা বেশ সুন্দর, আমাদের লিখিত ঘজল রূদকীর ঘজলের মত নহে।]

'উন্‌স্বরীর একটি কস্বীদ সম্বলিত দীবান্ (গ্রন্থাবলী) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার কবিতা অতি সুমধুর। শব্দঝঙ্কার ও পদ-বিন্যাস ইত্যাদিতেও তাঁহার যথেষ্ট বাহাদুরি আছে। তাঁহার কবিতা অতি সরল ও ঋজু। নিম্নে তাঁহার একটি কস্বীদর কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

কার্ খ্‌বাহী কার্ নখ্‌শী কার্ বন্দী কার্ দিহ্।
কার্ বীণী কার্ জুযি কার্ সাজী কার্ দান্॥
শাদী ব শাহী তু দারী শাদ্ বাশ্ শাহ্ বাশ্
জাম-ঈ-শাদী তু পুশ্ ব নাম-ঈ-শাহী তু খ্‌বান্॥

[তুমি কর্মে উৎযোগী ও উৎসাহী, কর্মব্যস্ত, সুনিপুণ, কর্মক্ষম সুকৌশলী ও (সর্বকর্মে) সিদ্ধ হস্ত। আনন্দ ও অধিনায়কত্ব তোমার করায়ত্ব; সুখে থাক ও রাজত্ব কর। তুমি আনন্দের পোষাক পরিধান কর এবং রাজ-চরিত আলোচনা কর।]

'উন্‌স্বরী ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ফর্‌রুখী নামে পরিচিত অবুল্ হসন্ অলী বিন্ জুলুঘ্, 'অস্‌জদী নামে পরিচিত 'অব্দুল্ 'আজ.ীজ. বিন মন্‌স্বুর্ মরবাজী এবং ঘজারী রাজ.ী ইহাদের প্রত্যেকই 'উন্‌স্বরীর সমসাময়িক ছিলেন এবং কস্বীদ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ফর্‌রুখীই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি মধুর স্বরে চঙ্গ বা বীণা বাজাইয়া হৃদয়গ্রাহী কবিতা গান করিতে পারিতেন। তিনি প্রথম জীবনে চঘনীয় সম্রাট অবু-ল্ মুজফর্ অহমদ্ বিন মহম্মদের প্রশংসা-সূচক কবিতা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। পরে সুলতান মহমূদ গ্বজ্‌নবীর সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার দরবারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গ্বজ্‌নতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুলতান মহমূদ্‌ও তাঁহাকে

অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ফর্রুখী সুলত্বান মঃহমূদের উদ্দেশ্যে অনেক 'ক্বসীদ'ই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্তী সম্রাট ও সুলত্বান মঃহমূদের পুত্র অবু অঃহমদ্ মঃহম্মদ্ মস্'উদ্, তাঁহার ভ্রাতা আমীর ইউসুফ্ এবং তাঁহাদের মন্ত্রীবর্গ ও সভাসদদেব উদ্দেশ্যেও তিনি অনেক ক্বসীদ গাহিয়া গিয়াছেন।

ফর্রুখীর দীৱান্ বা (কাব্যগ্রন্থ) প্রায় ৯ হাজার শ্লোক (বয়ৎ বা দ্বিপংক্তি) সম্বলিত। ক্বসীদ ছাড়া ঘজ.ল্, ক্বিত্ব', তর্জী'-বন্দ্ ও রুবায়ি কবিতাও তিনি গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিগণ, যথা 'উন্সরী ও রশীদ্ ৱত্বরাত্ব্, তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার নামে অনেক প্রশংসা-সূচক কবিতা গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি ছন্দঃশাস্ত্র ('অরূজ্) বিষয়ক একটি বইও লিখিয়াছিলেন—ইহার নাম ছিল 'তর্জুমানু-ল্-বলঘাৎ (অর্থালঙ্কার ব্যাখ্যা)। যদিও ইহা আমাদের হস্তগত হয় নাই, ৱত্বৱত্ তাঁহার হিদাঈক্‌ স্-সিঃহর্ (কবিতারূপ যাদুবিদ্যার পুষ্পোদ্যান) নামক ছন্দঃ ও অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতির বর্ণনা যেন অভিজ্ঞ হাতের তুলিকার চিত্রণকায। তাঁহার ঐতিহাসিক বর্ণনা বিষয়ক কবিতার উল্লেখও আছে। তা'ছাড়া রাজদববারে আনন্দোৎসবাদি, যেমন নৌরূজ. (নববর্ষ), মিহর্গান্ (শারদোৎসব) প্রভৃতির নিখুঁত বর্ণনাও তিনি সুন্দরভাবে করিয়া গিয়াছেন। নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার একটি ক্বসীদর মত্ল' (বা প্রথম লাইন) উল্লিখিত হইল :—

বর্ আমদ্ নীল্গূন্ আব্রী জ.রূয় নীলগূন্ দরীয়া।
চূ রায় 'আশিক্বান্ গর্দান্ চূ ত্বব'-ই-বীদিলান্ শয়দা ॥

[নীল সমুদ্র হইতে একটি নীলাভ মেঘ উত্থিত হইল—ইহা প্রেমিকের ন্যায় অস্থির বুদ্ধি এবং প্রেমিক স্বভাবের ন্যায় উন্মত্ত।]

১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অবু-ল্-নজম্ অঃহমদ্ মনূচহ্রী দমঘান্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার কবিনাম (তখল্লুস্) তাঁহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক জি.য়ারীয় সম্রাট ফলকুল্-ম'আলী-মনূচহ্র্ বিন্ ক্বাবুস্ ৱশ্মগীরের নাম হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও মনূচহ্রীকে সুলত্বান্ মঃহমূদ্ এর রাজকবি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; কিন্তু তিনি তাঁহার জীবনের অধিক সময় সুলত্বান মঃহমূদের পুত্র মস্'উদের রাজদরবারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রশংসা-সূচক

কবিতাই বেশী লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফারসী ছাড়া আররীতেও যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। আরবী কবিদের ভাবধারা তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং তাঁহাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী কবিতা লিখিতেন। তাঁহার একটি ক্বসীদর মত্বল' (প্রথম পংক্তি)তে দেখিতে পাই,

রূজ়ী বস্ খুর্‌রম্-অস্ত্ ময় গীর্-অজ়্ বাম্‌দাদ্।
হীচ্ বহান নমানদ্ য়জ়্দ কাম্-ই-তূ দাদ্॥

[আজ অতি আনন্দের দিন, ভোর হইতেই মদ্য পান করিতে থাক ; খোদা তোমার ইচ্ছা পুরণ করিয়াছেন, এখন আর কোন ওজর করিবার নাই।]

তাঁহার কবিতার মধ্যে প্রসিদ্ধ আরবী কবিদের (যেমন ইম্‌রু-ল্-ক্বঈস্ ও 'অম্‌রূ বিন্ কুল্‌সুম্) ভাবধারাই কেবল নিহিত নহে, তিনি অনেক সময় তাঁহাদের কোন কোন শ্লোকাংশ পর্যন্ত তাঁহার কবিতায় ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিতেছেন,

মন্ বসী দীৱান-ই-শ্'অৱ্-ই-তাজ়িয়ান দারম্ ব-ইয়াদ্!
তূ ন-দানী খ্বান্দ্ ইল্লা বিস্বঃত নকি ফাস্ব্‌বঃহয়ন্॥

[আমার অনেক আরবী কবিতা জানা আছে, তোমার সেই সীমাবদ্ধ বেষ্টণীর জ্ঞান অতীত না হওয়া পর্যন্ত, তুমি ইহা জানিতে পারিবে না। (এখানে 'বিস্বঃহনকি·ফাস্ব্‌বঃহয়ন্', অম্‌রূ বিন্ কুলসুম্ এর একটি ক্বসীদ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।]

তাঁহার অনেক কবিতার মধ্যে এইরূপ আরবী সাহিত্যের শব্দাদি বা ঘটনার উল্লেখ আছে বলিয়া অনেক সময় তাহার কবিতাদি বুঝিবার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। মনূচহরী কে একজন মৌলিক কবি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবিতা ছাড়া দর্শন, পদার্থ বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার নাম বিখ্যাত ফারসী সাহিত্যিকদের একজন বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ থাকিবে। ৩০০০ শ্লোক সম্বলিত তাঁহার দীৱান্ ই-ক্বসীদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

অবু-ল্ ক্বাসিম্ ফর্‌দোসী ঈরানের জাতীয় মহাকাব্য 'শাহ্‌নামহ্' বিশুদ্ধ ফারসী ভাষায় লিখিয়া ঈরানীয়দের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'শাহ্‌নাম' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশ বার খানি গ্রন্থের

মধ্যে অন্যতম বলিয়া সর্বত্র সমাদৃত; এবং ঈরানীয়দের জীবনে ইহার স্থান কতকটা আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের অনুরূপ। বস্তুতঃই তাঁহার এই মহাকাব্যের জন্য তিনি চিরকাল সারা পৃথিবীর নিকট বরণ্য থাকিবেন এবং তাঁহাকে ফারসী সাহিত্য-সাম্রাজ্যে এই বিষয়ে অদ্বিতীয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার জন্ম-তারিখ, কর্মস্থান বা জীবন-ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই। কথিত আছে, তিনি ৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তূস্ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩৫ বৎসর বয়সের সময় শাহ্নাম লিখিতে আরম্ভ করেন। ৩৫ বৎসর কাল ধরিয়া তিনি শাহ্নাম লিখেন এবং ১০১০ সনে ইহা সাত খণ্ডে সমাপ্ত করেন। তিনি প্রথম জীবনে একজন কৃষক ছিলেন এবং চাষবাস করিয়া ও অন্যান্য চাষীদের সহিত আমোদ আহ্লাদে সময় কাটাইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন এবং তাহাদের নিকট গ্রাম্য গীত গাহিয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল; পুত্রটি তাহার ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ও তাহার পিতার ৬৫ বৎসর বয়সের সময় মৃতুমুখে পতিত হন; এবং কন্যাটি পিতার মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। 'চহার মকালহ্' তে উল্লিখিত হইয়াছে যে পরজীবনে তাহার একমাত্র মেয়ের বিবাহের যাবতীয় পণ যোগার করার উদ্দেশ্যে তিনি এই বৃহৎ মহাকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এই মহাকাব্যের কতকাংশ লিখিয়া সমাপ্ত কবিবার পর যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় ইহার প্রথম অংশ গজ.নতে গমন করিয়া সুলত্বান মঃহমূদকে আবৃত্তি দ্বারা পাঠ করিয়া শুনান এবং সুলত্বান মঃহমুদ তাঁহার কবিত্বগুণ, ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়া ইহা সমাপ্ত করিতে আদেশ দেন। কোন কোন জীবন চরিতকার লিখিয়াছেন যে ফরদৌসী সুলত্বান মঃহমুদের আদেশেই বিখ্যাত শাহ্নাম লিখিতে আরম্ভ করিয়াহিলেন এবং মহমূদের রাজদরবারে প্রথম পরিচিত হইবার পুর্বেই ফরদৌসীর রাজকবি 'উন্‌সুরী ও ফরূরুখী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং চরিতকারগণ তাঁহার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন সমসাময়িক ও প্রাচীন গ্রন্থেই এই বিষয়ের উল্লেখ নাই বলিয়া আমরা ইহার আলোচনা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম। সুলত্বান মঃহমূদের আদেশে যখন এই মহাকাব্য সাত খণ্ডে সমাপ্ত হইল এবং কবিবর যখন এই সম্পূর্ণ গ্রন্থ সম্রাট সমীপে উপস্থাপিত করিলেন, সম্রাট তাঁহার

গুণে মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু হিংসুকদের প্ররোচনায় ফরদৌসীকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিতে অস্বীকার করিলেন। শাহ্‌নামর শেষাংশে এই সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

চুনীন্ শহর্-ইয়ারী-র বখ্‌শন্‌দয়ি।
ব-গীতী-জ. শাহান্ দরখ্‌শন্‌দায়॥
নকর্‌দ্ অন্দর্-ঈন্ দাস্তান্‌হা নিগাহ্॥
জ, বদ্ গূয় র বখ্‌ৎ-ই-বদ্ আমদ্ গুনাহ্॥
হসদ্ বুর্‌দ্ বদ্‌গূয় দর্ কার-ই-মন্।
তবহ্ শুদ্ বর্ শাহ্ বাজ.ার্-ই-মন্॥

[পৃথিবীর সকল রাজার নিকট হইতে সম্মান প্রাপ্ত এইরূপ জনপ্রিয় ও বদান্য সম্রাট, নিন্দুক ও হতভাগ্যদের প্ররোচনায় পাপে জড়িত হইয়া এই প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন না। নিন্দুক আমার কাজে হিংসা পরবশ হইল (এবং) রাজার নিকট আমার বাজার মন্দা হইয়া গেল]।

ফরদৌসী যে যথোপযুক্ত পুরস্কার পান নাই বা মোটেই পুরস্কার গ্রহণ করেন নাই, তাহার উল্লেখ-সূচক সম্রাটের উদ্দেশ্যে লিখিত হজ্ (বা তীব্র ব্যঙ্গোক্তি) ও শাহনামর শেষাংশে দৃষ্ট হয়। কবি লিখিয়াছেন,—

অগর্ শাহ্‌রা শাহ্ বুদী পিদর্।
বসর্ বর্ নিহাদ মরা তাজ-ই-জ.র্॥
অগর্ মদার্-ই-শাহ্ বানূ বুদী।
মরা সীম্ র জ.র্ তা বজ.ানূ বুদী॥

[সম্রাটের যদি সম্রাটই (সত্যিকার) পিতা হইত, তাহা হইলে আমার মাথায় সোনার মুকুট ভূষিত হইত। আর যদি রাজার অন্তঃপুরে রাজকন্যাই বিরাজ করিত (অর্থাৎ রাজা যদি মহৎ অন্তঃকরণ হইতেন) তাহা হইলে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমার অঙ্গের ভূষণ হইত]।

এই ঘটনার পর তিনি গজ্‌নী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ পারস্যের দিকে ধাবিত হইয়া ক্রমে বাগদাদে (বাঘ্‌দাদ্) পৌছেন। তথায় বোয়িয় সম্রাট বহা-উ-দ্দৌলর প্রধান মন্ত্রী সাহিত্যানুরাগী ও ফারসী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মুয়ফক এর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুক্রমে ইউসুফ্ র জ.লয়খার প্রেম কাহিনী পদ্যাকারে রচনা করেন। কথিত আছে মৃত্যুর পূর্বে তিনি

তাঁহার নিজ জন্মস্থানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এবং সুলতান মঃহমূদ্ ভারত বিজয় হইতে প্রত্যাবর্তন কালে তাঁহার মন্ত্রী খ্বাজ অঃহমদ্:হুসন্ মঈমন্দী ফর্দৌসীর একটি শ্লোক বা বয়ৎ তাঁহাকে আবৃত্তি করিয়া শুনান। ইহাতে ফরদৌসীর কথা তাঁহার মনে উদয় হয় এবং তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে ৬০ হাজার দিনার ফরদৌসীর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পুরস্কার যখন ফরদৌসীর বাড়ীতে গিয়া পৌছিল তখন তাঁহার জনাজ. (মৃতদেহ) ঘর হইতে বাহির করা হইতেছিল। তিনি ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন।

শাহ্নাম অরেস্তার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ঈরানের প্রাচীন যুগের রাজাদের ও লোকোত্তর পুরুষগণের চরিত্র অবলম্বন কবিয়া বর্ণিত মহাকাব্য। ইহাতে আছে প্রাচীন ঈরানীয় রাজাগণের (যেমন হখামনীশীয ও সাসানীয় রাজবংশ) বিস্তৃত ইতিহাস, তাঁহাদের বীরত্বপুর্ণ কার্যকলাপ ও অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত গতানুগতিক যোদ্ধাদি, তখনকার রীতিনীতি, ধর্ম ও পারিপার্শিক অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা। ফরদৌসী এই সব বর্ণনা বিশেষ নিপুনতার সহিতই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন এবং ইহাতে বেশ সফলকামও হইয়াছেন। যদিও ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল রাজন্যবর্গের যুদ্ধ বিগ্রহ ও বীরত্বপূর্ণ কার্যাদির বিস্তৃত বর্ণনাই বিশেষ করিয়া স্থান পাইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্য হইতেও সুচিন্তিত ভাবধারা, দার্শনিক তত্ত্ব ও সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক কর্তব্যের আচরণ-বিষয়ক নানা বর্ণনাও আহরণ করিয়া নিবার সুযোগ রহিয়াছে। যুদ্ধ বা কোন বীরত্বপুর্ণ কাহিনী বর্ণনার পর তিনি পাঠকদের সময় সময় বেশ তথ্যপূর্ণ উপদেশাদি দিতেও চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

বিয়া তা জহান্ রা ব-বদ্ ন-সপীরম্॥
বকুশশ্ হম দস্ত্ নীকী বরীম্॥
নবাশদ্ হমী নীক্ র বদ্ পায়দার্।
হমান্ বিহ্ কি নীকী বুরদ্ ইয়াদ্গর্॥
হমান্ গনজ্-ই-দীনার্ র কাখ্-ই-বলন্দ্।
নখ্বাহদ্ বুদন্ মর্ তুরা সূদমন্দ্॥

ফরীদূন্ ফর্‌রুখ্ ফিরিস্তহ্ নবুদ্।
ব-মশ্‌ক্ র ব-'অম্বর্ সিরিশ্‌ত নবুদ্।
বদাদ্ র দিহিশ্ ইয়াফ্‌ৎ নীকূয়ি।
তূ দাদ্ র দিহিশ্ কুন্ ফরীদূন্ তূয়ি॥

[এস, আমরা পৃথিবীকে খারাপে পরিবর্তিত না করিয়া চেষ্টা দ্বারা ইহাকে ভালতে পরিণত করি। ভালমন্দ কিছুই স্থায়ী নয়, তথাপি ভালর স্মৃতি রাখিয়া যাওয়া দরকার। সঞ্চিত ধন ও সু-উচ্চ প্রসাদ তোমার কোন উপকারেই আসিবে না। ফরীদূন কোন ভাগ্যবান দেবতা ছিলেন না, কিংবা মৃগনাভি বা অন্য কোন সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারাও গঠিত ছিলেন না, ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা দ্বারাই তিনি এই মহত্ত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। তুমি ও ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা অর্জন কর (তাহা হইলে তুমিও ফরীদূন হইতে পারিবে।]

শাহনমাতে প্রাচীন সম্রাট, বীর ও জ্ঞানবান পুরুষদের অনেক উপদেশাদিই রহিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে মনূচহ্‌র্, নৌজ়র্ এবং কঈখস্‌রূ ঈরান বাসীদের, আবার কঈখস্‌রূ গোদরজ্‌কে, জ়াল্ রোস্তম্‌কে, দারা ইস্‌কন্দর্‌কে নৌশীরবান্ রাজন্যবর্গকে এবং বুজ়র্‌গমহর্ নৌশীরবান্ কে যে সকল উপদেশ দিতেছেন তাহা নানারকম জ্ঞানবান তথ্যে পরিপূর্ণ। আমরা এখানে সমস্তকালের উপযোগী নৌশীরবানের প্রতি তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বুজ়র্‌গমহর এর কয়েকটি উপদেশ উল্লেখ করিয়া ফরদৌসীর জ্ঞানের গভীরতার কতকটা আভাষ দিতে চেষ্টা করিব। কবি বলিতেছেন,

দিগর্ গুফ্‌ৎ রৌশন্‌রবান্ আন্ কসী।
কি কূতাহ গোয়িদ্ ব-ম'নী বসী॥

*   *   *

হুনর জুয়ি র তীমার্ বীশী মখূর্।
কি গীতী সপন্‌জ্-অস্ত্ র মা বর্ গুধর্॥
ব[illegible]তী বিহ্ অজ় মর্‌তুমী কার্ নীস্ত্।
বদীন্ বা তূ দানিশ্ বিহ্ পয়কার্ নীস্ত্॥
দিল্-ই-হর্ কসী বন্দয়ি আর্‌জু অস্ত্॥
রজ়উ হর্ কসী বা দিগর্ গূনহ্ খূ-অস্ত্॥

ব-খ্ হর্ কসী দর্ জহান্ দীগর্-অস্ত্।
তু রা বা উয় আমীজ.শ্ অন্দর্ খ্ রাস্ত॥
ব-না-ইয়াফ্ৎ রঞ্জ্ মকুন্ খ্বীশ্তান্।
কি তীমার্-ই-জান্ বাশদ্ ব রঞ্জ্-ই-তন্॥

*　　*　　*

জ. দানিশ্ চু জান্-ই-তুরা মায়হ্ নীস্ত্
বিহ্ অজ. খামূশী হীচ্ পীরায়হ্ নীস্ত॥

*　　*　　*

হজ.ীনহ চুনান্ কুন্ কি বায়িদৎ কর্দ্।
নবায়িদ্ ফশান্দ্ ব নবায়িদ্ ফশর্দ্

[সেই মহান আত্মা (অর্থাৎ বুজরগমহর) আরো বলিলেন, সংক্ষেপে জ্ঞান গর্ভ উপদেশ বলিবে।.........জ্ঞানের অণেষণ কর ও দুঃখকে অবহেলা করিয়া যাও; কারণ এই পৃথিবী অতিথিশালা বিশেষ এবং আমাদের ইহা ত্যাগ করিতেই হইবে। এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্বই শ্রেষ্ঠ এবং এইজন্য জ্ঞান ব্যতিরেকে আর কোন গত্যন্তর নাই। প্রত্যেকই কামনার বশীভূত এবং এই কামনার জন্যই নানা রকম প্রকৃতির লোক বিরাজমান। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির জন্যই মানুষে মানুষে প্রভেদ। সৎ প্রকৃতির দ্বারাই কেবল সকলের মধ্যে সাম্যাবস্থা আসিতে পারে। অকৃতকার্যতার জন্য দুঃখিত হইও না; কারণ ইহা মন ও দেহকে কলুষিত করে ও পীড়া দেয়।.........যদি জ্ঞানের পুঁজি তোমার না থাকে, মৌনতাই তোমার পক্ষে উৎকৃষ্ট পন্থা।.........সংসার-কাজে যাহা খরচ করা দরকার তাহাই কর, অমিতব্যয়ী বা কৃপণ হওয়া উচিত নয়।]

যুদ্ধাদির বর্ণনা সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। যুদ্ধ বর্ণনা এরূপ নিখুঁৎভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে মনে হয় ফর্দৌসীর যুদ্ধ সংক্রান্ত সকল পারিভাষিক বস্তু, সৈন্যদের চালচলন, অস্ত্রশস্ত্রাদির নাম ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল। যুদ্ধ সম্পর্কীয় মৃত্যু, পরাজয়, অবমাননা ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতার কার্য তিনি সকল সময়ই বিশেষ দরদের সহিত গাহিয়া গিয়াছেন এবং এই সকল ব্যাপারে নিজকেও ব্যথিতদের একজন বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি দেশী বিদেশী সকলের দুঃখেই দুঃখিত হইয়া যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুরতার কার্যকে সকল

সময়েই অজ্ঞানতার প্রতীক বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন, মানুষ মাত্রই এক খোদার অংশ এবং তাঁহাদের পৃথক পৃথক ধর্ম প্রকৃত পক্ষে আল্লাতাল্লা ও ইসলামের ন্যায় সত্যিকার এবং পরম ধর্মের অংশ-বিশেষ। জীবন ক্ষণস্থায়ী, ইহা সত্যের আশ্রয় ছাড়া কখনই সফলকাম হইতে পারে না। মানুষ স্বার্থচিন্তা ও ক্ষুদ্র বুদ্ধির জন্যই যুদ্ধাদি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হয়। এইরূপ অনেক দার্শনিক তত্ত্বের আভাস তাঁহার শাহনামতে লক্ষিত হয়।

শাহনাম কেবল যুদ্ধ ও বীরত্বের কাহিনী এবং উপদেশ পূর্ণ তথ্যাদিতেই সীমাবদ্ধ নহে—ইহাতে অতি নিপুণতার সহিত চরিত্র চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। এই খানেই এই মহাকাব্যের বিশ্বজনীন আবেদন। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া কবি দৃশ্যের পর দৃশ্যে প্রাচীন ঈরানের বীর রাজা বা বাদশা ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও নারীগণের কীর্তি ও তাঁহাদের চরিত্র আমাদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। এমন অনেক ঘটনার অবতারণা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে যাহার বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বমানবের পথে যাহার আকর্ষণী শক্তি অসাধারণ। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের বিভিন্ন চরিত্র—যুধিষ্ঠিরের দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা ও সঙ্গে সঙ্গে কোমলতা, ভীমেব সহজ সরল সৌর্য ও শক্তি, অর্জুনের ভ্রাতৃপ্রীতি, ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শিতা ও নায়কোচিত নানাগুণ, দ্রৌপদীর চরিত্রের তেজ ও দৃঢ়তা, ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্রবাৎসল্য, দুর্যোধনের লোভ ও দম্ভ, ইত্যাদি যেমন সার্থকভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তেমনি ইহাতেও জোঃহাকের নিষ্ঠুরতা, জ়াল ও রূদাবহ্‌র মনোহর প্রেমিক চরিত্র, রুস্তমের অসম সাহস ও প্রচণ্ড বীরত্ব, খস্‌রু ও শীরীনের চারিত্র্য মাধুর্য প্রভৃতি বহু মহনীয় ও সুন্দর চরিত্র চিত্রণ বিদ্যমান। রুস্তমের পুত্র সোহ্‌রাবের অজ্ঞাত পিতার সহিত মিলিত হইবার আকুল আগ্রহ, এবং অজানিতভাবে বীর রুস্তমের হাতে একমাত্র পুত্র সোহ্‌রাবের বধ ও শেষমুহূর্তে মুমূর্ষু পুত্রের সহিত পুত্রের যোদ্ধগুণে মুগ্ধ পিতার পরিচয়—এইরূপ বহু বহু দৃশ্য দ্বারা 'শাহনামহ্‌' বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

শাহনামা ফারসী সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল তারকা। ইহার ভাষা অতি মধুর এবং শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে ফার্‌দৌসী সিদ্ধহস্ত। যদিও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার অলঙ্কার প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু বক্রদৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু বার বার একই রকম বাক্য বা অলঙ্কার প্রয়োগে মধ্য যুগের ফারসী

সাহিত্যিকগণ কোন দোষ দেখেন নাই, যদি ইহা সত্যই সময়োচিত ও শ্রুতিমধুর হয়। যুদ্ধাদি বর্ণনার পক্ষে উপযুক্ত ছন্দঃ 'বঃহর্-ই-তক্বারিব্'[১] তিনি শাহনামার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি বেশ নিপুণতার সহিত সফলকাম হইয়াছেন। শাহনামার শ্লোক (বয়ৎ Couplet) সমষ্টি প্রায় ৬০ হাজার। কবি এই বৃহৎ জাতীয় বীররসাত্মক কাব্য তাঁহার খাঁটি ও শুদ্ধ মাতৃ ভাষার সাহায্যেই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও সময় সময় উপযুক্ত শব্দ না পাওয়ায় আরবী শব্দের ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এবং তাঁহাকে সেইজন্য যথেষ্ট পড়াশুনা ও করিতে হইয়াছে। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন।

বসী রঞ্জ্ বুর্দম্ বসী নামহ্ খ্বান্দম্।
জ. গুফ্তার্-ই-তাজ.ী ব্ অজ.্ পহ্লু-আনী॥

[আরবী ও পহলবী ভাষার অনেক গ্রন্থই আমাকে যথেষ্ট কষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত পড়াশুনা করিতে হইয়াছে।]

কবি তাঁহার শাহনামার মালমসল্লা যোগার করিবার জন্য অনেক প্রাচীন পহলবী গ্রন্থাদিও পড়াশুনা করিয়াছেন। এইজন্যই শাহনামর মধ্য দিয়া ঈরানের পৌরাণিক রীতিনীতি ও সাহিত্যাদির অনেক ইতিহাসই রক্ষিত রহিয়া গিয়াছে।

শাহনাম জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ সকল জাতির নিকটই চিরদিন সমাদর পাইবে। ঈরানবীরদের দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও জীবন দান ও তাঁহাদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী চিরদিন ইতিহাস পটে অঙ্কিত থাকিবে। এখানে

---

১ বঃহর-ই-তক্বারিব্ বা মুতকারিব্ : এগার অক্ষরে গঠিত, প্রথম তিনটি গণে তিন তিন করিয়া নয় অক্ষর, এই তিনটি গণ সম পর্যায়ের (একটি হ্রস্ব ও পর পর দুইটি দীর্ঘ), এবং চতুর্থ বা শেষ গণে একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ অক্ষর। যথা,

√ — —	√ — —	√ — —	√ —
ব — না — মী	খু — দা — রন্	দি — জা — নো	খি — রদ্
ক — জী — বর্	ত — রন্ — দী	শ — বর্ — নগ্	ধ. — রদ্

[জ্ঞান ও আত্মার প্রভু, যাঁহার অধিক চিন্তা শক্তি কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহার নামে (এই কবিতা আরম্ভ করিতেছি)] বাংলা কবিতায় এই ছন্দঃ এইরূপ দাঁড়ায় :—ই-রান্-দেশ্॥ কি-গৌ-রব্॥ সে-আজ-পায়॥ দু-নিয়ায়—ইহা ঈরানের এক অতি প্রাচীন ছন্দঃ ; প্রাক্-মুসলমান সাহিত্যেও ইহা পাওয়া যায়। ইহার আধুনিক নাম হইয়াছে 'রজ.্ম্-আরব্' অর্থাৎ 'রণভর'।

ঈরানের বিখ্যাত বীর রুস্তমের তাঁহার ভাইএর নিকট লিখিত কয়েকটি বয়ৎ উল্লেখ করিতেছি,—

চু ঈরান্ নবাশদ্ তন্-ই-মন্ মবাদ্।
বদীন্ বুম্ ব বর্ জি.ন্দ এক্ তন্ মবাদ্॥
জ. বহর্-ই-বর্ ব বুম্ ব ফর্জ.ন্দ-ই-খ্বীশ্।
জ.ন্ ব কূদক্-ই-খুর্দ্ ব পয়্বন্দ-ই-খ্বীশ্॥
হম সর্ বসর্ তন্ বকুশ্তন্ দহীম্।
অজ.্ আন্ বিহ্ কি কিশ্বর্ বদুশ্মান দহীম্॥

[যখন ঈরান (আমাদের) হস্তচ্যুত হইবে তখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এই মাটি, দেশ, স্ত্রীপুত্র, পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের স্বার্থ প্রণোদিত এই দেশের ও মাটির কোন প্রাণীরই বাঁচিয়া না থাকাই শ্রেয়ঃ। দেশকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দেওয়ার পূর্বে, আমাদের শরীরকে সম্পূর্ণভাবে মৃত্যুর জন্য বিলাইয়া দেওয়াই উচিত।]

ফর্দোসীর অপর কবিতা ইউসুফ্ ব জুলয়খা শাহনামর ন্যায় একই ছন্দেঃ লিখিত হইয়াছে এবং ইহার প্রেম-কাহিনী কোরাণের ইউসুফ্ নামক অধ্যায় এবং ইহুদিদের চিরাচরিত কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কবিতা বাস্তবিকই ফরদোসীর লিখিত ছিল কিনা তাহা নিয়াই মতানৈক্য আছে। তিনি এই দুইটি কাব্য ছাড়া আরো অনেক গজ.ল্, কসীদ, কিত্ব, এবং রুবায়ি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

গজনবী সাম্রাজ্যের আধিপত্যের সময় আরো অনেক ফারসী ও আরবী কবি ও সাহিত্যিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন—সকলের নাম ও তাঁহাদের সাহিত্যের ইতিহাস বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নহে। প্রসিদ্ধ ইব্ন-ই-সীনার ফারসী সাহিত্যের উল্লেখ করা এখানে আবশ্যক, যদিও তিনি আরবী লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ফারসী কবিতা ছাড়াও এই যুগের গদ্য সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ তিনি 'অলা-উদ্দৌলর নামে সমর্পিত 'দানিশ্ নাম-ই-'অলায়ি' তাঁহার বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় লিখিয়া তাঁহার ফারসী সাহিত্যের জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি বোরয়িয় সম্রাট শমস্-উদ্দৌলর একজন পারদর্শী মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ইব্‌ন্-ই-সীনার ন্যায় অল্‌বীরূণী নামে প্রসিদ্ধ অবু রয়ঃহান্ মঃহম্মদ্ বিন অঃহমদ্ বীরূনীও আরবী সাহিত্যেই তাঁহার জ্ঞানের বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, জ্যামিতি-শাস্ত্র ও গণিত বিজ্ঞানে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ফারসী ও আরবী ভাষায় মিশ্রিত 'অল্ তফ্‌হীম্ লাৱায়িল্ স্বনা'অৎ অল্ তন্‌জীম্' (জ্যাতির্ব্বিদ্যার প্রাথমিক চিন্তাধারা) ও সুলতান্ মস্‌উদ্ কে সমর্পিত কানুন-ই-মস্'উদ্ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ১০৪৮ সনে প্রাণত্যাগ করেন।

সল্‌জূকীয় যুগ

সুলতান্ মঃহমূদের সময় হইতেই সল্‌জূকীয়দের[১] প্রাধান্য পারস্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে এবং গজ্‌নবীয় সুল্‌তান্ মঃহমূদের মৃত্যুর পরই তাঁহার পুত্র মস্‌'উদ্‌কে পরাজিত করিয়া সল্‌জূকের দুই পৌত্র চঘ্‌রী ও তঘ্‌রীল্ ১০৩৮ সনে যথাক্রমে মর্‌ব ও নীশাপুরে আধিপত্য স্থাপন করিয়া নিজেদের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার ছয় বৎসর পর তঘ্‌রীল্ বেগ্ (বীঘ্) মস্‌'উদ্‌কে খোরাসানে পরাজিত করিয়া সমগ্র পারস্যে তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিয়া ফেলিলেন। সল্‌জূকীয়গণ খোরাসানকে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল করিলেন এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য প্রায় একশতাব্দীর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সল্‌জূকীয় সম্রাট মালিক্ শাহ্ (১০৭২—১০৯২) ও সন্‌জর্ (১০৯২—১১৫৬) এর নাম পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। তাঁহাদের সাম্রাজ্য আরব হইতে মাবুরন্ নহর্ বা অক্সাস্ নদীর উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সল্‌জূকীয় সম্রাটদের প্রায় সকলই, বিশেষ করিয়া মালিক্‌শাহ্ ও সন্‌জর নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা ফারসী সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ও উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো আবার ফারসী সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞানও ছিল। সল্‌জূকীয় মন্ত্রী 'অমীদু-ল্-মুল্‌ক্ কুন্‌দরী ও নিজামু-ল্-মুল্‌ক্ তূসী ফারসী সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। অল্-কুন্‌দরী বিশেষ করিয়া ফারসী সাহিত্যের এবং নিজামু-দ্দীন্ বিশেষ করিয়া আরবী সাহিত্যের প্রতি আগ্রহশীল ছিলেন।

সল্‌জূকীয় সম্রাটদের আধিপত্য সময়ে ফারসী সাহিত্যের যত উন্নতি সাধন হইয়াছে, এমন আর কোন সময়েই হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ। প্রাগ্-সল্‌জূকীয় সাহিত্যের তুলনায় সল্‌জূকীয় সাহিত্য আরো

১ তুর্ক্‌জাতীয় কোন এক দলের নেতা সল্‌জূক্-বিন্-দকীক্ এর নামানুসারে এই বংশ বা সাম্রাজ্যের নাম হইয়াছে 'সল্‌জূকীয়'।

মার্জিত, সরস ও গভীর ভাবপূর্ণ। কবিদের মধ্যে নাস্বির্ খস্রু, 'উমর্ খইয়াম্, অন্‌বারী, মু'অজ্জী, সনায়ি ও শেখ্ 'অত্তার্ চিরপ্রসিদ্ধ। ধর্ম সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত ও দর্শন সম্বন্ধীয় সাহিত্যে সুফী ঘজ়ালী ও নজ্‌মু-দ্দীন্ কুব্‌রার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সল্‌জুকীয় সম্রাটগণ ছাড়া সমসাময়িক অন্যান্য রাজ বংশীয়গণও সময় ও কাল ভেদে পারস্যে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। গজ়নবীয় বোরয়িয় সম্রাটদের পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাছাড়া ঘোর্ সাম্রাজ্য (১১৪৮—১২১৫), খ্বারজ়ম্ সাম্রাজ্য (১১২৭—১২২১) ও অতাবক্ রাজবংশ সল্‌জুকীয়দের পতনের সময়ে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সকল সম্রাটগণও ফারসী সাহিত্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন।

সুফী ধর্ম ও সাহিত্য

ফারসী সাহিত্যে সুফী তত্ত্ববাদ যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে এবং সুফী ধর্মমত পারস্যের প্রায় সকল কবির মধ্যেই অল্পবিস্তর প্রভাব লাভ করিয়াছে। সল্‌জুকীয় আধিপত্যের সময় সুফীবাদের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিস্তার লাভ করে। সেইজন্য সুফী (বা সুফী) কবিদের আলোচনার পূর্বে সুফী ধর্মমত সম্বন্ধে কতকটা আলোচনা আবশ্যক।

সুফী ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ কেহ বলেন প্রাচীন যুগে ঈরানীদের মধ্যেই সুফী মতের প্রভাব ছিল, পরে আরব আধিপত্য ইহাকে কোন ঠেসা করিয়া দেয়। সুফী ধর্ম ঈরানীদের মজ্জাগত জিনিষ; যখনই আবার ঈরানীগণ আরব আধিপত্য হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে, তাহারা সুফীমতবাদ আলোচনা করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। আবার কাহারো কাহারো মতে ইহার সঙ্গে বেদান্ত ও উপণিষদের ধর্মের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া সুফী ধর্মকে হিন্দুদের জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ বা বৌদ্ধ ধর্মের নিয়মানুষ্ঠান ও কৃচ্ছাদির সঙ্গে তুলনা করিয়া বলা হয় যে ভারতীয় ধর্ম ও প্রভাব হইতে ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

গ্রীক প্রভাব সম্বন্ধে বলা হয় যে মধ্য যুগে প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকদের ধর্মমত আরবী ও ফারসী সাহিত্যে তরজমা হইয়াছিল— ঈরানীগণ এই সকল তরজমাদি হইতে গ্রীকদের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে অবগত হন এবং শীঘ্রই ইহাতে আকৃষ্ট হন, তাহারই ফলে সুফী ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে ফারসী সুফী সাহিত্য ও কাব্যে সুফী ধর্মের মূলমন্ত্র সম্বন্ধে কুর্-আন্ বা হদীস্‌কেই সুফীগণ তাহাদের প্রামাণ্য স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও সাধারন ভাবে কোরান ও হাদিস্ এ সুফীদের গুঢ়রহস্য ও ইহার মতবাদ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় না; তথাপি কুর্-আন্ এর কতকগুলি অয়াৎ বা শ্লোকাংশে এবং হদীস্ এ মহম্মদের অনেক বাক্যাদিতেই সুফী ধর্মমত বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু সকলে ইহার গুঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার উপযুক্ত নহে বলিয়াই—ইহার অনেক অর্থই সাধারণের নিকট বাত্বিন্ (বা লুক্কায়িত) রহিয়া গিয়াছে। এবং হজরৎ মহম্মদ্ পাত্রভেদে হজরৎ আলী (হদ্বরৎ 'অলী) বা অবুবকরকে এই সকল তথ্যাদি অবগত করাইয়াছেন। তাছাড়া হজরৎ মহম্মদ যে খোদাকে লাভ করিবার পুর্বে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুশীলন পূর্বক হীরা পর্বতে যোগসাধনা করিয়াছিলেন তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

সুফী (সূফী) স্বৌফ্ বা স্বফা শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। স্বৌফ্ এর অর্থ পশম এবং এই অর্থ হইতেই সুফীদের অনেক সময় 'পশ্মীন-পুশ্' (যাহারা পশমীর কাপড় পরিধান করিয়া থাকে) বলা হয়। সুফীগণ সব সময় নির্জনে বাস-পূর্বক বাহ্যিক ভোগ বিলাস্ পরিত্যাগ করিয়া ইলহিয়ৎ বা খোদা প্রেমে মগ্ন থাকিতেন বলিয়া এইরূপ বলা হইত। স্বফার দুইরকম অর্থ—এক পবিত্রতা, অর্থাৎ যাঁহারা ভগবৎ উদ্দেশ্যে পবিত্র জীবন যাপন করেন তাঁহারাই সুফী। স্বফাকে মক্কার নিকটবর্ত্তী স্বফা নামক পর্বতের সহিতও সংশ্লিষ্ট করা হয়। যাঁহারা সংসার-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নির্জন স্বফা পর্বতে গিয়া ভগবৎ আরাধনা করিতেন, তাঁহাদিগকেও সুফী বলা হইত। সুফীর অর্থ ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া যে রূপ নিয়া ফারসী সাহিত্য ও কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে এককথায় ভারতীয়দের জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির একত্র সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে আর বিশেষ আলোচনা

করার দরকার মনে করি না। সুফীদের জীবন ও তাহাদের সাহিত্য বা কাব্য আলোচনা কালেই ইহা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বাবা ত্বাহির্ 'উরিয়ান্ হমদনীকে সুফী সাহিত্যের প্রথম কবি বলা যাইতে পারে। তিনি 'আরিফ্ বা জ্ঞানীদের স্বভাবোচিত দারিদ্র্য বরণ করিয়া নির্জন স্থানে নগ্ন অবস্থায় থাকিতেন। কথিত আছে, সল্জুকিয় সম্রাট তুঘ্রীল্ ও তাঁহার মধ্যে ১০৫৫ সনে হমদন্ শহরে কথোপকথন হয় এবং সম্রাট তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তিনি আরবী ও ফারসী উভয় রকম কবিতাই আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফারসী কবিতা রুবায়ি (বা চতুষ্পদি কবিতা)র ছন্দেঃ লিখিত। তাঁহার কবিতায় পাই খোদা ও মানুষের মৌলিক ঐক্য; এবং ইহায় বিভিন্নতার জন্যই মানুষের আল্লার সান্নিধ্য হইতে বিচ্যুতি ও পৃথিবীতে নানারকম দুঃখ কষ্ট ও সাংসারিক অশান্তি। এই বিভিন্নতার মধ্য দিয়াই প্রেম বিস্তার দ্বারা আবার মানুষ তাঁহার সহিত মিলিত হয় এবং যে পর্যান্ত না মানুষ সেই স্থানে পৌঁছে বিরহের ক্রন্দন তাহার জীবনে সকল সময় ধ্বনিত হইতে থাকে। নিম্নে কবির একটি রুবায়ি উদ্ধৃত হইল।

দিলী দীরম্[1] খরীদার্-ই-মঃহব্বৎ।
কজ্. উ গর্মস্ত্ বাজ়ার্-ই-মঃহব্বৎ॥
লবাসী বাফ্তাম্ বর্ কামৎ-ই-দিল।
জ়. পুদ্-ই-মিঃহ্নৎ ব তার্-ই মঃহব্বৎ॥

[আমি এমন মনের অধিকারী যাহা প্রেমের জন্য লালায়িত এবং এজন্যই প্রেমের হাট ভরপুর। আমার মনরূপ অঙ্গে পরিশ্রমের ওতসূত্র ও প্রেমের তার দ্বারা পোষাক বয়ন করিয়াছি।]

অবু স্ব'য়িদ্ বিন্ অবু-ল্-খঈর্ কে ফারসী সুফী সাহিত্যের প্রথম শ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারে। তিনি খোরাসান্ প্রদেশের খাবরানের নিকটবর্ত্তী

১ দীরম্, দারম্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কবির কবিতায় এমন কতকগুলি বিশেষ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যাহা পহলবী ভাষার সহিত অনেকটা সংশ্লিষ্ট মনে হয়। যেমন, মু, মন্ (আমার) অর্থে; শূ, শব্ (রাত্রি) অর্থে; বীনম্, বীনম্ (আমি দেখি) অর্থে; করণ্, কুনন্দ্ (তাহারা করে) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।—তারীখ্-ই-আদবিয়াৎ-ই-ঈরান্ পৃঃ ১১১।

মহ্‌নহ নামক স্থানে ৯৬৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ জন্মভূমিতেই বাল্য-শিক্ষা লাভ করার পর, তিনি মরব শহরে ফিকহ্ (বা ইসলাম ধর্মের আইন কানুনাদির শাস্ত্র) শিক্ষার্থ প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ 'অব্দুল্ল অল্ ঃহস্ববীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী হওয়ার পর, তিনি সেই সময়কার প্রসিদ্ধ দার্শনিক শেখ্ আবু-ল্ ফদ্বল্ ঃহসন সরখ্‌শী, অবু-ল্ 'অব্বাস্ অঃহমদ্ কস্বাব্ ও অবু-ল্ ঃহসন 'অলী খরক্কানীর নিকট আধ্যাত্মিক তত্ত্বাদি আলোচনা ও শিক্ষা লাভ করেন এবং প্রসিদ্ধ সুফী অবু 'অব্দু-র-রঃহমান্ সলমীর (মৃত ১০২১) নিকট স্বরীকৃত মতে দীক্ষিত হন। তাঁহার পৌত্র মঃহম্মদ মনব্বর্ 'অস্‌রারু-ৎ-তৌঃহীদ্' নামক গ্রন্থে তাঁহার উপদেশাদি ও চতুষ্পদি কবিতা সকল একত্র সংবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা তাঁহার জীবন ইতিহাস ও সুফীতত্ত্ব বিষয়ক অমূল্য উপদেশাদি পাঠ করিয়া জানিতে পারি যে তিনিই প্রথম সুফীধর্মকে সাধারণের নিকট সুশৃঙ্খল ভাবে প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

সুফীধর্ম কি ?—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, 'মাথায় যাহা আছে পরিত্যাগ করা, ও হাতে যাহা আছে বিলাইয়া দেওয়া, এবং কোন দুঃখকষ্টতেই বিচলিত না হওয়া।' অর্থাৎ, সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা, ও বিষয় সম্পত্তি পরকে বিলাইয়া দেওয়া, এবং সকল দুঃখ কষ্টকেই খোদার দান মনে করিয়া কোন বিষয়েই বিচলিত না হওয়াই সুফীদের মূল ধর্ম; তিনি আরো বলিয়াছেন, খোদা ও তাঁহার বন্দার মধ্যে পর্দা সৃষ্টির কারণ স্বর্গ ও মর্ত্য নহে, অথবা রাজসিংহাসন ও পাদপীঠ নহে; তোমার স্বার্থপরতা ও মোহই ইহার কারণ, এবং যখন তুমি এই সকল পরিত্যাগ করিতে পারিবে তুমিই খোদায়ি বা খোদাত্ব প্রাপ্ত হইতে পার।'

তাঁহার রুবায়ি বা চতুষ্পদি কবিতা হইতেও তাঁহার সুফীতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য প্রেমের রসাস্বাদ পাইতে চেষ্টা করিব। তিনি গাহিয়াছেন,

জানা ব-জ.মীন্-ই-খাবরান্ খারী নীস্ত্।
কশ্ বা মন্ ব রুজ.গার্-ই-মন্ কারী নীস্ত্॥
বা লুত্ব্‌ফ ব নবাজি.শ্ জমাল্-ই-তূ মরা।
দর্ দাদন্-ই-স্বদ্ হজ.ার্ জান্ 'আরী নীস্ত॥

[হে প্রাণ, খাররানের জমীতে এমন কোন কাঁটা নাই, যাহা আমার সাংসারিক সুখ সুবিধার সহায় না হইতে পারে। তোমার মহত্ব বা প্রেমের দান ও অনুগ্রহ আমাকে হাজার প্রাণ দিতেও অপারগ নহে।]

মৃত্যুর পুর্বে তাঁহার কফিন্ রক্ষা করার সময় কোরান্ হইতে শ্লোকাংশ আবৃত্তি করা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত চাওয়া হইলে, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, কোরান্ এই সকল আচার ব্যবহারের অনেক উর্ধ্বে; ইহাকে আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করার কোন দরকার নাই। তৎপর এই চতুষ্পদিটি আবৃত্তি করেন,

বিহ্তর অজ্ ঈন্ দর্ জহান্ হম চি বুবদ্ কার্।
দূস্ত্ বর্ দূস্ত্ রফ্ৎ ইয়ার্ বর্ ইয়ার্॥
আন্ হম অন্দূহ্ বুদ্ ব ঈন্ হম শাদী।
আন্ হম গুফ্তার বুদ্ ব ঈন্ হম কব্দার্॥

[এই পৃথিবীতে ইহা (মৃত্যু) হইতে মহৎ আর কি হইতে পারে? বন্ধু বন্ধুর নিকট ও সখা সখার নিকট যাইতেছে। উহা (জীবন) ছিল দুঃখপূর্ণ এবং ইহা (মৃত্যু) আনন্দময়। উহা (জীবন) ছিল কথার কথা এবং ইহাই প্রকৃত কাজ।]

'অস্‌রারু-ৎ তৌঃহীদ্' এ বর্ণিত হইয়াছে যে একবার বিখ্যাত দার্শনিক ইব্‌ন্-ই-সীনা অবু স্ব'য়িদ্ এর সহিত তিন দিন একত্রে নির্জনে বসবাস ও তত্ত্বাদি আলোচনা করেন এবং পরে যখন ইব্‌ন্-ই-সীনা বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি শেখ্‌কে কেমন দেখিতে পাইলেন? ইব্‌ন্-ই-সীনা উত্তর করিলেন, আমি যাহা জানি, তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পান। এবং শিষ্যগণ পরে যখন শেখ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইব্‌ন্-ই-সীনাকে কেমন দেখিলেন? তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, আমরা যাহা দেখি, তিনি তাহা কেবল জানিয়াছেন মাত্র।

তিনি ১০৪৮ সনে তাঁহার জন্মভূমি মহ্নহ্‌তে প্রাণ ত্যাগ করেন।

অবুল ঃহসন 'অলি বিন্ 'উস্‌মান্ বিন্ 'অলি অল্-করনবী অল্ জুল্লাবী অল্ হুজবীরী অল্-লাহূরী ভারতবর্ষে দাতাগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি পারস্যের অন্তর্গত গজনতে, এবং তিনি তাঁহার জীবনের প্রথমার্দ্ধ গজনীর নিকটবর্ত্তী জুল্লাব্ ও হুজবীর নামক গ্রামদ্বয়ে বসবাস করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন ভারতের অন্তর্গত লাহোরে অতিবাহিত করিয়া তথায়ই ১০৭২ সনে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি গঞ্জবখ্‌শ্‌ নামে প্রসিদ্ধ সুফী মুহম্মদ বিন্ হসনের শিষ্য ছিলেন।

হুজ্‌বীরী সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রায় সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল কশ্‌ফুল্—মহ্‌জুব্ বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রসিদ্ধ সুফীতত্ত্ব গবেষক ডক্টর নিকলসন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহার ইংরাজী তরজমা ও নিকলসন সাহেব করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর আব্দুল মাজিদ্ তাঁহার তসব্বফ্-ই-ইসলাম্ (বা ইসলাম সুফীতত্ত্ব) নামক গ্রন্থে হুজবীর এর নিম্নলিখিত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন—(১) দীবান (বা কবিতাবলী), (২) মিন্‌হাজুদ্দীন (বা সুফীধর্ম পথ), (৩) কিতাবুল্ ফনা র অল্-বকা (বা খুদাতে লয় ও জীবন্মুক্তি), (৪) অসরারুল্ খিরক্ র অল্-মুনৎ (বা সুফী পোষাক ও ইহার ব্যবহার রহস্য), (৫) কিতাবল্-বয়ান্ লহ্‌লিল্-'অয়ান (বা মহতের সহিত আলোচনা), (৬) বহ্‌রুল্-কুলুব্ (বা হৃদয়-সমুদ্র), (৭) অল্-রিয়াৎ লহ্‌কুক-ই-আল্লা (বা খুদার অস্তিত্ব রহস্য) এবং (৮) কশ্‌ফুল্-মহ্‌জুব্ (বা রহস্য-প্রকাশন)।

কশ্‌ফুল-মহ্‌জুব্ সুফীতত্ত্বের ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ক প্রথম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। হুজ্‌বীরী ইহাকে ২৫ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) 'ইল্‌ম্ (বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব)—ইহাতে আছে আল্লার ঐক্য ও গুণাবলীর বর্ণনা এবং কোরানের মধ্য দিয়া ইসলাম ধর্মের যে রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবন। হজরৎ মহম্মদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী সুফী সাধকদের ধর্মমতও এখানে আলোচনা করা হইয়াছে। ফক্‌র্ (বা দারিদ্র্য), (৩) সুফীতত্ত্ব, (৪) খির্‌ক (বা সুফী পরিচ্ছদ), (৫) স্বফ্‌রৎ (বা পবিত্রতা) ও আধ্যাত্মিক চিন্তা (৬—১৩) ইমাম্ (বা ধর্মগুরু)—এখানে বিভিন্ন ধর্মগুরুদের জীবন কাহিনী ও তাহাদের মতবাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; (১৫) মরিফৎ (বা জ্ঞানমার্গ), (১৬) তৌহিদ (বা খুদা ঐক্য), (১৭) ঈমান্ (বা আল্লায় বিশ্বাস) (১৮) ত্বহারৎ (বাহ্যিক শুদ্ধি), (১৯) স্বলৱৎ (বা প্রার্থনা), (২০) জকাৎ (দান), (২১) স্বৌম্ (বা উপবাস। (২২) হজ্ (বা তীর্থযাত্রা), (২৩) স্বুহবৎ (বা সুফী নিয়মানুশীলন), (২৪) মকাম্, হাল্ এবং তম্‌কিন্ প্রভৃতি, এবং (২৫) সমা' (বা ভাবাবেশে নৃত্য ও গান)।

খাজহ্‌ 'অব্দু-ল্লা বিন্‌ মঃহম্মদ্‌ অন্‌সারী সল্‌জুকীয় সম্রাট অল্‌প্‌ অর্‌সলান্‌, মন্ত্রী নিজাম্‌-ল্‌-মূল্‌ক্‌ ও অবু স'য়িদ বিন্‌ অবুল্‌ খঈর্‌ এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৮৮ সনে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি সে সময়কার সকল দার্শনিক ও সুফীদের নিকট হইতেই উপদেশাদি গ্রহণ করেন। তিনি অবুল্‌ঃহসন্‌ খরকানীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই সুফী তত্ত্বাদি আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফারসী গ্রন্থাদির মধ্যে জ়াদু-ল্‌ 'আরিফিন্‌ (জ্ঞানীর খোরাক), ও কিতাব্‌-ই-অস্‌রার্‌ (রহস্যমালার গ্রন্থ) বিশেষ প্রসিদ্ধ। তা'ছাড়া রিসালহ্‌-ই-দিল্‌ ব জান্‌ (মন ও আত্মা বিষয়ক পুস্তিকা), কুন্‌জু-ল্‌-সালিকিন্‌ (সুফী পথিকদের রত্ন ভাণ্ডার), মঃহব্বৎ-নাম (প্রেম পুস্তিকা), ইলহি-নাম (খোদা বিষয়ক পুস্তিকা) ও রিসালহ্‌-ই-মক্‌লাৎ (উপদেশ সংগ্রহ) প্রভৃতি অনেক পুস্তকের উল্লেখ তাঁহার নামে র'হয়াছে। সরল, সরস, চিত্তাকর্ষক ও ছন্দিত গদ্য সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার 'মনাজাৎ' (প্রার্থনা সমূহ) চিরস্মরনীয় থাকিবে। 'অব্দুল্‌ রঃহমান্‌ স্বল্লমীর তবকাৎ-অল্‌-স্বোফীহ্‌' (সুফী জীবন সংগ্রহ) তিনি প্রাচীন হেরাতের উপভাষায় সঙ্কলন করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সুফী কবি জামী তাঁহার 'নফঃহাৎ-অল্‌ উন্স' নামক সুফী জীবন সংগ্রহে এই পুস্তকেরই ফারসী ভাষায় তরজমা করিয়াছেন ও ইহাতে আরো কয়েকটি সুফী-জীবন যুক্ত করিয়া দিয়াছেন মাত্র। আমাদের আলোচ্য সুফী কবির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে স্‌অদীর গুলিস্তানের ন্যায় তিনিই সর্বপ্রথম কবিতা ও গদ্যের একত্র সংমিশ্রণে পুস্তকাদি লিখিতে যত্নবান হন।

নিম্নে কবির উপদেশ সংগ্রহ (রিসালহ্‌-ই-মক্‌লাৎ) হইতে কয়েকটি উপদেশ নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত হইল, "তুমি যাহার অভ্যাস করিবে তাহারই উপযুক্ত হইবে। কোন বিষয় কথায় প্রকাশিত হইলেই, উহার মূল্য লাঘব হইয়া যায়। বন্ধুকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু মন হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যায় না। মহান খোদাতালা দেখেন কিন্তু প্রকাশ করেন না, মানুষ না দেখিয়াই প্রকাশ করিতে যত্নবান হয়। এমন ভাবে জীবন যাপন কর যাহাতে প্রশংসা পাইতে পার ও এমন ভাবে প্রাণত্যাগ কর যাহাতে (খোদার) অনুগ্রহ পাইতে পার।—যদি হাওয়া (বায়ু বা কামনা) র দিকে

ধাবিত হও, তাহা হইলে তুমি মাছির তুল্য, যদি স্রোতের দিকে ধাবিত হও, তাহা হইলে তুমি জঞ্জাল তুল্য; মনকে নিজের বশীভূত কর, যদি মানুষ হইতে চাও (অগর বর্ হওআ পরী মগ্সী বাশী, অগর্ বর্ রূয় আব্ বরী খসী বাশী, দিল্ বদস্ত্ আর্ তা কসী বাশী)।

দর রাহ-ই-খুদা দূ ক'বহ্ আমদ্ হাস্বিল্।
য়ক্ ক'বহ্-ই-স্বূরৎ-অস্ত্ য়ক্ ক'বহ্-ই-দিল্॥
তা বতবানী জি.য়ারৎ-ই-দিল্হা কুন্।
কাফ্জূ.ন্ জ. হজ.ার্ ক'বহ্ আমদ্ য়ক্ দিল্॥

[খোদার পথে দুই কাবা (মুসলমানগণ মক্কায় অবস্থিত কাবার দিকে লক্ষ্য করিয়া নমাজ করেন) দৃষ্ট হয়; এক বাহ্যিক কাবা, আর এক মনের কাবা। যতদূর সম্ভব মনের কাবা দেখিতে যত্নবান হও, কারণ বাহ্যিক হাজার কাবা হইতে মনের এক কাবাই শ্রেয়ঃ।]

অন্স্বারীর মনাজাৎ (নমাজ বা প্রার্থনা সমূহ) হইতে ২।১টি প্রার্থনার নমুনা দেওয়া যাইতেছে—'হে আল্লা, আব্দুল্লাকে তিনটি বিপদ হইতে উদ্ধার কর—শয়ত্বানী সন্দেহ, দৈহিক ইন্দ্রিয়-কামনা ও নির্বোধের অহঙ্কার (ইলহী 'অব্দু-ল্ল রা অজ. সিহ্ আফৎ নিগাহ্দার্, অজ. ৱস্ৱস্-ই-শয়ত্বানী, অজ. হৱাজিস্-ই-জিস্মানী ৱ অজ. ঘরূর্-ই-নাদানী)।

হে আল্লা, তোমার স্মরণ ব্যাতিরেকে সকল আনন্দই মিথ্যা প্রবঞ্চনা মাত্র, এবং তোমার স্মরণ দ্বারা সকল দুঃখ আনন্দে রূপান্তরিত হয়—ইলহী, হম শাদীহা বী (বা বে) ইয়াদ্-ই-তূ ঘরূর্-অস্ত্ ৱ হম ঘম্হা বাইয়াদ্-ই তূ সরূর।

'অব্দুল্ল অনেক রুবায়ি কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার একটি রুবায়ি উদ্ধৃত হইল।

দর্ 'ইশ্ক্-ই-তূ গহ্ পস্ত্ ৱ গহী মস্ত্ শুরম্।
ৱ জ.্ ইয়াদ্ ই-তূ গহ্ নীস্ত্ ৱ গহী হস্ত্ শুরম্॥
দর্ পস্তী ৱ মস্তী অর নগীরী দস্তম্।
য়ক্ বারগী অয় নিগার্ অজ.্ দস্ত্ শুরম্॥

[তোমার প্রেমে আমি নিজকে সময় সময় বিসর্জন করিয়া ফেলি, আবার প্রেমে অধীর হইয়া যাই। তোমার স্মরণে আমার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই, আবার

আমার অস্তিত্ব (সঠিক) হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই আমার উন্মত্ততা ও লয়ের মধ্যে যদি তুমি আমার সহায় না হও, তাহা হইলে, হে আমার প্রিয়, আমি আমার খেই একেবারে হারাইয়া ফেলিব।]

সনায়ী—অবুল্-মজ্‌দ্ মজ্‌দূদ্ বিন্ আদম্ সনায়ী একাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার যৌবনের প্রথম ভাগেই গ্বজ.নবীর রাজদরবারে যোগদান করেন এবং গ্বজ.নবীয় সম্রাটদের বিশেষ করিয়া বহ্‌রাম্ শাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রশংসা সূচক কবিতা'দ লিখেন। তৎপর তিনি হজ্ ভ্রমণে বহির্গত হন এবং খোরাসান প্রদেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান। এই ভ্রমন পথে তাঁহার অনেক দর্‌বীশ্ (বা দর্‌বেশ্) ও স্থফীর সহিত দেখা হয় এবং তাঁহাদের সান্নিধ্য, আলাপ-আলোচনা ও উপদেশাদির ফলে তাঁহার মনের এক গভীর পরিবর্ত্তন আসে। ফলে শেষ জীবনে তিনি একজন উচ্চ-দরের স্থফী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং নির্জনে বসবাস করিতে থাকেন। এই সময়েই তিনি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাদি লিখেন। তাঁহার অনেক গ্রন্থেরই উল্লেখ আমরা পাই, তন্মধ্যে ':হদীকতু-ল্ :হকীকৎ' ও দীবান্ (কাব্যগ্রন্থ) পুস্তক দ্বয়ই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

:হদীকতু-ল্-:হকীকৎ একটি মস্‌নবী কাব্য। ইহা দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ১০ হাজার বয়ৎ এর সমষ্টি। ইহাতে স্থফীতত্ত্ব গল্প ও উপদেশের মধ্য দিয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে আছে খোদার তৌ:হীদ্ (বা ঐক্য), পয়ঘম্বর্ ও আওলিয়াদের প্রশংসা, বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ ও আধ্যা'ত্মক রহস্যের প্রতি প্রেরণা এবং এই আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধীয় নানা স্থফীধর্ম বিষয়ক আলোচনা। তাছাড়া আছে কবির নিজের অবস্থার বর্ণনা ও সম্রাট বহ্‌রাম্‌শাহ্‌র সময়ের অবস্থা ও তাঁহার পারিপার্শিক বিষয় সমূহের ইতি-বৃত্ত। ই. জি. ব্রাউন্ সাহেবের মতে :হদীক একটি নিরস কবিতা, যদিও আমরা দেখিতে পাই যে ইহাতে নানা স্থফীতত্ত্বই বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থফী কবি মৱলানা রূমী তাঁহার বিখ্যাত মস্‌নবী-ই-মনবীতে সনায়ি সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,

তরক্--জুশী কবুদ-অন্ নীম্ খাম্।
অজ, :হকীম্-ই-ঘজ্‌নবী বশনূ তমাম্॥

[আমাদের লেখনী হইতে প্রেমোন্মত্তার প্রকাশ পায় নাই, ঘজ্‌নীর মহান পুরুষ (অর্থাৎ সনায়ি) এর লেখনীতে সেই রূপ সার্থক হইয়াছে।]

হকীম্ সনায়ি বলিতেছেন,

ইব্‌লহী দীদ্ উশ্‌তরী ব-চরা।
গুফ্‌ৎ নক্‌শৎ হম কঝ্-অস্ত্ চিরা॥
গুফ্‌ৎ উশ্‌তর্ কি অন্দরীন্ পয়কার্।
'অয়ব্-ই-নক্কাশ্ মীকুনী হুশ্‌দার॥
দর্ কঝ্-ই-মন্ মকুন্ ব'অয়ব্ নিগাহ্।
তু জ. মন্ রাহ্-ই-রস্ত্ রফতান্ খ্বাহ্॥

[এক নির্বোধ এক উষ্ট্রকে মাঠে চরিতে দেখিয়া বলিল, 'তোমার আকৃতি বক্রাকার কেন? উষ্ট্র উত্তরে বলিল, আমার এই বাহ্যিক আকৃতিতে স্রষ্টার দোষ খুঁজিতেছ, সাবধান। আমার বক্রতার প্রতি বক্রদৃষ্টি হইও না; তুমি আমার নিকট সোজা পথে চলিবার উপায় জানিতে চেষ্টা কর।]

এই কবিতাংশের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে বাহ্যিক চালচলন বা দোষ ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া (কারণ সকলই খোদাতালার সৃষ্টি), আমাদের উচিত সোজা পথে চলিয়া আল্লার উপলব্ধি লাভ করা। কিন্তু এই উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে কেবল উপদেশ বা আলোচনায় কিছু লাভ নাই—সেইজন্য চাই প্রকৃত সৎকাজ। তাই কবি গাহিয়াছেন,

তু বগুফ্‌তার্ ঘির্রা-ই শব্ব রূজ.।
লীক্ ম'লুম-ই-তু নগুশ্‌ৎ ইম্‌রূজ্॥
বীশ্ মশনূ জ. নীক্ ব বদ্ গুফ্‌তার্।
আন চি বশনীদী বকার দর্ আর্॥
দানিশৎ হস্ত্ কার্ বস্‌তন্ ই-তু।
খন্‌জ.রৎ হস্ত্ স্বফ্ শিকস্তন্-ই-তু॥
'ইল্‌ম্ বা কার্ সূদ্ মন্দ্ বুৱদ্।
'ইল্‌ম্ বীকার্ পায়বন্দ্ বুৱদ্॥

[রাতদিন আলাপ আলোচনাতেই ব্যাপৃত রহিয়াছ, কিন্তু (ইহার অনর্থকতা) এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না। ভালমন্দ আলোচনা নিয়া

বেশী ব্যাপৃত না থাকিয়া, যাহা শুনিয়াছ তাহাই কাজে ফুটাইয়া তুলিতে যত্নবান হও। কাজ বা উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই তোমার এই জ্ঞান—তোমার শরীর (বা নীচপ্রবৃত্তিকে) ধ্বংস করিবার জন্যই তোমার এই (জ্ঞানরূপ) অস্ত্র। কর্ম মিশ্রিত জ্ঞানই ফলদায়ক হয়, (কিন্তু) কর্ম বিহীন হইলে ইহা বন্ধনের কারণ হয়।]

'হদীক'র তুলনায় তাঁহার দীবান্ সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহাতে ১২ হাজারের উপর বয়ৎ বর্তমানে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কথিত আছে ইহা প্রথমে প্রায় ৩০ হাজার বয়ৎ এর সমষ্টি ছিল। ইহাতে সকল রকম জ্ঞানগর্ভ কবিতাই রহিয়াছে; যেমন, কসীদ, গজ.ল্ ও রুবায়ি। দীবান্ এর সুফীতত্ত্ব আলোচনা হইতেই সম্যকভাবে সনায়িকে রূমীর কথায় বলা যাইতে পারে যে "তিনি সুফীতত্ত্বের দুই চক্ষু (সনায়ি দূ চশ্‌ম্-ই-উ) ছিলেন'। তাঁহার কসীদ হইতে প্রতীয়মান হয় যে আরবী সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁহার কসীদ তে আরব্য কবিদের, যেমন ফরজ.দক্ ও জরীর, ছাড়া মনূচহরী, ফরুরুখী প্রভৃতি ফারসী কবিদের অনেক প্রশংসা রহিয়াছে এবং এই সকল চিন্তা-ধারার মধ্য দিয়া সনায়ি নিজের সুফীতত্ত্ব প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন,

হাল্ বা শ'অর্-ই-ফরুরুখী আরীম্।
রক্স্ বর্ শ'অর্-ই-বু-ল্ ফতূহ্ কুনীম্॥

[আমার বিমোহন ভাব ফারুরুখীর ভাষায় প্রকাশ করিব এবং তাঁহার বু-ল্ ফতুহ্ কবিতার উপর প্রেম নৃত্য করিতে থাকিব।]

তিনি আরো বলিয়াছেন,

কি ইয়ারব্ মর্ সনায়ি রা সনায়ি দিহ্ তূ দর্ হিক্‌মৎ।
চুনান্ কজ্. রয় বরশ্ক্ আয়দ্ রবান্-ই-বু-'অলী সীনা॥

[হে প্রভু, সনায়িকে তোমার জ্ঞানের আলো দান কর, এমন ভাবে দাও যে ইব্‌ন্-ই-সীনা পর্য্যন্ত হিংসা পরবশ হয়।]

তাঁহার নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

মন্ অজ্. আতশ্-ই-'ইশ্‌ক্ হম নরম্ গর্‌দম্।
অগর্ চি জ. পুলাদ্-ই-সখ্‌ৎ অস্ত্ নাদম্॥

মনম্ বন্দ-ই-'ইশ্‌ক্ তা জি.ন্দ বাশম্ ।
অগর্ চি জ. মা দর্ মন্ আজ.াদ্ বাশম্ ॥
জ. নীক্ ব বদ্-ই-ঈন্ ব আন্ ফারিঘম্ মন্ ।
বরীন্ নি'অমৎ য়জ.দ্ জি.য়াদৎ কুনাদম্ ॥
ব-হর্ ঃহাল্ ব হর্ কার্ আয়দ্ ব পীশম্ ।
খুদাবন্দ্ বাশদ্ দর্ আন্ ঃহাল্ ইয়াদম্ ॥
জ. কস্ খয়র্ ব খুশী নবাশদ্ নখ্বাহম্ ।
বদান্‌চম্ বুরদ্ হম খল্‌ক্ রাদম্ ॥

[যদিও আমার প্রকৃতি শক্ত ইস্পাতের তৈয়ারী, আমি ভালবাসার আগুনে নমনীয় হইয়া গিয়াছি। যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত থাকিব, ভালবাসার দাস হইয়া থাকিব, যদিও আমাদের (প্রবৃত্তি) হইতে আমি (সকল সময়ই) মুক্ত। আমি ইহা ভাল ও উহা মন্দ, (এরূপ বিচার) হইতে মুক্ত—খোদা এই অনুগ্রহ আমাকে যথেষ্টই দান করিয়াছেন। যে অবস্থা ও বিপর্য্যয়ই আমার সম্মুখে আসুক, খোদা আমার স্মৃতিপথে সকল অবস্থায়ই জাগরিত আছেন। আমি কাহারো নিকট ভাল কি সুখ কামনা করি না, সেই জন্যই অন্যান্য জীব হইতে আমার পার্থক্য।]

সনায়ি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, এবং তকী কাশীর মতে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

শেখ্ 'অত্তার্—শেখ্ ফরীদু-দ্দীন্ মঃহম্মদ 'অত্তার্ একজন শ্রেষ্ঠ সুফী কবি। তিনি নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে—তিনি ১২ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং সন্‌জর্ এর রাজত্বের শেষভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় একশত বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই সুফী ও সাধকদিগের নিকট হইতে তত্ত্বানুসন্ধানে যত্নবান হন এবং পরে একজন শ্রেষ্ঠ সুফী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন; তাঁহার গ্রন্থরাজি দৃষ্টে অনুমিত হয় যে তিনি মিশর, দামস্কস, মক্কা, ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান, প্রভৃতি নানাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকও ছিলেন, এবং এই জন্যই তিনি তাঁহার কবি নাম 'অত্তার্ গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে তাঁহার ইলহীনাম ও মস্বীবৎনাম নামক গ্রন্থদ্বয় তাঁহার চিকিৎসালয়েই তিনি প্রথম

লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কবি আরো উল্লেখ করিয়াছেন যে প্রত্যেক দিন প্রায় ৫০০ লোককে তাঁহার ঔষধ বিতরন করিতে হইত।

তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট যে প্রসিদ্ধ সুফীগণের অনেকেই তাঁহার প্রশংসা ও সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। মৌলানা রুমী বলিয়াছেন,

হফ্‌ৎ শহর্‌-ই- 'ইশ্‌ক্‌রা 'অত্তার্‌ গশ্‌ত্‌।
মা হনূজ্‌. অন্দর্‌ খম্‌-ই-যক্‌ কূচ-য়ম্‌॥

['অত্তার প্রেমের সপ্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়াছেন, আমরা এখনো (প্রেমের) গলির এক কোণেই অবস্থিত আছি।]

অথবা,

'অত্তার্‌ রূঃহ্‌ বুদ্‌ ব সনায়ি দূ চশ্‌ম্‌-ই-উ।
মা অজ্‌. পয় সনায়ি ব 'অত্তার আমদীম্‌॥

['অত্তার (সুফী-তত্ত্বের) আত্মা ও সনায়ি ইহার দুই চক্ষু, আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছি মাত্র।]

চতুর্দশ শতাব্দীর 'অলা-উদ্দৌল সাম্‌নানী নামক আর একজন সুফী কবি বলিয়া গিয়াছেন,

সির্‌রী কি দরূন্‌-ই-দিল্‌-ই-মরা পয়দা শুদ্‌।
অজ্‌. গুফ্‌ৎ-ই-'অত্তার ব জ. মৌলানা শুদ্‌॥

[যে গোপন তত্ত্বের বিষয় আমার মনে উদয় হইয়াছে, ইহা কেবল 'অত্তার ও রুমীর উপদেশাদি হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি।]

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁহার জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি কখনো কাহারো প্রশংসা করিয়া সহায় সম্পদ লাভের চেষ্টা করেন নাই। তিনি নিজেই বলিতেছেন,

ব-'উম্‌র্‌-ই-খীশ্‌ মদঃহ-ই-কস্‌ নগুফ্‌তম্‌।
দুর্‌রী অজ্‌. বহর্‌-ই-দুনিয়া মন্‌ নসুফ্‌তম্‌॥

[আমার জীবনে আমি কাহারো স্তুতি গান করি নাই, পার্থিব সম্পদের জন্য মুক্তার মালা (বা কবিতা) গাঁথি নাই।)

তাঁহার গ্রন্থরাজি ও কাব্যাদির সংখ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট অত্যুক্তি হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে তিনি প্রায় একশতের অধিক গ্রন্থাদি লিখিয়াছিলেন

বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ইলহি-নাম ও মস্নবীবৎ-নাম ছাড়া আমরা মাত্র আর কয়েকটি কাব্যের উল্লেখ দেখিতে পাই ; যেমন. পন্দ্-নাম, খসরূ-নাম, আস্‌রার্-নাম, জ.বাহরনাম, মুখ্‌তার্-নাম. লিসানু-ল্-ঘয়ব্ ইত্যাদি। কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার বিখ্যাত মস.নবী কবিতা 'মুন্‌ত্বিকু-ৎ ত্বয়র্ (পাখীদের আলোচনা), কস্বীদ ও ঘজ.ল্ সম্বলিত দীবান্ ও তধকিরতু-ল্-অওলিয়া (সাধক-জীবনী) নামক গদ্য সাহিত্য লিখিয়া।

'মুন্‌ত্বিকু-ৎ-ত্বয়র্' সুফীদের নিকট একটি অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে সুফীতত্ত্ব ও দর্শন রূপক-বর্ণনা দ্বারা বেশ নিপুনতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। ইহার আখ্যান ভাগ সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়—একদিন সকল পাখী সমবেত হইয়া বলিল যে যখন সকল দেশে রাজা রহিয়াছে আমাদের ও নিশ্চয়ই কোন রাজা আছে, তাই আমাদের তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা উচিত। তখন পাখীদের সংবাদ-বাহক (বা পয়ঘম্বর) হুদ্‌হুদ্ নিবেদন করিল যে প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরও একজন রাজা আছেন এবং তাঁহার নাম 'সী মুর্ঘ্'। 'হুদ্‌হুদ্' তাহাদের রাজা সীমুর্ঘ্ এর নিকট পথ দেখাইয়া নিয়া যাইতে এই সর্ত্তে রাজী হইল যে তাহারা এই দীর্ঘপথের সকল দুঃখকষ্ট ও নানারকম অসুবিধা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু যাত্রাপথে দেখা গেল যে কেবল ৩০ জন পাখী (সীমুর্ঘ্) অগ্রসর হইয়া আসিল, অন্যান্য সকলে নানা ওজর ও অসুবিধা দেখাইয়া এই ভ্রমণ হইতে বিরত রহিল। এই ত্রিশটি পাখী হুদ্‌হুদের নেতৃত্বে বিপদসঙ্কুল সাতটি উপত্যকা পরিভ্রমণ করার পর সীমুর্ঘ্ এর রাজদরবারে উপস্থিত হইল। এই সাতটি উপত্যকার নাম করা হইয়াছে, ত্বলব্ (অনুসন্ধান), 'ইশ্‌ক্ (প্রেমাকর্ষণ), ম'রিফৎ (জ্ঞান), ইস্তিঘ্‌না (নির্ভয় বা স্বাধীনতা), তৌঃহীদ্ (ঐক্য), ঃহয়রৎ (বিস্ময়) ও ফণা (আত্মোৎসর্গ)। যখন এই ত্রিশটি পাখী সীমুর্ঘ্ এর সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহাদের মনে হইল যেন তাহারা একটি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহারা সীমুর্ঘ্ কে দেখিতে গিয়া, তাহাদের নিজকেই দেখিতে পাইল। তাহারা তখন বুঝিতে পারিল যে সেই সীমুর্ঘ্ আর কেহ নহে, তাহাদের নিজেদেরই পরমরূপ। এই রূপক সুস্পষ্ট। পাখীদের মানুষের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সীমুর্ঘ বা খোদাতালা তাহাদের সর্বময় কর্ত্তা। হুদ্‌হুদ্ হইল তাহাদের নেতা বা পয়ঘম্বর—খোদা সান্নিধ্যে লইয়া যাইবার উপযুক্ত পথপ্রদর্শক। মানুষ

অজ্ঞানতা বশতঃ খোদাকে বাহিরে খুঁজিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন সে খোদার সান্নিধ্য লাভ করে, তখন সে বুঝিতে পারে যে খোদা তাহাদের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন। কবি গাহিয়াছেন,

চূন্ নিগাহ্ করদন্দ্ ঈন্ সীমুরঘ্ জ.দ্।
বীশক্ ঈন্ সীমুরঘ্ আন্ সীমুরঘ্ বুদ্॥

[যখন এই ত্রিশটি পাখী কালক্ষেপ না করিয়া (আয়নার প্রতি) লক্ষ্য করিল, তখন তাহারা নিশ্চিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে সীমুরঘ্ ও ত্রিশটি পাখী বস্তুতঃ এক।]

খোদাকে উপলব্ধি করিবার পথে সাতটি উপত্যকা সাতটি অবস্থা মাত্র, যাহার মধ্য দিয়া খোদাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই পথে প্রথম অবস্থা হইল, তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছা বা অনুসন্ধিৎসা। কারণ যে প্রকৃতই জানিতে ইচ্ছুক, সেই খোদাকে লাভ করিতে পারিবে (জুরীন্দ ইয়াবন্দ শুরদ্)। সেইজন্য প্রথম মক্‌কাম্ (বা অবস্থা) র নাম দেওয়া হইয়াছে, ত্বলব্। কবি এই মকাম্ সম্বন্ধে বলিতেছেন,

জদ্ র জহদ্ ঈন্‌জা বায়দ্ সাল্‌হা।
জ.ান্‌কি ঈন্‌জা কল্‌ব্ গর্‌দদ্ ঃহাল্‌হা॥
মাল্ ঈন্‌জা বায়দৎ অন্দাখ্‌তন্।
মুল্‌ক্ ঈন্‌জা বায়দৎ দর্‌বাখ্‌তন্।

[অনেক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা ও উদ্যমের পর এই অবস্থায় পৌঁছা যায়। কারণ এই অবস্থায় পূর্ব অবস্থাসমূহের একেবারে পরিবর্তন হয়। ধন সম্পত্তি এখানে পরিত্যাগ করিতে হইবে ও খেলার পুতুলের ন্যায় ছাড়িয়া আসিতে হইবে।]

দ্বিতীয় মকাম্ এর নাম 'ইশ্‌ক্ (ভালবাসা বা প্রেমাকর্ষণ)। মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা আসার পরই, সে খোদার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং শীঘ্রই তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহাকে পাইবার জন্য সকল দুঃখ কষ্টকেই সে তখন নগণ্য মনে করে এবং খোদার চিন্তাতেই সে সকল সময় ব্যাপৃত থাকে। তখন আর তাহার অন্য কোন চিন্তা নাই, তাহার ভবিষ্যতে কি হইবে

না হইবে, এই ভাবিয়া আর কখনো অস্থির হয় না। কবির ভাষায়ও ইহাই ধ্বনিত হইতেছে,

ব'অদ্ অজ়্ আন্ ৱাদী-ই-ইশ্ক্ আমদ্ পদীদ্।
ঘর্ক্-ই-আতিশ্ শুদ্ কসী কান্‌জা রসীদ্॥

[তারপর প্রেমের উপত্যকা সম্মুখে দেখা গেল,—যে এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে ভালবাসার আগুনে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যায়।]

তৃতীয় মক্কাম্ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

সঈর্-ই-হর্ কস্ তা কমাল্-ই-উ বুৱদ্।
ক্বুর্ব্-ই-হর্ কস্ ঃহস্ব্-ই-ঃহাল-ই-উ বুৱদ্॥
ম'রিফৎ ঈন্‌জা তফাৱৎ ইয়াফ্তহ্।
ঈন্ য়কী মঃহ্ৱাব ৱ্ আন্ বুৎ ইয়াফ্তহ্॥
স্বদ্ হজ়াৱান্ মৱ্দ্ গুম্ গৱ্দদ্ মদাম্।
তা য়কী অসৱার্ বীন্ গৱ্দদ্ তমাম্॥
ঃহস্ত্ দায়ম্ স্থলত্বানৎ দর্ ম'রিফৎ।
জঃহদ্ কুন্ তা ঃহাস্বিল্ আয়দ্ ঈন্ স্বিফৎ॥

[প্রত্যেকরই লক্ষ্যপথ তাহার আদর্শ পর্য্যন্তই পৌঁছিবে—অবস্থার প্রাপ্তি অনুযায়ীই মানুষ ইহার নৈকট্য লাভ করে। এখানেই জ্ঞানের পার্থক্য দেখা যায়; একজন মিহরাবের প্রতি আর একজন মূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। শত শত মানুষ এখানে বিপথগামী হইতেছে—দুই একজনই ইহার গূঢ় রহস্য সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারে। জ্ঞানের সর্বময় প্রভুত্ব চিরকালই বর্তমান রহিয়াছে, কেবল চেষ্টা দ্বারাই এই গুণের প্রকৃত রূপ জানা যাইতে পারে।]

মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা অনুযায়ীই তাহার আদর্শের প্রতি ধাবিত হইতেছে; যতই সে অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে। তখন সে আর পার্থিব কোন বিষয়ের প্রতিই আকৃষ্ট হয় না। সে তখন নির্ভয়—দুনিয়ার কাহাকেও তাহার ভয় নাই। তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়া গিয়াছে। তাহার সম্মুখে অবস্থিত দুনিয়াকে একটি মাটির স্তূপ মাত্র মনে হয়। তাহাকে ইহার মধ্যে বাহ্যিক লিপ্ত থাকিতে হয়ত দেখা যায়, কিন্তু ইহার কোন কিছুতেই সে আকৃষ্ট হয় না। কবির চতুর্থ মক্কাম্ ইস্তিঘ্‌নাতে এইরূপ বর্ণনাই আমরা দেখিতে পাই।

দীদ বাশী কান্ :হকীম্-ই-পুর্ খিরদ্।
তখ্‌ৎ-ই-খাক্ আৱরদ্ দর্ নীশ্-ই-খুদ্॥
পস্ কনদ্ আন্ তখ্‌ৎ পুর্ নক্‌শ্ ব নিগার্।
স.াবিৎ ব সয়ার্ আরদ্ আশকার্॥
... ...
স্বুরৎ-ই-ঈন্ 'আলম্ পুর পীচ্ পীচ্।
হস্ত্ হম্‌চুন্ স্বুরৎ-ই-আন্ তখ্‌ত হীচ্॥

[তুমি সেই জ্ঞানবান পুরুষকে দেখিতে পাইবে যে তিনি তাঁহার সম্মুখে ঢেলা লইয়া বসিয়া আছেন। তৎপর ইহাতে নানারকম নক্‌সা বা চিত্র আঁকিতে থাকেন—বাহ্যিকভাবে স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উভয় রকম রূপই এখানে দৃষ্ট হয়।...কিন্তু এই পৃথিবীর গঠন একেবারে ফাঁকা—ইহা সেই মাটির ঢেলার ন্যায় একেবারে অস্তিত্ব হীন।]

তারপর যখন সে পঞ্চম মকাম্ বা অবস্থায় পৌঁছে, তখন খোদার বান্দা বুঝিতে পারে যে এই দুনিয়ার কিছুই স্থায়ী নয়—কেবল এক সেই খোদাই বিরাজমান; তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। আমি, তুমি প্রভৃতি সেই একের মধ্যে মিলিত হইয়া গিয়াছে এবং বান্দা তখন সমস্ত জিনিষের মধ্যে এক খোদাকেই কেবল দেখিতে পায়। এই অবস্থার নাম হইয়াছে তৌ:হীদ্। কবি বলিতেছেন,

চূন্ য়কী বাশদ্ হমী নবাশদ্ দুয়ী।
হম্ মনী বর্ খীজ.দ্ ঈন্‌জা হম্ তুয়ী॥

[যখন ঐক্যর প্রতিষ্ঠা হইবে, তখন দ্বৈতভাব থাকিতে পারে না—আমি তুমি উভয়ই এই অবস্থায় লোপ পায়।]

ষষ্ঠ অবস্থা :হয়রৎ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

মর্দ্-ই-:হয়রান্ চূন্ রসদ্ ঈন্ জায়গাহ্।
দর্ ত:হয়ুর্ মানদ্ ব গুম্ কর্‌দহ্ রাহ্॥
গুম্ শুবদ্ দর্ রাহ্-ই-:হয়রৎ ম:হব ব মাৎ।
বীখবর অজ. বুদ্-ই-খুদ্ ব্রজ.্ কায়নাৎ॥

[বিস্ময়াবিভূত ব্যক্তি যখন এই অবস্থায় পৌঁছে, সে তখন বিস্ময়াপ্লুত ও নিজের অবস্থা বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর তাহার কোন খেয়াল নাই। এই বিস্ময়াপ্লুত পথে সে নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাহার অস্তিত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত

হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর তাহার কোন জ্ঞানই থাকে না।]

সপ্তম বা শেষ মকাম্ এ আমরা দেখিতে পাই মানুষ তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত আমিত্ব খোদাতালার অস্তিত্বের নিকট বিসর্জন করিয়াছে। তাহার নিজের বলিতে আর কিছু নাই। কিন্তু সে সমস্ত হারাইয়াও কিছু হারায় নাই। খোদার-অস্তিত্বে লুপ্ত হইয়া সে তাহার নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন,

হর্ কি দর্দরিয়া-ই-কুল্ গুম্ বুদ-অস্ত্।
দায়মন্ গুম্ বুদ্ ব আসূদ শুদ্॥
হর্ কি উ রফ্‌ৎ অজ়্ মিয়ান্ ইনক্ ফনা।
চূন্ ফনা গশ্‌ৎ অজ়্ ফনা ইনক্ বকা॥

[যে কেহ সেই পূর্ণ সমুদ্রে নিজকে হারাইয়া ফেলিয়াছে, যদিও চিরকালের জন্য নিজকে হারাইয়াছে, কিন্তু চিরশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। যে নিজকে হারাইয়া 'ফনা' অবস্থায় পৌছিয়াছে—তাঁহার এই 'আত্মোৎসর্গ' অবস্থার ও আর তাহার কোন খেয়াল নাই। ইহাই বকা (বা নিত্যত্ব) অবস্থা।]

মুন্তিকু-ৎ-ত্বয়র্ প্রায় ৪৬০০ বয়ৎ এর সমষ্টি। ইহা অনেক ভাষায়ই অনুবাদিত হইয়াছে। ইহার ভাষাও অতি সরল ও সুন্দর। ইহা রমল্ ছন্দে[১] লিখিত।

'অত্তারের দীবান্‌ও মুন্তিকু-ৎ-ত্বয়র্ এর ন্যায় যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাঁহার কসীদ সমূহ কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা বা স্তুতি নহে—কবি এখানে খুদার প্রশংসাও তাঁহার ঐক্যের বর্ণনা করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সত্তা লাভের উপায়সমূহও নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে অনেক গভীর চিন্তাপূর্ণ উপদেশও আছে।

তাঁহার ঘজ়ল্ সমূহ গভীর প্রেমপূর্ণ এবং সকল সময়ই সুফী চিন্তাধারা অনুযায়ী গীত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন,

গুম্ শুদন্ ব বীখুদী-স্ত্ রাহ্-ই-খরাবাৎ।
তূশহ্-ই-ঈন্ রাহ্ জুজ়্ ফনা নতবান্ কর্দ্॥

---

১ বহ্‌র্-ই-রমল্ এগার অক্ষরে গঠিত, প্রথম দুইটি গণের প্রত্যেক চারিটি অক্ষরের মধ্যে কেবল দ্বিতীয়টি হ্রস্ব ও অন্য তিনটি দীর্ঘ; এবং তৃতীয় গণের তিনটি অক্ষরের মধ্যে দ্বিতীয়টি ছাড়া অন্য দুইটি দীর্ঘ (— ✓ — —। — ✓ — —। — ✓ —)।

লা শর অগর্ ‘অজ্‌ম্ মী কুনী তূ ব-বলা।
জ.ান্ কি চুনীন্ ‘অজ্‌ম্ জুজ.্ ব-‘লা’ না তরান্ কর্‌দ্ ॥

[মদ্যশালার (প্রেমময় খোদাতালার) পথ হইল নিজকে হারাইয়া ফেলা ও নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাওয়া—ফনা (আত্মোৎসর্গ) ছাড়া ইহার আর কোন পাথেয় নাই। যদি তোমার ঊর্দ্ধগামী হইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ‘লা’ (অনস্তিত্ব) হও। কারণ এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ‘লা’ ছাড়া সিদ্ধ হইবার উপায় নাই।]

অন্য একটি ঘজ.লে দেখিতে পাই,

হর্ কি রা ধর্রহ্-ই-রজূদ্ বুরদ্।
পীশ্-ই-হর্ ধর্রহ্-ই সজূদ্ বুরদ্ ॥
নহ্ হমহ্ বুৎ জ. জ.র্ র সীম্ বুরদ্।
কি বুৎ রচ্ ররান্-ই-রজূদ্ বুরদ্ ॥
দর্ :হকীকৎ চু জুম্লহ্ য়ক্ বুদস্ত্।
পস্ হমহ্ বূদহা নবূদ্ বুরদ্ ॥
মুক্ত্র-ই-আতিশ্-অস্ত্ দর্ বাত্বিন্।
দূদ্ দীদন্ অজ্.-উ চি সূদ্ বুরদ্ ॥

[যাহার মধ্যে অস্তিত্বের অংশ বিদ্যমান, সে প্রত্যেক অংশের নিকটই মাথা নত করিবে (অথবা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে)। পৃথিবীতে বিরাজমান (বা ভ্রমণশীল) প্রত্যেক মূর্তি (বা মানুষ)-ই স্বর্ণ রৌপ্যের তৈয়ারী নহে (বা ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট নহে)। বস্তুতঃ যখন সকলই এক, তখন এই (বাহ্যিক) অস্তিত্ব সমূহের কোন অস্তিত্বই নাই। ইহা প্রকৃতপক্ষে আগুণের সমষ্টি, ইহাতে ধোঁয়া দেখায় কি লাভ? (বাহ্যিক অস্তিত্বকে ধোঁয়ার সহিত ও প্রকৃত অস্তিত্বকে আগুনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং ধোঁয়া আগুনের বাহ্যিক রূপ মাত্র।]

‘অত্তারের গদ্য সাহিত্য ‘তধ্কিরতু-ল্ অঔলিয়া’ ও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নিকল্‌সন সাহেব ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় ৯৬জন সূফী সাধকের জীবন ও তাঁহাদের উপদেশাদির বর্ণনা রহিয়াছে।

ইহার ভাষাও অতি সরল ও সুমধুর। কবির মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে—তবে তিনি যে ১২২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কাহারো কাহারো মতে মোঘল্ আক্রমণের গোলযোগের সময় ১২২৯ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। নীশাপুরের দক্ষিণে 'শাদ্য়াখ্' নামক স্থানে তাঁহার সমাধি এখনো দৃষ্ট হয়।

নাস্বির্ খসুরু—ঃহকীম্ নাস্বির্ খসুরু বিন্ ঃহারিস্. কুবাদিয়ানী ১০০৩ খ্রীষ্টাব্দে বল্খ্ এর নিকটবর্তী কুবাদিয়ান্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করেন ও শীঘ্রই আরবী ও ফারসী সাহিত্য ও কবিতা ও নানাধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার 'সফর্-নামহ্ (বা ভ্রমণ কাহিনী) তে উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি যৌবনেই খজ.নবীয় সম্রাট মঃহমূদ্ ও মস্'উদ্ এর রাজদরবার দর্শন করেন এবং পরে সল্জুকীয় রাজদরবারে দবীর্ (বা লেখক) এর পদে কাজ করিতে থাকেন। যৌবনেই নানা ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার জন্য হিন্দুস্তান, আফ্ঘানিস্তান্, তুর্কীস্তান প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ 'সফরনাম' তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর এক উজ্জ্বল ইতিহাস। তিনি সাত বৎসর ধরিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই দীর্ঘ ভ্রমণ আরম্ভ হয় ১০৪৫ সনে। তিনি ঃহজাজ., এসিয়া মাইনর ও মিশর (মিস্বর) প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। মিশরে 'ইস্ম'ঈলিয়' সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং এই সম্প্রদায়ের ধর্মবিষয়ক নানা তত্ত্ব শিক্ষা ও আলোচনা করেন। পরে ইস্ম'ঈলী' ধর্মপ্রসার চেষ্টায় যত্নবান হন। কিন্তু শীঘ্রই সল্জুকীয় সম্রাটগণ তাঁহার হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। ইহা জানিতে পারিয়া আমাদের কবি কোন রকমে অব্যাহতি পান এবং গোপনে নানা দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। এই দুঃখপূর্ণ জীবনের কাহিনী ও ইস্ম'ঈলী ধর্ম ও ইহার তত্ত্ব ও দর্শন 'কিতাব্-ই-জ.াদুল্-মুসাফিরীন্ (পর্য্যটকের সঞ্চয়) নামক মস্.নবী কাব্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে তিনি খুরাসান্, মাজন্দরান্ ও ত্ব:বিস্তান্ নামক স্থানে ঘুড়িয়া বেড়ান ও সর্বশেষে বদখ্শান্ এর নিকটবর্তী 'য়ম্গান্' নামক স্থানে ১০৬৪ সনে বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তাঁহার জীবনের

শেষ তারীখ্‌ পর্য্যন্ত নির্জনে বসবাস করিয়া ১০৮৮ সনে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ইস্‌ম'ঈলী ধর্মের প্রতি আকর্ষণ হেতু যে আববাসী খলীফ ও তুর্কী সম্রাটগণ হইতে নানা দুঃখ কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহার উল্লেখ তাঁহার কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। সফর্‌-নাম ও জাদুল্‌-মুসাফিরীন্‌ ছাড়াও তিনি আরো গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, যেমন রূশ্‌নায়ি-নাম ও দীবান্‌।

নাস্বির্‌ খসরূ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার সফর্‌নাম ও দীবান্‌ দ্বারা। 'সফর্‌-নাম' একটি ভ্রমণকাহিনী। ইহা সরল গদ্যে লিখিত। ইহাতে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী ছাড়াও, তাঁহার আত্মজীবন-চরিতের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। নানা দেশ, ধর্ম, সম্প্রদায় ও বিভিন্ন লোকদের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ এখানে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৮১ সনে শেফার Schefer ইহার সংকলন ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

দীবান্‌ তাঁহার কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। যদিও ইহাতে প্রায় ৩০ হাজার বয়ৎ ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু আজকাল ইহাতে ১১ হাজারের উপর বয়ৎ বর্তমান আছে দেখিতে পাই। ইহাতে দর্শন, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কবিতা ও উপদেশপূর্ণ কবিতাংশ যথেষ্ট রহিয়াছে। তিনি কস্বীদ কবিতাতেই বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছেন, তারপর মস্‌নবী ও অন্যান্য কবিতায়। তাঁহার অধিকাংশ কস্বীদই ধর্মের গূঢ়তত্ত্বসমূহ, পার্থিব জীবনের অসারতা ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষতা বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জীবন লাভ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ও তাঁহার কবিতাতে জ্ঞানের উৎকর্ষ ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বর্ণনাই রহিয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন।

তন্‌ বজান্‌ জিন্দ অস্ত্‌ রূজান্‌ ব-'ইল্‌ম্‌।
দানিশ্‌ অন্দর্‌ কান-ই-জানৎ গরহর্‌ অস্ত্‌॥
'ইল্‌ম্‌ জান্‌-ই-জান্‌-ই-তুস্‌ৎ অয় হুশিয়ার্‌।
গর্‌ বজুয়ী জান্‌-ই-জান্‌ রা দর্‌ খূর্‌-অস্ত্‌॥

[শরীর প্রাণ দ্বারা ও প্রাণ জ্ঞান দ্বারা জীবন্ত হয়; জ্ঞান প্রাণ-খণির মূল্যবান ধাতু। হে বিচক্ষণ, জ্ঞান তোমার প্রাণের প্রাণ; প্রাণের প্রাণকেই তোমার অনুসন্ধান করা উচিত।]

কিন্তু কবির মতে কেবল জ্ঞান চর্চায় কোন লাভ নাই, যদি না ইহা কাজ ও চরিত্রের মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া উঠে। তাই কবি বলিতেছেন,

তা 'ইল্ম্ নয়ামূজ়ী নীকী নতরান্ করদ্।
বী সীম্ নয়ায়িদ্ দিরম্ ব বীজ়র্ দীনার্ ॥

[জ্ঞান লাভ না করিলে কোন ভাল কাজ করা যায় না; রৌপ্য ছাড়া দির্হাম ও স্বর্ণ ছাড়া দীনার তৈয়ার হয় না।]

তিনি আরো গাহিয়াছেন,

পন্দম্ চি দিহী নখুস্ত্ খুদ্ রা।
মঃহকুম্ কমরী জ়্ পন্দ্ দর্ বন্দ্ ॥
পন্দ্ অজ়্ ঃহকুমা পধীর্ জ়ীরাক্।
ঃহিক্‌মৎ পিদর্ অস্ত্ ব পন্দ্ ফর্জ়ন্দ্ ॥
কারী কি জ়্ মন্ পসন্দ্ নায়দ্।
বা মন্ মকুন্ আন্‌চুনান্ ব মপসন্দ্ ॥

[আমাকে কি উপদেশ দিবে? সর্বপ্রথম উপদেশ মত নিজকে দৃঢ়রূপে গঠিত করিতে সচেষ্ট হও। জ্ঞানীদের উপদেশ গ্রহণ কর, কারণ জ্ঞান পিতা ও উপদেশ তাহার পুত্র। আমার নিকট হইতে যে কাজ পছন্দ না কর, আমার প্রতি ও সেই আচরণ করিও না, (কারণ) অন্যেও ইহা পছন্দ করিবে না।]

'উমর খইয়াম্—অবু-ল্ ফতঃহ্ 'উমর্ বিন্ ইব্রাহীম্ ঈরানের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক। তিনি নীশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন ও সল্‌জুকীয় রাজত্বকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কবির পিতা ছিলেন একজন তাবুর ব্যবসাদার। কবি নিজেও তাঁহার প্রথম বয়সে তাঁহার পিতার ব্যবসার তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। খইয়াম অর্থ তাবু-নির্মাতা বা তাবুর ব্যবসাদার। এই হিসাবেই কবি তাঁহার তখল্লুস্ বা কাব্যোপাধি খইয়াম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী হইতে প্রতীয়মান হয় যে তিনি খুরাসানের বিভিন্ন স্থানে, যথা, তুস্, বল্‌খ, বুখারা মরব প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি বাঘদাদ্ শহরেও গমন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ঘজ়ালী, সম্রাট মালিক্ শাহ্ এবং তাঁহার মন্ত্রী নিজ়াম্-ল্-মুল্‌কের সহিত কবির বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল এবং ঘজালীর সহিত সুফীতত্ত্ব

নিয়া অনেক আলাপ-আলোচনাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ রাজদরবারে এবং জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের বৈঠকে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল।

কবি খইয়াম সর্ব শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং তখনকার যুগে বিশেষ করিয়া জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, রাজকীয় পঞ্জিকা গঠন ব্যাপারে মালিক্‌শাহ কর্তৃক আদিষ্ট বিদ্বৎমণ্ডলীদের মধ্যে তিনি ও একজন ছিলেন। এবং মালিক্‌শাহর পুত্র সঞ্জর তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া এক কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। জ্যামিতি, বীজগণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাহার লিখিত পুস্তকেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু সময়ের বিপর্য্যয়ে ও তাঁহার রুবায়ি কবিতাসমূহের অত্যধিক প্রসিদ্ধির ফলে, সেই সকল গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থাদি তেমন প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যসূচক অনেক আনন্দদায়ক গল্পের বর্ণনাও তদানীন্তন ঈরানীয় সাহিত্যিকগণ করিয়া গিয়াছেন।

খইয়ামের রুবাইয়াৎ (বা চতুষ্পদি কবিতাসমূহ) পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে এবং সভ্য সমাজে ইহার যথেষ্ট প্রচার এবং সুখ্যাতি লাভ হইয়াছে। চিন্তাশীল মানুষের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন স্বতঃই জাগে, 'উমর তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বলিয়াই ইহার এত লোকপ্রিয়তা। তাছাড়া মূল রুবাইয়ৎ এর ভাষাও অতি সরল, ছন্দঃগতি অতি মধুর এবং চিন্তাধারা খুব উচ্চাঙ্গের না হইলেও অতি আবেগপূর্ণ। সুফী চিন্তাধারা যথেষ্টই ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ভাবের গভীরতা হিসাবে হাফিজ, রুমী বা আত্তারের সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না।

প্রকৃতির নিয়ম ও ইহার দুঃখ ব্যথা এবং তাহার অব্যাহতির কোন উপায় না পাইয়া, তিনি অনেক আবেগপূর্ণ কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন। মানুষ প্রকৃতির সম্মুখে অসহায় ছেলের মত,—সে ভূত-ভবিষ্যতের কতটুকু খবরই বা রাখে! তাই কবি লিখিতেছেন,

দৌরী কি দর্ উ আমদন্ ব রফ্‌তন্-ই-মা অস্ত্।
উ রা নি বদায়ৎ নি নিহায়ৎ পয়দা অস্ত্॥
কস্ মী নজ.নদ্ দমী দর্-ঈন্ ম'অনী রাস্ত্।
ক্-ঈন্ আমদন্ অজ. কুজা ব রফ্‌তন্ ব-কুজা-অস্ত॥

[এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীতে আমাদের কেবল আসা ও যাওয়া (অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করা এবং প্রাণত্যাগ করা)—ইহার আদি ও অন্ত কোনটাই আমরা জ্ঞাত নই। ইহার রহস্য সম্বন্ধে কেহই সঠিক বলিতে পারে না, এই আসা কোথা হইতে এবং এই যাওয়াই বা কোথায়।]

আবার,

জ.-আম্বরদন্ ই-মন্ নবুদ্ গর্দূন্ রা সূদ্।
ব-জ.্ বুর্দন্-ই-মন্ জাহ্ ব জলালশ্ নফ্জূ.দ্ ॥
বজ.্ হীচ্ কসী নীজ.্ দূ গূ্শম্ নশনূদ।
কারবূদন্ ব বুর্দন্-ই-মন্ অজ.্ বহ্র চি অস্ত্ ॥

[আমার আগমনে (জন্মদ্বারা) এই পৃথিবীর কোন লাভ নাই এবং আমার মৃত্যুতেই ইহার কোন সমৃদ্ধি নাই। এবং কাহারো নিকট হইতেও এই কর্ণদ্বয় শুনিতে পায় নাই, এই আসা ও যাওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে।]

এই সুখদুঃখ মিশ্রিত জীবনের অসারতা ও মৃত্যুতেই ইহার পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে কবি ব্যথিত চিত্তে বলিতেছেন,

হর্ সব্জ.্ কি বর্ কিনার্-ই-জুয়ি রুস্ত-অস্ত্।
গুয়ী কি জ.্ লব্-ই-ফিরিশ্ত-খূয়ি রুস্ত-অস্ত্ ॥
পা বর্ সর্-ই-সব্জ.্ হা বখ্‌ৱারী ননহী।
ক্-আন্‌সব্জ.্ জ.্ খাক্-ই-মাহ্ রূয়ি রুস্ত অস্ত্ ॥

[যে সবুজ বৃক্ষ নদীর কিনারায় জন্ম লাভ করিয়াছে, মনে হয় ইহা সুচরিত্রার ওষ্ঠ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অবহেলার সহিত এই তৃণলতাকে আঘাত করিও না, কারণ ইহা প্রিয়বদনার ধূলিকণা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে।]

প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের উপর মানুষের কোন হাত নাই এবং সৃষ্টির রহস্য মানুষের নিকট চিরদিন অজ্ঞাতই থাকিবে, ইহা প্রকাশ করিতে যাইয়া কবি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন,

অজ রূয় ঃহকীকা নি অজ.্ রূয় মজাজ.্।
মা ল্ 'অবৎগানীম্ ব ফলক্ ল্'অবৎ বাজ.্ ॥
বাজী চি হমী কুনীম্ বর্ মুত্ব' বজুদ্।
রফ্তীম্ বস্বন্দুক্-ই-'অদম্ য়ক্ য়ক্ বাজ.্ ॥

[ইহা কোন উপমা নহে, একেবারে খাঁটি সত্য যে আমরা ক্রীড়নক মাত্র এবং প্রকৃতি ক্রীড়ক। এই সৃষ্টির ফাঁদের মধ্যে যে ক্ষণস্থায়ী খেলাই করি না কেন—আমরা একে একে অনস্তিত্বের বাক্সে প্রবেশ করিতেছি মাত্র।]

কবি ধর্মের ভাণ, কপটতা, অসত্য প্রভৃতি বিষয়েও অনেক রুবায়ি গাহিয়া গিয়াছেন। এবং প্রকৃতির উপর আমাদের কোন হাত নাই বলিয়া তিনি সকল সময় উপদেশ দিয়াছেন, যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত এবং ভূত-ভবিষ্যতের জন্য অনর্থক চিন্তা করিয়া কোন লাভ নাই।

রূজ়ী কি গু.শ্ত-অস্ত্ অজ়.্ উ ইয়াদ্ মকুন্।
ফর্দা কি নিয়ামদ অস্ত্ ফরিয়াদ্ মকুন্॥
বর্ নামদ ব গুধশ্ত বনিয়াদ্ মকুন্।
ঃহালী খুশ বাশ্ ব 'উমর্ বর্ বাদ্ মকুন্॥

[যে দিন চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর স্মরণ করিও না; যে ভবিষ্যৎ এখনো আসে নাই, তাহার জন্য দুঃখ করিও না। ভূত-ভবিষ্যতের উপর তোমার ভিত্তি স্থাপন করিও না। বর্তমান নিয়া সুখে থাক এবং জীবনকে নষ্ট হইতে দিও না।]

আবার,

বর্খীজ়.্ ব মখূর্ ঘম্-ই-জহান্ গুধরান্।
খুশ্ বাশ্ ব দমী বশাদ্মানী গুধরান্॥
দর্ ত্বব '-ই-জহান্ অগর্ উফায়ি-বূদী।
নৌবৎ বতূ খূদ্ নিয়ামদী অজ়্. দিগরান্॥

[উঠ, এবং এই ক্ষণস্থায়ী দুঃখকষ্টের জন্য চিন্তা করিও না। সুখে থাক এবং প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দে যাপন কর। যদি এই পৃথিবীর প্রকৃতিতে বিশ্বস্ততা থাকিত, তাহা হইলে তুমি যাহা পাইয়াছ তাহাও ভাগ্যে জুটিত না।]

'উমর দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয় এবং 'অরূদী সমরকন্দের মতে ১১৩৫ সনের কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আমীর্ মু'অজ্জ়ী—মু'অজ্জী নামে প্রসিদ্ধ মঃহম্মদ বিন্ 'অব্দুল্ মালিক বুর্হানী নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা 'অব্দু-ল্ মালিক বুর্হানী

সল্জুকীয় সম্রাট অল্ব্ অর্সলানের দরবারের একজন কবি ছিলেন। অল্ব্ অরসলানের পুত্র মালিকশাহর রাজত্বকালে মু'অজ্জীর পিতা প্রাণত্যাগ করেন ও মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্রের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া যান। মু'অজ্জী মালিকশাহর রাজদরবারেই বসবাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়া সম্রাটের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। মালিকশাহর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সঞ্জর সম্রাট হন এবং মু'অজ্জী সঞ্জরের রাজদরবারে আমীরুল্-শু'অরা বা রাজকবি পদে উন্নীত হইলেন।

তাঁহার দীৱান্ প্রায় ১৮৫০০ বয়তের সমষ্টি এবং তাঁহার কস্বীদ, ঘজল, ক্বিত্ব' ও রুবায়ি কবিতায় দীৱান্-ই-মু'অজ্জী রূপ লাভ করিয়াছে।

মু'অজ্জীর মৃত্যুকাহিনী অতি বিষাদপূর্ণ। কথিত আছে, একদিন সম্রাট সন্জর্ লক্ষ্যস্থির করিয়া তীর যোজনা করেন, কিন্তু তীর বিপথগামী হইয়া কবিকে আঘাত করে। ইহাতে তিনি গুরুতর ভাবে আহত হন এবং কতক দিন পর ১১২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। কবি তাঁহার এই আঘাত সম্বন্ধে নিজেই গাহিয়া গিয়াছেন,

মিন্নৎ খুদায়রা কি ব-তীর্-ই-খুদায়গান্।
মন্ বন্দহ্-ই-বীগুণ নশুদম্ কুশ্ত রায়গান্॥
মিন্নৎ খুদায়রা কি বজানম্ নকর্দ্ কস্দ্।
তীরী কি শাহ বকস্দ্ নীন্দাখ্ৎ অজ্. কমান্॥

[খোদার অসীম দয়া যে মহাত্মনদের তীর দ্বারা এই নিষ্পাপ দাস নিরর্থক হত হয় নাই ; খুদাকে ধন্যবাদ যে আমাকে উদ্দেশ করিয়া সম্রাট তীর ছুঁড়েন নাই।]

অন্‌ৱারী—অউঃহদ্-দ্দীন্ মঃহম্মদ্ অন্‌ৱারীকে ঈরানী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কস্বীদ লেখক বলা যাইতে পারে। তিনি খুরাসানের অন্তর্গত খাৱরান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন ; সেইজন্য তাঁহার কবিরনাম প্রথমে খাৱরী ছিল—পরে জনসাধারণ তাঁহাকে অন্‌ৱারী নামে ভূষিত করেন। তিনি সঞ্জরের রাজত্বকালে সমৃদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, ত্বূসের মন্‌স্বূরিয় কলেজে তিনি ছাত্রাবস্থায় অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছিলেন। হঠাৎ একদিন সম্রান্ত পোষাক পরিহিত একজন লোককে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া যাইতে দেখিতে পাইয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে ঐ লোকটি একজন কবি। তখন তিনি খুব

দুঃখ করিয়া বলিলেন—কবিতা ত খুবই সাধারণ জিনিষ, তবু তাহার এত সম্মান এবং আমি যে মহান শাস্ত্র এত কষ্ট করিয়া পড়িতেছি, তাহার তো কোনই আদর দেখি না। এই ঘটনার পর হইতেই তিনি কসীদ বা প্রশংসা-সূচক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিম্নোল্লিখিত প্রসিদ্ধ কসীদ লিখিয়াই সর্বপ্রথম সঞ্জরের সান্নিধ্য ও অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন,

গর্ দিল্ ব দস্ত্ বঃহর্ ব কান্ বাশদ্।
দিল্ ব দস্ৎ-ই-খুদায়গান্ বাশদ্॥
শাহ্ সন্‌জর্ কি কম্‌তরীন্ খাদিমশ্।
দর্ জহান্ পাদ্‌শহ্ নিশান্ বাশদ্॥
মন্ নগ্‌য়িম কি জুজ্. খুদায় কসী।
ঃহাল্ গর্‌দান্ ব ঘয়র্‌দান্ বাশদ্॥ ইত্যাদি

[যদি হস্ত ও হৃদয়কে সমুদ্র ও খনির সহিত তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে, মহাত্মনদের হস্ত ও হৃদয়কেই ইহাদের সহিত তুলনা করা যায়। সম্রাট সঞ্জরের একজন নগণ্য দাসও এই পৃথিবীতে রাজপদ পাইবার উপযুক্ত। আমি এমন বলিতে চাই না যে খোদা ব্যতীত আর কেহ তাঁহার অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া বা গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারে না।]

কথিত আছে ১১৪৭ সনে কবি সম্রাট সঞ্জরের দ্বিতীয় বার খ্বার্‌জম্ আক্রমণের সময় তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সঞ্জর শত্রুর 'হজ়ার অস্‌ব্' দখল করার পর কবিকে তীরবদ্ধ করিয়া শত্রুদের নিকট পাঠাইবার জন্য একটি শ্লেষসূচক কবিতা লিখিতে আদেশ দেন। কবি এই রুবায়িটি তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করেন:—

অয় শাহ্ হম মুল্‌ক্ ই-জমীন্ ঃহস্‌ব্-ই-তুরাস্ত্।
রজ্. দৌলৎ ব ইক্‌বাল্ জহান্ কস্‌ব্-ই-তুরাস্ত॥
ইম্‌রূজ্. বয়ক্ ঃহম্‌ল হজ.ার অস্‌ব্ বগীর্।
ফর্‌দা খ্বার্‌জ.ম্ ব স্বদ্ হজ.ার্ অস্‌ব্ তুরাস্ত্॥

[হে সম্রাট, পৃথিবীর সকল দেশ তোমারই করায়ত্ব; এবং সৌভাগ্য ও যশঃ হেতু পৃথিবী-জয় তোমারই। আজ এই সামান্য আক্রমণ দ্বারা 'হজ.ার অস্‌ব্' দখল কর, কাল 'খ্বারজম' ও সহস্র সহস্র অশ্ব তোমারই হইবে।]

১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সঞ্জর তুর্কীদের আক্রমণে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। ইহার পর শত্রু কর্তৃক খুরাসান-বাসীদের উপর নানা রকম দুর্য্যোগ ঘটিতে থাকে। কবি নিজেও অনেক দুর্য্যোগ ভুগিয়াছেন ও খুরাসানবাসীদের দুঃখাবস্থা নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন। এবং ব্যথিত চিত্তে ও আবেগপূর্ণ হৃদয়ে এই দুরবস্থার বর্ণনা নিম্নলিখিত মত্ল' দ্বারা গঠিত তাঁহার প্রসিদ্ধ কসীদতে গাহিয়া গিয়াছেন।

অয় মুসল্‌মানান্ ফঘান্ অজ়্ জ়ুর্-ই-চর্খ্-ই-চম্বরী।
বজ়্ নিফাক্-ই-তীর্ ব কস্দ্-ই মহ্ ব কয়দ্-ই-মুশ্তরী॥

[হে মুসলমানগণ, এই গোলবেষ্টনী-আবদ্ধ আকাশের নিষ্ঠুরতা, বুধ-গ্রহের শত্রুতা, চন্দ্রের অসদিচ্ছা ও বৃহস্পতির প্রবঞ্চনার জন্য আমাদের এই দুঃখকষ্ট।]

বস্তুতই এই দীর্ঘ কবিতাটি কবির দুঃখপূর্ণ হৃদয়ের, আবেগপূর্ণ ভাবের ও গভীর চিন্তাধারার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা এবং অন্যান্য কসীদ ছাড়া, তিনি ঘজল, রুবায়ি, কিত্ব' প্রভৃতি কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন।

কবিতা ছাড়া গণিত-বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কথিত আছে, তিনি একবার গ্রহের গতি নিরীক্ষণ করিয়া ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন যে প্রবল বাত্যার ফলে মরব শহর ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং দেশবাসীর উপর নানারকম দুর্য্যোগ দেখা দিবে। দেশবাসী এই ভবিষ্যৎ-বাণীকে নির্ভর করিয়া যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে (১১৮৭ সনে) দেখা যায় সে ইহার বিপরীত হইয়াছিল, অর্থাৎ দুর্য্যোগ ত মোটেই ঘটে নাই, বরং সারা বৎসর ধরিয়া দেশে শান্ত হাওয়া বহিয়াছিল। এই ভবিষ্যৎ-বাণীর জন্য অন্‌বারীকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। তবে গবেষণা দ্বারা কবির জ্যোতিষ-গণনা বিচার করিয়া জানা গিয়াছে যে এই অবস্থা ১১৮৬ সনে কবির মৃত্যুর এক বৎসর পরে ঘটিয়াছিল এবং মুঘল্‌দের নৃশংস আক্রমণকেই এই প্রবল বাত্যার সহিত তুলনা করিয়া কবি এইরূপ ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন।

খাকানী-শীর্‌বানী—খাকানী নামে প্রসিদ্ধ অফদ্বলু-দ্দীন্ ইব্রাহীম্ বিন্ 'অলী শীর্‌বানী ১২ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত কসীদ লেখক। তিনি ১১০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'গঞ্জ' তে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকালে চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ

তাঁহার পিতৃব্যের অধীনে আরবী ভাষা, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। অল্পকাল মধ্যেই এই সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি মনূচিহর্ শীর্‌বানশাহ্‌র রাজকবি অবুল্ 'অলা-গঞ্জবীর নিকট ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার কবিগুরু খাকানীর জ্ঞান ও বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া প্রিয় ছাত্রের নিকট তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বৈবাহিক সম্বন্ধ ব্যাপারে শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে সৎভাব বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। মনূচিহর শীর্‌বান্‌শাহ্ শিক্ষা ও সাহিত্যের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাঁহার রাজদরবারে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সমাবেশ ছিল। খাকানীও তাঁহার রাজদরবারে বাস করিতে লাগিলেন এবং সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ সম্মান ও আদর করিতেন। কিন্তু কবির অর্থলিপ্সা ছিল প্রচুর। তিনি আরো অধিক সৌভাগ্য লাভের জন্য সঞ্জরের রাজদরবারে যাইবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু সঞ্জরের তৎকালীন বিপদাপদের কথা শুনিয়া সেখানে যাইতে বিরত হইলেন। এই উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহার অনেক কবিতাও রহিয়াছে। তিনি বলিতেছেন,

চি সবব্ স্বয় খুরাসান্ শুদনম্ নগুধারন্দ্।
'অন্দলীবম্ বিহ্ গুলিস্‌তান্ শুদনম্ নগুধারন্দ্॥

[আমাকে কেন খুরাসান যাইতে দেওয়া হইবে না—আমি বুলবুল, তবু আমাকে বাগানে যাইতে দেওয়া হইবে না ?]

তারপর তিনি খ্বারজম্‌শাহ্‌র রাজদরবারে যোগ দিবার জন্য চেষ্টিত হন এবং এই উদ্দেশ্যে সেই রাজদরবারের রাজকবি রশীদু-দ্দীন্ ৱত্বাত্ব্ এর নিকট প্রশংসাসূচক কবিতাও লিখিয়া পাঠান। একবার তিনি শীর্‌বান্‌শাহ্‌র রাজদরবার হইতে পলায়ন করিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহাতে সক্ষম হইলেন না এবং বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন। এই কারারুদ্ধ অবস্থায়ই তিনি তাঁহার 'হ্বব্‌সিয়া' (বন্দীর কবিতা) নামক কবিতা লিখিয়াছিলেন। এই কারাবাসের পূর্বে তিনি দুইবার হজ (হজ্) পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের ইতিহাস ও তাঁহার জীবনের অন্যান্য নানা কাহিনী তাঁহার রচিত মস্‌নবী কবিতা 'তুঃহ্‌ফতু-ল্-ইরাকিন্' নামক কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। খাকানী ১১৯৮ সনে তবরীজ শহরে

প্রাণত্যাগ করেন এবং শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত সর্‌খাবের নিকটবর্তী কবিদের জন্য নির্দিষ্ট কবরস্থানে তাঁহার সমাধি হয়।

নিজামী গঞ্জবী—:হকীম্ অবু মঃহম্মদ্ ঈলিয়াস্ বিন্ ইউসুফ্ বিন্ জকী মুরয়িদ্ নিজামী অজরবায়জানের নিকটবর্তী গঞ্জ নামক স্থানে ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সেই তাঁহার মাতাপিতা মারা যান। তিনি যে বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহার যে মঃহম্মদ্ নামে একপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ তাঁহার কাব্যসমূহে পাওয়া যায়। ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্মলাভ হয়, কারণ তাঁহার 'লয়লা মজনূন্' নামক কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে যে যখন তিনি ইহা লিখিয়া সমাপ্ত কয়েন, তখন তাঁহার পুত্রের বয়স ছিল মাত্র ১৪ বৎসর এবং কবি তাঁহার উল্লিখিত গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার জীবনের আর একটী বিশিষ্টতা এই, যাহা তাঁহার কবিতা হইতেই প্রত্যক্ষ হয়, তিনি অন্যান্য কবিদের ন্যায় কোন রাজদরবারে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হন নাই, অথবা কোন রাজাকে উল্লেখ করিয়া কোন প্রশংসাসূচক কবিতা লিখেন নাই, যদিও তখনকার প্রথানুযায়ী বিভিন্ন রাজার নামে তাঁহার গ্রন্থাদি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। 'খসরূ শীরীন্' এ তিনি গাহিয়াছেন,

মনম্ অজ়্ জহান্ দর্ গুশহ্ কর্‌দহ্।
কমী অজ়্ পস্‌ৎ জ়ুরা তূশহ্ কর্‌দহ্॥
অগর্ চি দর্ সখুন্ কার্-ই-ঃহয়াৎ অস্ত্।
বুর্‌দ্ জায়জ়্ হর্ আন্ চি অজ়্ মুম্‌কিনাৎ অস্ত্॥

[আমি নির্জন স্থানকেই আমার জীবনেব অবলম্বন করিয়াছি এবং কখনও নীচাত্মাদের সাহায্যাপেক্ষী হই নাই, যদিও জীবনের অমূল্যসম্পদ কবিতাদ্বারা যাহা কিছু সম্ভব সকলই লাভ করা যাইতে পারে।]

নিজামী কাব্যচর্চা ছাড়া ইতিহাস, সাহিত্য, প্রাচীন কাহিনী, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত শিক্ষা লাভ করেন; কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন তাঁহার 'খম্‌সহ্' বা পঞ্জ্‌গঞ্জ্ (পাঁচটির সমষ্টি বা পাঁচটি রত্ন) লিখিয়া। 'খম্‌সহ্' মস্‌নবী ছন্দে লিখিত এবং ইহাতে সর্বশুদ্ধ প্রায় ২৮ হাজার বয়ৎ বা শ্লোক রহিয়াছে। এই পাঁচটি কবিতার নাম যথাক্রমে,

'মখ্‌জ়নু-ল্‌-অস্‌রার্‌', 'খস্‌রূ ব শীরীন্‌', 'লয়লা ব মজ্‌নূন্‌', হফ্‌ৎ পয়কর্‌' ও 'ইস্‌কন্দর্‌-নাম'।

'মখ্‌জ়নু-ল্‌ অস্‌রার্‌' (রহস্যাবলীর রত্নাগার) লিখা হয় কবির ৪০ বৎসর বয়সের সময়, এবং তিনি ইহা উৎসর্গ করেন আতাবেক বংশীয় সম্রাট ইল্‌দিগিজ়ের নামে। ইহা একটি সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কবিতা এবং সনায়ির 'হদীক' বা রূমীর মস্‌নবীর ন্যায় নানাপ্রকার গল্পের সাহায্যে ইহাতে সুফীতত্ত্ব বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক নীতিমূলক উপদেশ ও পাওয়া যায়।

তাঁহার দ্বিতীয় কবিতা 'খস্‌রূ ব শীরীন্‌ লিখা হয় ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহা উৎসর্গ করা হয় ইল্‌দিগিজ়ের পুত্র মহম্মদ ও কিজিল-অরসলান্‌ এর নামে। ইহা প্রায় ৭০০০ বয়ৎ এর সমষ্টি। ইহার আখ্যান ভাগ যদিও ফরদৌসীর 'শাহনাম' হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি নিজামী ইহাতে যথেষ্ট নূতনত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহাতে সাসানী সম্রাট খস্‌রূ পর্‌বীজ়্‌ এর বীরত্বপূর্ণ কার্য্যসমূহ ও সুন্দরী যুবতী শীরীনের সহিত তাঁহার প্রেম-কাহিনীর বিবরণ বেশ নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ফর্‌হাদ্‌ নামে একটি গ্রাম্য যুবকের শীরীনের প্রতি প্রেমাকর্ষণ এবং ইহার বিষাদপূর্ণ পরিণাম বেশ করুণভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিজামীকে বলা হয় 'ফরদৌসীর ভাবশিষ্য'। তিনি তাঁহার সকল কবিতার মালমসলা ও ভাবধারাই ফরদৌসীর কাব্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এখানে ফরদৌসী ও নিজামীর কাব্যের প্রভেদ এই যে ফরদৌসী তাঁহার কাহিনীর মধ্যে বীররসযুক্ত কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আর নিজামী দিয়াছেন ইহার মধ্যে রহস্যময় প্রেমপূর্ণ কাহিনীর রূপ। উভয়ের ছন্দের মধ্যে তফাৎও রহিয়াছে। শাহনামতে ছিল বীর রসাত্মক 'বহ্‌র্‌-ই-তকারিব্‌' ও ইহাতে রহিয়াছে প্রেমপূর্ণ কাহিনী বর্ণন র উপযুক্ত ছন্দ 'বহ্‌র্‌-ই-হজ়জ়্‌'।[১]

'লয়লা মজ্‌নূন্‌' লিখা হয় ১১৮৭-৮ সনে মনূচিহ্‌রের পুত্র শির্‌বন্‌শাহ অবুল্‌ মজফর্‌ অখ্‌সিতান্‌ এর অনুরোধে এবং পরে তাঁহাকেই ইহা উৎসর্গ করা হয়। ইহা প্রায় ৪ হাজার বয়ৎ বা শ্লোকের সমষ্টি। ইহা কোন

১ বহ্‌র্‌-ই-হজ়জ়্‌ এগার অক্ষরে গঠিত, প্রথম দুইটি গণের প্রত্যেক চারিটি অক্ষরের মধ্যে কেবল প্রথমটি হ্রস্ব এবং অন্য পর পর তিনটি দীর্ঘ। তৃতীয় গণের তিনটি অক্ষরের মধ্যে প্রথমটি হ্রস্ব ও অন্য দুইটি দীর্ঘ (✓ — — — । ✓ — — । ✓ — —)।

সম্রাটের কাহিনী নহে, কিংবা ইহার আখ্যান ভাগ কোন ঈরানীয় ইতিহাস হইতে গ্রহণ করা হয় নাই। মজ্‌নূন্‌ ও লয়লা আরব মরুপ্রান্তরের দুইজন যুবক-যুবতী এবং ইহার আখ্যান ভাগ গ্রহণ করা হইয়াছে আরব্য উপন্যাস হইতে। মজ্‌নূন্‌ লয়লার প্রেমে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান, কিন্তু পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনের জন্য তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া বনে গমন করিতে হয়। সেখানে 'লয়লা'ই হয় তাঁহার ধ্যান ও ধারনা। ক্রমে ক্রমে শরীরী 'লয়লা' অশরীরী প্রেমমূর্তিতে পরিণত হয়। এবং সেই প্রেম-মূর্তির চিন্তায় মজ্‌নূন্‌ ক্রমে ক্রমে খোদার সত্তায় ফণা বা বিলীন হইয়া যায়।

'হফ্‌ৎ পয়কর্‌' বা বহরাম্‌-নাম (সাতটি প্রতিমূর্ত্তি বা বহরাম্‌ কাহিনী) লিখা হয় ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহা প্রায় ৫০০০ বয়তের সমষ্টি। ইহাতে সাসানী সম্রাট বহরাম্‌ গূরের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর আশ্চর্য্য ঘটনাসমূহের বিবরণ রহিয়াছে, তাছাড়া আছে সাতজন বিভিন্ন দেশের রাজকন্যার প্রতিমূর্তি দেখিয়া তাহাদের প্রতি বহরামের প্রেমাকর্ষণ ও তাঁহার পিতা য়জ্‌দগির্দের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্রাটপদে অভিষিক্ত হওয়া, এবং সেই কন্যাদের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা। সেই সাত মহিষীর সহিত তাঁহার প্রেমালাপের কাহিনী ও বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বহরাম্‌ এর প্রেমপূর্ণ আলাপ-আলোচনা ও বীরত্বপূর্ণ জীবন-ইতিহাসের অবসান হয়, হঠাৎ আশ্চর্যভাবে তাঁহার মন্ত্রীর প্ররোচনায়। কবি এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী ও শত আনন্দের মধ্য হইতেও একদিন মানুষের জীবনের অবসান ঘটিবেই।

তাঁহার পঞ্চম কবিতা 'ইস্‌কন্দর্‌-নাম' (সেকেন্দরের জীবন কাহিনী) লিখা হয় ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহা প্রায় ১০,০০০ বয়ৎ বা শ্লোকের সমষ্টি। কবি ইহা ফর্‌দৌসীর অনুকরণে বীর-রসাত্মক ছন্দে (বহর্‌-ই-তকারিব্‌) লিখিয়া সমাপ্ত করেন এবং ইহার আখ্যান ভাগ ও তাঁহার ভাব-গুরু ফর্‌দৌসীর শাহ্‌নাম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। নিজামী নিজেও তাঁহার এই ঋণ তাঁহার কবিতাসমূহে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

সখুনগূয় পীশীন্‌ দানা-ই-তূস্‌।
কি আরাস্ত্‌ রূয় সখুন্‌ চুন্‌ 'অরূস্‌॥

[কবিগুরু তুসের জ্ঞানীব্যক্তি (অর্থাৎ ফর্‌দৌসী) কাব্যের মুখশ্রীকে নববধূর মুখের ন্যায় সৌন্দর্যময় করিয়াছেন।]

নিজামী তাঁহার কবিজীবনে ফর্‌দৌসীকেই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ফর্‌দৌসী ছিলেন তাঁহার ভাবগুরু এবং নিজামী তাঁহার কাব্যসমূহে তাঁহার কবিগুরুর কল্পনাত্মক চিন্তাধারা সমূহকে তাঁহার যুগ পর্যন্ত নিজের চিন্তাধারার মধ্য দিয়া সজীব রাখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী যুগে অন্যান্য অনেক কবিও নিজামীর কাব্য কাহিনী ও চিন্তা ধারার অনুকরণ করিয়াছেন— তাঁহাদের মধ্যে সুফী কবি জামী ও আমীর খস্‌রুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজামীর ভাষা অতি সুললিত ছন্দে লিখিত; লেখার ভঙ্গি অতি সরল ও ঋজু। ভাষা ও অতি স্পষ্ট এবং কোনরূপ জটিলতা হইতে মুক্ত, তবে ভাবধারার প্রকাশ ভঙ্গিতে কতকটা গড়িমসি ভাব রহিয়াছে।

এখানে কবির সুচিন্তিত ভাবসমূহের কতকটা বর্ণনা দিতে চেষ্টা করিব। সুললিত ভাষায় খুদার প্রশংসা ও তাঁহার ঐক্যর বর্ণনা কবি তাঁহার প্রত্যেক কাব্যতেই করিয়া গিয়াছেন। মখ্‌জনুল্‌-অস্‌রার্‌ হইতে তাহার একটি নিদর্শন দেওয়া হইল।

অয় হম হস্তী জ. তূ পয়দা শুদহ্‌।
খাক্‌-ই-দ্ব'য়ফ অজ. তূ তৱানা-শুদহ্‌॥
জীর্‌ নিশীন্‌-ই-'অলমৎ কায়নাৎ।
মা বতূ কায়ম্‌ চু তূ কায়ম্‌ বজাৎ॥
হস্তী-ই-তূ স্বুরৎ ব পীবন্দ্‌ নিহ্‌।
তূ বকস্‌ ব কস্‌ বতূ মানন্দ্‌ নিহ্‌॥
আন্‌চি তগয়্যুর্‌ নপধীরদ্‌ তূয়ি॥
আন্‌চি নমুর্‌দহ্‌-অস্ত ব নমীরদ্‌ তূয়ি॥
মা হম ফানী ব বকা বস্‌ তূ রা-স্ত্‌।
মুল্‌ক্‌-ই ত'আলা ব তকদ্দুস্‌ তূ রা-স্ত॥

[হে (খুদা), এই সকল অস্তিত্ব তোমারই সৃষ্টি; মাটির সৃষ্ট এই দুর্বল জীব তোমা হইতেই শক্তিমান হইয়াছে। সকল বিশ্বচরাচর তোমার পতাকার নীচে অবস্থিত। তোমা হইতেই আমাদের অস্তিত্ব এবং তুমি চিরশাশ্বত। তোমার সত্তার কোন আকৃতি বা প্রকৃতি নাই। তোমার কাহারও সহিত, ও

কাহারও তোমার সহিত তুলনা হয় না। যাঁহার কোন পরিবর্তন নাই, সে তুমিই। যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, এবং কখনও হইবে না, সে তুমিই। আমরা সকলেই উৎসর্গীকৃত, তুমিই কেবল চিরস্থায়ী। তুমিই সেই পবিত্র ও গরীয়ান রাজ্যের একমাত্র মালিক।]

'খস্রূ সীরীন্' এ খোদা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে,

খুদায়ী কাফ্রীনশ্ দর্ সজ্দশ্।
গরাহী মত্লক্-আমদ্ বর্ ব্রজ্দশ্॥
ত'আলা-ল্ল য়কী বী মিস্ল্ ব মানন্দ্।
কি খানন্দশ্ খুদাবন্দান্ খুদাবন্দ॥
... ...
ঘম্ ব শাদী নিগার্ ব বীম্ ব উম্মীদ্।
শব্ ব রূজ্ আফ্রীন্ ব মাহ্ ব খুর্শীদ্॥
... ...
ব্রজ্দশ্ বর্ হম মৌজুদহ্ কাহির্।
নিশানশ্ বর্ হম বিন্দহ জাহির্॥

[সেই খোদা, যাঁহার প্রশংসাসূচক আরাধনা, তাঁহার সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন সাক্ষীরূপে বিদ্যমান। সেই পরম শক্তিমান আল্লা, যিনি অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়, যাঁহাকে আউলিয়াগণ পর্য্যন্ত সর্বময় মালিক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।···তিনি সুখদুঃখ ও আশা নিরাশার সর্বময় কর্তা। তিনিই দিবারাত্র ও চন্দ্রসূর্য্য সৃষ্টি করেন।......তাঁহার অস্তিত্ব অন্য সকল অস্তিত্বের পোষণকারী। সকল চক্ষুষ্মানের নিকটই তাঁহার অস্তিত্ব প্রকাশমান।]

নিজামী মস্নবী কবিতা ছাড়া কসীদ, ঘজল্, কিত্ব', রুবায়ি প্রভৃতি কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কসীদ কোন সম্রাট বা উচ্চপদস্থের প্রশংসাসূচক কবিতা নহে, ইহাতে সাধারণতঃ খোদার স্তুতিই করা হইয়াছে। তাঁহার ঘজল্ যদিও মস্নবীর মত সুনাম অর্জন করিতে পারে নাই, তথাপি নিদর্শন স্বরূপ একটি ঘজল্ উল্লিখিত হইল।

জুবানী বর্ সর্-ই-কূচ্ অস্ত্ দর্ ইয়ার্ ঈন্ জুবানীরা।
কি শহরী বাজ্ কয় বাশদ্ ঘরীব্ কার্বানী রা॥
খমীদহ্ পুশ্ত অজ্ আন্ গশ্তন্দ্ পীরান্-ই-জহান্ দীদ!
কি অন্দর্ খাক্ মীজুয়ন্দ্ অয়াম্-ই-জুবানীরা॥

ব-হর্‌জ.হ্‌ মীদিহী বর্‌ বাদ্‌ 'উমর্‌-ই-নাজ.নীন্‌ কজ.্‌রয়।
ব-ঃহাস্বিল্‌ মীত্তরান্‌ করদন্‌ ঃহয়াৎ জারদানীরা॥
অগর্‌ তূ শাদ্‌মান্‌ বাশী চি ম'অজ.্‌লী রসদ্‌ ঘম্‌রা।
বগর্‌ খূদ্‌ রা কশী অজ.্‌ ঘম্‌ চি সুকস্বান্‌ শাদমানীরা॥

[যৌবন প্রেমে ভরপুর—এখনই ইহা অনুভব কর—গরীব প্রেম যাত্রীদল আবার কখন প্রকাশের সুযোগ পাইবে? এইজন্যই বক্রপীঠ অভিজ্ঞ বৃদ্ধগণ মাটির নীচে তাহাদের যৌবনের দিন অনুসরণ করিতে ছুটে। এই সার্থক মানবজীবনকে বৃথাই নষ্ট করিয়া দিতেছে, (কারণ) ইহা হইতেই চিরস্থায়ী জীবনের আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারে। যদি তুমি আনন্দ কর, তাহা হইলে দুঃখকষ্ট কোন অকর্মণ্য হইয়া যাইবে না। আর যদি তুমি দুঃখকষ্ট হইতে দূরে থাকিতে চাও, তাহা হইলেও আনন্দের কোন ক্ষতি নাই।]

কবির মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে, তাঁহার কাব্যাদি রচনার কাল নির্দেশের ন্যায়, যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে অনুমান করা হয় যে তিনি ১২০২ বা ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

এই যুগের প্রসিদ্ধ কবিদের বিষয়ে আলোচনা করা হইল। অনেক সাহিত্যিক গদ্যকার ও এই যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। জীবন-কাহিনী, ইতিহাস ও দর্শন প্রভৃতির যথেষ্ট চর্চাও এই যুগে হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে 'অত্তারের 'তধ্‌কিরৎ-অল্‌-অউলিয়', নাস্বির্‌ খস্‌রুর 'সফর্‌ নাম', ও অন্‌স্বারীর দুই তিনটি গদ্য সাহিত্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; তাছাড়া আরো অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই রহিয়াছেন যাহারা কেবল গদ্য সাহিত্য লিখিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

'তধ্‌কিরতু-ল্‌—অউলিয়'র মত আরো দুইটি সুফীজীবন-কাহিনী ও তাঁহাদের মত সম্বলিত গদ্য সাহিত্য এই যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—ইহাদের নাম—কশ্‌ফু-ল্‌ মঃহজুব ও অসরারু-ৎ-তৌঃহীদ্‌। ইহাদের সম্বন্ধেও পূর্বেই সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে অবুবকর্‌ মঃহম্মদ্‌ রাবন্দীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি রাঃহতু-স্‌স্বদূর্‌ নামক সল্‌জুকী সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে সলজুকী সাম্রাজ্যের ভিত্তি হইতে আরম্ভ

করিয়া খ্বার্‌জ়ম্ শাহ্‌দের নিকট ইহাদের পরাজয় ও সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্রাজ্যের পতন পর্য্যন্ত ঘটনা সমূহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ১২ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা সঙ্কলিত হয়। ঐতিহাসিক রাবন্দীর কতকগুলি কসীদা কবিতার ও উল্লেখ আছে।

নীতি, সাহিত্য ও ধর্মসম্বন্ধীয় এই যুগের অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যাইতে পারে সিয়াসৎ-নাম ও কাবুস্-নাম। 'সিয়াসৎ-নাম' রাজনীতি, ধর্মনীতি ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ। সল্‌জুকায় সম্রাটদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী অবু 'অলী হসন্ বিন্ 'অলী নিজাম্-ল্ মূল্‌ক্, সম্রাট মালিকশাহের অনুরোধে ইহা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহার ইস্‌ম'য়লী ধর্মপ্রচারকদের হস্তে নিহত হওয়ার দুই এক বৎসর পূর্বে আনুমানিক ১০৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা লিখিয়া সমাপ্ত করেন। 'কাবুস্‌নাম' রচনা করেন আমীর কয়ক'উস্ বিন্ ইস্‌কন্দর্ বিন্ কাবুস্ বশ্‌মগীর্। তিনি প্রসিদ্ধ জিয়ারীয় সম্রাট কাবুস বশ্‌মগীরের পৌত্র। তিনি একজন মহান ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র গীলন্‌শাহ কে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূবে আনুমানিক ১০৮৯ সনে এই সাহিত্য গ্রন্থ ৪৪ অধ্যায়ে লিখিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ইহা চরিত্র গঠন ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক নানা উপদেশাবলী সম্বলিত একটি সরল ও সরস সাহিত্যগ্রন্থ।

কীমিয়া-ই-স'আদৎ (আনন্দের স্পর্শমণি) নীতি ও ধর্মমূলক একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ। ইহা রচনা করেন প্রসিদ্ধ সুফীতত্ত্ববিদ্ হুজ্জতু-ল্ ইস্‌লাম ইমাম্ অবুহামিদ্ মহম্মদ্ অল্-ঘজালী। তিনি সুফীতত্ত্বের যৌক্তিক ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই আরবী ভাষায় লিখিত। কীমিয়া-ই-স'আদৎও তাঁহারই রচিত 'ইয়হিয়া-অল্-উলুম্' এর স্বকৃত ফারসী অনুবাদ মাত্র।

পহলবী ভাষায় লিখিত 'কলিলগ্-দম্‌নগ্'ও ইহার আরবী সংস্করণের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। রূদগী লিখিত ইহার ফারসী কবিতা সংস্করণ 'কলীল ব দিম্‌ন' এখন লুপ্ত। এই যুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবু-ল্ ম'আলী নস্র-কল্ল বিন মহম্মদ্ 'অব্দু-ল্ হমীদ্ ইহার আরবী সংস্করণ হইতে বেশ নিপুণতার সহিত ইহা ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা লিখা

হয় ১২ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং উৎসর্গ করা হয় ঘজ্‌নবী সম্রাট বহ্‌রাম্‌শাহ্‌র (১১১৮—১১৫২) নামে।

নিজামী 'অরূযী নামে প্রসিদ্ধ অবুল্ :হসন্ অঃহমদ্ সমর্‌কন্দী 'চহার মকালহ্' (চারি আলোচনা) নামে গদ্য সাহিত্য লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহা চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত—সাহিত্য, কবিতা, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্র। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত এবং ঘোর্ বংশীয় রাজপুত্র অবুল্ :হসন্ :হুসাম্-দ্দীন্ 'অলীর নামেই উৎসর্গকৃত হয়। ই, জি, ব্রাউন ইহার পুঃ সংস্করণ ও ইংরাজী তর্জমা করিয়াছেন।

':হদায়িক্ স-সিঃহর্' নামে কবিতার রূপ, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক একটি সাহিত্যেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। খ্বার্‌জম্‌শাহ্ অৎসিজ্ এর রাজকবি রশীদ্-দ্দীন্ ব্তব্‌ত্ সম্রাটের অনুরোধে ইহা প্রণয়ন করিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। ইহা সরস, ছন্দিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ব্তব্‌ত্-এর কবিতাদিরও উল্লেখ আছে।

মোঘল্ আধিপত্য ও তয়মুরিয় যুগ

তের শতাব্দীর প্রথম ভাগে তুর্কী চঙ্গীজখানের পারস্য আক্রমণ মোঘল্ আধিপত্যের সূচনা করে। মোঘলদের সাহায্যেই সল্জুকী সাম্রাজ্যের পতন ও খ্বার্জম্শাহ্ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছিল। পরে চঙ্গীজ্খান্ খ্বারজমীয় শেষ সম্রাটকে পরাজিত করিয়া ১২২১ খ্রীষ্টাব্দে মোঘল্ সাম্রাজ্যের ভিত্ত স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধর ইল্খানী সম্রাটগণ বেশ প্রতিপত্তির সহিত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন। 'ইল্খানী' বংশের প্রথম সম্রাট হলাকুখান্ 'অব্বাসী শেষ খলীফাকে হত্যা করিয়া নৃশংস অত্যাচারের মধ্য দিয়া ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাগ্দাদ্ অধিকার করেন। ইল্খানী সম্রাটগণ সকলেই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহাদের কোন ধর্মজ্ঞান ছিল না। ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে খাজান্ খান্ সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইহার প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসব গৌরবময় রাজত্বের পর ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তারপর রাজা হন তাঁহার ভাই মহম্মদ খুদাবন্দ্। খুদাবন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অবু স'য়িদ্ ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে হইলেন এই বংশের শেষ প্রসিদ্ধ সম্রাট। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৩৩৫ সনে মোঘল্ সাম্রাজ্য পাঁচটি বংশে বিভক্ত হয় এবং ইহাদের নাম—জলায়রিয়, সর্বদারিয়, অল্-কর্ৎ, মুজফরিয় ও চোবনিয় বংশ। এবং তাঁহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে তয়মূরের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তয়মূর্ হইলেন ঈরান দেশের একাধিপত্য সম্রাট। তাঁহার মৃত্যুর পুর্বে তাঁহার সাম্রাজ্য ঈরান দেশ ছাড়াইয়া তাতার দেশ, মধ্য এশিয়া, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর পর্যান্ত বিস্তার লাভ করে। তয়মূরের পুত্র শাহ্রুখ্ ১৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই মহৎ, উদার, বিদ্যোৎসাহী সম্রাট প্রায় আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করার পর ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উলুখ্বেগ হইলেন রাজা, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক নৃশংস ভাবে নিহত হইলেন। সেই দুরাচার 'অব্দুল্ লত্বীফ্ও ৬ মাসের মধ্যেই তাঁহার সৈন্যসামন্ত কর্ত্তৃক একই অবস্থা প্রাপ্ত

হইলেন। তারপর রাজা হইলেন বাবর; তিনি দক্ষতাই সহিত ১৪৫০ হইতে ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাবরের উত্তরাধিকারী হইলেন তয়মূরের এক প্রপৌত্র অবু 'সয়িদ্ এবং তিনি প্রায় ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী সুলতান্ :হুসয়ন্ মির্জার রাজত্বকালে অনেক বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার রাজদরবারে বসবাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রাজধানী হেরাতে ছিল বলিয়া তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত শাসন করিতে পারেন নাই। নানাদিক হইতে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং পরে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে তয়মুরিয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া শাহ্ ইস্‌ম'ঈল্ স্বফবী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

তয়মূরিয়গণ ভারতবর্ষেও তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত তয়মূরের প্রপৌত্র অবু স'ঈদ্ এর ৯ জন পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে 'উমর শেখ্ হইলেন ভারতের মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পিতা। বাবর ও তাঁহার বংশধরগণের রাজত্বকালে মোঘল রাজদরবারে ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

চঙ্গীজ্ খান্ ও তাঁহার বংশধরদের নৃশংস অত্যাচার কাহিনী চিরকালের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক কলঙ্কের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তির সূচনায় সভ্যতা ও কৃষ্টির অনেক ক্ষতি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। এবং তাঁহাদের এই অত্যাচারে অসহ্য হইয়া অনেক কবি ও সাহিত্যিককে দূর দেশান্তরে, যেমন ভারতবর্ষ বা তুরস্ক, অথবা বনের নিভৃত কোণে তাঁহাদের নিবাস নির্দিষ্ট করিতে হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও মোঘল্ কিংবা তয়মূরিয় সাম্রাজ্যের পরবর্তী যুগে অনেক সম্রাট ও তাঁহাদের মন্ত্রীবর্গ কবি ও সাহিত্যিকদের যথেষ্ট সমাদর করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরাও অনেক সময় বিশেষ জ্ঞানবান পুরুষ ছিলেন এবং বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে খাজান্ খানের মন্ত্রী রশীদ্-দ্দীন্ ফদ্বলু-ল্ল ও তয়মূরিয় সুল্তান্ :হুসয়ন্ মিরজাব প্রধান মন্ত্রী ও কলেজ বন্ধু আমীর্ 'অলী শের্ নবায়ির নাম উল্লেখযোগ্য।

মোঘল্ ও তয়মূরিয় সম্রাটগণ ছাড়া ফারসের অতাবক্ বংশীয় সম্রাট অবুবকর ও তাঁহার পুত্র স'অদ্ এবং আজ.র্‌বায়জানের সম্রাটের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা ফারসী কবি ও সাহিত্যিকদের যথেষ্ট সমাদর করিয়া গিয়াছেন।

এই যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য সুফী কবিদের প্রাধান্য ঠিক সময়োপযোগীই হইয়াছিল এবং আমরা দেখিতে পাই যে ফারসী সাহিত্যের তিন জন শ্রেষ্ঠ কবিই—জলাল্-দ্দীন্ রূমী, জামী ও হাফিজ্—এই যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মোঘল্ ও তয়মূরয়দের পর পর অত্যাচার কাহিনী নিরীহ ফিরিস্তুলা মানুষদের সংসারের প্রতি আকর্ষণ ক্রমে ক্রমেই শিথিল করিয়া দেয় এবং তাঁহাদের অনেককেই নির্জন স্থানে গিয়া ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বে খোদার আরাধনা বা কাব্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়।

বিস্তৃত ভাবে এই যুগের কাব্য ও সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্বে মঘূলিয় ও তুর্কী ভাষার প্রভাব সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ইহাদের অনেক শব্দই ফারসী সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা হইল—আয়লঘার্, ফারসী হুজুম্ (দল), য়ঘ্মা, ফা. ঘারৎ (লুণ্ঠন); চপাবল্, ফা. ঘারৎ (লুণ্ঠন); উর্দু, ফা. করারগাহ্ (সৈন্য নিবাস); অয়িল্চ, ফা. ফিরিস্‌তাদ (প্রেরিত), করাবল্, ফা. পাসবান (সান্ত্রী); নুয়ান্, ফা. শাহ্‌জাদ (রাজপুত্র); কুচ্, ফা. রহ্‌লৎ (সৈন্যদিগের গমন), ইত্যাদি।

ভাষার প্রভেদ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে পূর্ব যুগের তুলনায় এই যুগের ভাষা আরো কৃত্রিম। অলঙ্কারের প্রয়োগ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক সময় বাক্যাদি নিরর্থক দীর্ঘ করা হইয়াছে। বাক্যাদিতে আরবী শব্দের অপপ্রয়োগও যথেষ্টই আছে। মোট কথা, ভাষার সরলতা থাকিতে পারে, কিন্তু সরলতা পূর্ব যুগের তুলনায় অনেক কম—ইহা বিশেষ করিয়া তয়মূরিয় যুগে প্রযোজ্য।

স'অদী—মুশর্রিফুদ্দীন্ মুস্‌লিহ্ বিন্ 'অব্দুল্লহ্ স'অদী শীরাজী ফারসী সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল তারকা। তিনি ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শীরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ফারস এর অতাবেক বংশীয় সম্রাটদের রাজদরবারে একজন কর্মচারী ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি মাতাপিতৃহীন হন। অতাবেক্ বংশীয় পঞ্চম সম্রাট স'অদ্ বিন জঙ্গী ১১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করার পর, স'অদীর বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন এবং উচ্চ-শিক্ষা লাভার্থ তাঁহাকে বাঘ্দাদের প্রসিদ্ধ নিজ়ামিয় কলেজে প্রেরণ করেন। সেখানে প্রায় ৩০ বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করার পর তিনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। বাঘ্দাদে তিনি প্রসিদ্ধ সুফীতত্ত্ববিদ্ 'উমর্ সহর্‌ব্দীর সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এবং তাঁহার অধীনে থাকিয়া স'অদী সুফী তত্ত্বেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ঈরানে মোঘল্‌দের অত্যাচার কাহিনীর সংবাদ পাইয়া, তিনি আর দেশে ফিরিলেন না—তাঁহার জীবনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা দেশ ভ্রমণ চরিতার্থ করিবার জন্য নানা দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ভ্রমণ পথে তিনি ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সকল দেশের লোক, আচার-ব্যবহার, সমাজ, ধর্ম ও রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করার পর ১২৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নিজ জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন অবুবকর্ স'অদ্ বিন্ জঙ্গী পারস্যে রাজত্ব (১২২৬—১২৬৮) করিতেছিলেন। অবুবকর্ স'অদ্ বিন্ জঙ্গী একজন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট। তিনি আমাদের আলোচ্য কবিরও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। কবিও তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত অনেক কসীদ গাহিয়া গিয়াছেন। নিম্নে এই সম্রাটের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি কসীদ উদ্ধৃত হইল।

চূন্ বাজ় আমদম্ কিশ্‌বর্ আসূদহ্ দীদম্।
পলঙ্গান্ রহা কর্দহ্ খূয় পলঙ্গী॥
চুনান্ বুদ্ দর্ 'অহদ্-ই-অব্বল্ কি দীদী
জহানী পুর আশুব্ ব তশ্‌বীশ ব তন্‌গী॥

চুনীন্ শুদ্ দর্ অয়াম্-ই-সুলতান্-ই-'আদিল্।
অতাবিক্ অবুবকর্ স'অদ্ বিন্ জন্গী॥

[আবার যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম, দেখিতে পাইলাম দেশ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে এবং হিংস্র পশুসকল পশুত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে। তুমি দেখিয়াছ যে পূর্বে পৃথিবী বিপদাপদ, দুঃখ চিন্তা ও সঙ্কীর্ণতায় ভরপুর ছিল। (কিন্তু) ন্যায়পরায়ন অতাবিক সম্রাট অবুবকর স'অদ্ বিন্ জঙ্গীর সময়ে সকল অবস্থার এইরূপে (পরিবর্তিত) হইয়াছে।]

এই কবিতা হইতে মনে হয় যে স'অদী দেশে ফিরিয়া আসিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করিতেই ইচ্ছুক ছিলেন এবং তিনি করিলেনও তাহাই। শীঘ্রই নির্জনে তাঁহার বাসস্থান মনোনীত করিয়া তিনি সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম মস্‌নবী কবিতা 'বুস্তান্' রচিত হয়। ইহার একবৎসর পরে তিনি নানা উপদেশ পূর্ণ গল্প সমন্বয়ে গদ্য ও কবিতা মিশ্রিত প্রসিদ্ধ 'গুলিস্তান্' প্রণয়ন করেন। এই দুইটী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাড়া তিনি আরো অনেক কস্বিদ, ঘজল্, রুবায়ি, কিত্'অ ও ফারসী সাহিত্যের অন্যান্য সকল রকম কবিতা লিখিয়াই নিজকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল কবিতা 'দীবান্-ই-কুল্লিয়াৎ-ই-স'অদী' নামক গ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে।

স'অদী অতাবিক সম্রাট ও তাহাদের মন্ত্রীবর্গ ছাড়াও অন্যান্য রাজন্যবর্গের প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। যদিও সম্রাট ও রাজন্যবর্গের প্রশংসাসূচক কস্বিদ তিনি অনেকই লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশ পূর্ণ 'কস্বিদ'রও যথেষ্ট উল্লেখ আছে। নিম্নে এইরূপ দুইটি কস্বিদর মত্‌ল' (অর্থাৎ প্রশংসাসূচক কবিতার প্রথম বয়ৎ) উদ্ধৃত করা হইল,—

খুশ্ অস্ত্ 'উমর্ দরীঘা কি জাবিদানী নীস্ত্।
বস্ ই'তিমাদ্ বরীন্ পঞ্জ্-রূজ্-ই-ফানী নীস্ত্॥

[জীবন সুখময়, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইহা চিরস্থায়ী নহে; এই ক্ষণস্থায়ী পাঁচ দিনের উপর বেশী নির্ভর করা উচিত নয়।]

আবার,

রূজী কি জীর্-ই-খাক্ তন্-ই-মা নিহান্ গুরদ্।
ব আন্‌হা কি কর্দহ্ অয়িম্ যকায়ক্ 'অয়ান্ গুরদ্॥

[সেইদিন যখন আমাদের শরীর নীচে রাখা হইবে এবং আমরা যাহা করিয়াছি, সকলই একে একে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইবে।]

স'অদী ভাষার রীতি ও চিন্তাধারায় তাঁহার পুর্ববর্তী অনেক প্রসিদ্ধ কবি, যেমন, ফর্‌দৌসী, অন্‌বারী ও সনায়িকে অনুসরণ করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের প্রভাব তাঁহার অনেক কবিতায়ই দৃষ্ট হয়। ফর্‌দৌসী বলিয়াছেন,

জ. নাপাক্ জ.াদহ্ মদারীদ্ উমীদ্।
কি জঙ্গী ব-শুস্‌তন্ নগর্‌দদ্ সুফীদ্॥

[অপবিত্র জাতক হইতে কোন প্রত্যাশা করিও না, কারণ কাফ্রিকে শত ধৌত করিলেও সে আর শাদা হইবে না।]

আর স'অদী বলিতেছেন,

মলামৎ কুন্ মরা চন্দান্ কি খ্বাহী।
কি নতবান্ শুস্‌তন্ অজ.্ জঙ্গী সিয়াহী॥

[আমাকে যতই কেন নিন্দা কর না, কিন্তু কাফ্রির মলিনত্ব কখনই ধৌত হইবে না।]

সনায়ির কবিতায় পাই,

অন্‌দর্ ঈন্ রাহ্ দর্ বদী নীকী অস্ত্।
আব্-ই-ঃহয়বান্ দরূন্ তারীকী অস্ত্॥

[এই পথে অসতের মধ্যেই সৎ নিহিত রহিয়াছে, (কারণ), জীবনামৃত গভীর আঁধারের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে।)

আর স'অদী গাহিয়াছেন,

জ. কার্ বস্‌তহ্ ময়ন্‌দীশ্ ব দিল্ শিকস্তহ্ মদার্।
কি আব্-ই-চশমহ্-ই-ঃহয়বান্ দরূন্ তারীকী অস্ত্॥

[বিষয়ে আকৃষ্ট জীবনের জন্য দুঃখ করিও না ও নিরুৎসাহ হইও না। কারণ জীবন-প্রস্রাণের অমৃত গভীর আঁধারেই লুক্কায়িত রহিয়াছে।]

আমাদের কবি যেমন পুর্ববর্তী কবিদের অনুসরণ করিয়াছেন, সেইরূপ পরবর্তী অনেক প্রসিদ্ধ কবিই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন ও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা গাহিয়া গিয়াছেন। ঃহাফিজ.্ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

উস্‌তাদ্‌-ই-সখুন্‌ স'অদী অস্ত্‌ নিজ.দ্‌-ই-হম কস্‌ আম্মা।
দারদ্‌ সখুন্‌-ই-:হাফিজ.্‌ ত্বর্‌জ.্‌-ই-সখুন্‌-ই-খ্বাজহ্‌।

[সকলের কবিগুরু হইলেন স'অদী, :হাফিজ.্‌ এর ক'বিতা সেই মহাত্মার অনুকরণ মাত্র।]

দিল্লীর রাজদরবারে কবি আমীর খস্রূ স'অদীর প্রশংসা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,

জিল্‌দ্‌-ই-স'নম্‌ দারদ্‌ শীরাজ.-ই-শীরাজী।

[আমার কবিতা গ্রন্থ শীরাজীর (অর্থাৎ স'অদী শীরাজীর) চিন্তাধারায় গ্রথিত।]

বস্তুতঃ স'অদীর প্রশংসা সকল দেশের সকল সাহিত্যানুরাগী মাত্রই করিয়া গিয়াছেন। এবং আমরা দে'খতেও পাই যে তাঁহার গুলিস্তান্‌ ও বুস্তান্‌ পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায়ই অনুবাদিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক ঘজল্‌ ও ইংরাজী এবং অন্যান্য ভাষায় তরজমা হইয়াছে। তাঁহার গুলিস্তান্‌ ও বুস্তান সরল ও সরস ফারসী ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া জনসাধারণের নিকটও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ঘজল্‌ জনসাধারণের নিকট ততটা পরিচয় লাভ করে নাই; তাহার কারণ, ইহার ভাষা তুলনায় কঠিন এবং চিন্তাধারাও অতি উচ্চ স্তরের এবং সুফী চিন্তাধারার সহিত ইহার যথেষ্ট সামঞ্জস্য র'হিয়াছে। নিম্নে তাঁহার ঘজলের একটি নিদর্শন দেওয়া হইল :—

ইয়ার্‌ আন্‌ বুবদ্‌ কি খবর্‌ কুনদ্‌ বর্‌ জফায় ইয়ার্‌।
তুর্ক্‌-ই-রদ্বায় খ্বীশ্‌ কুনদ্‌ দর্‌ রদ্বায় ইয়ার্‌॥
গর্‌ বর্‌ বজুদ্‌-ই-'আশিক্‌-ই স্বাদিক্‌ জ.নন্দ্‌ তীঘ্‌।
বিনদ্‌ গুনাহ্‌-ই-খীশ্‌ ব ন-বিনদ্‌ খত্বায় ইয়ার্‌॥
ইয়ার্‌ অজ্‌. বরায় নফস্‌ গিরিফ্‌তন্‌ ত্বরীক্‌ নীস্ত্‌।
মা নফস্‌-ই-খীশ্‌তন্‌ ব-কুশীম্‌ অজ্‌. বরায় ইয়ার্‌॥
ইয়ারান্‌ শুনীদহ্‌-অম্‌ কি ব-য়াবান্‌ গিরিফ্‌তহ্‌ অন্দ্‌।
বী ত্বাক্বৎ অজ্‌. মলামৎ-ই-খল্‌ক্‌ ব জফায় ইয়ার্‌॥
মন্‌ রহ নমী বরম্‌ মগর্‌ আন্‌জা কি কূয় দুস্ত্‌।
মন্‌ সর নমী নিহম্‌ মগর আন্‌জা কি পায় ইয়ার॥

গুফ্‌তী হবায় বাঘ্‌-দর-অয়য়াম্‌-ই-গুল্‌ খুশ্‌-অস্ত ।
মারা বদর্‌-নমী রুবদ্‌ আজ্‌ সর্‌-হবায় ইয়ার ॥
বুস্তান্‌ বী মুশাহদ্‌ দীদন্‌ মুজাহদহ অস্ত্‌।
বর স্বদ্‌ দরখ্‌ৎ-ই-গুল্‌ বনিশানী বজায় ইয়ার্‌ ॥
অয় বাদ্‌ অগর্‌ বগুল্‌শান্‌-ই-রূহানিয়ান্‌ রবী ।
ইয়ার-ই কদীম্‌ রা বরসানী দু'আয় ইয়ার্‌ ॥
হর্‌কস্‌ মিয়ান্‌-ই-জম্‌'অয় ব স্‌'অদী বগুশায় ।
বীগানহ বাশদ্‌ অজ্‌ হম খল্‌ক্‌ আশ্‌নায় ইয়ার্‌ ॥

[সেই প্রকৃত বন্ধু, যে বন্ধুর অত্যাচার (সকল সময়ই) সহ্য করে, (এবং) তাহার বন্ধুর সন্তুষ্টির জন্য নিজের সন্তোষ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। যদি তাহার খাঁটি প্রেমের অস্তিত্বের উপর ধারাল ছুরিকা নিক্ষেপ করা হয়, সে ইহার মধ্যে নিজেরই দোষ দেখে, বন্ধুর কোন দোষ দেখিতে পায় না। কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য বন্ধু গ্রহণ—ইহা ঠিক পথ নহে। আমরা বন্ধুর জন্য কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করিব। শুনিয়াছি, মানুষের তিরস্কার ও বন্ধুর অত্যাচারে অসহ্য হইয়া বন্ধুবর্গ বনে চলিয়া যায়। আমি এমন স্থানে যাইব না যেখানে বন্ধুর চিহ্ন নাই, (এবং) এমন স্থানে আমার লক্ষ্য নির্দেশ করিব না যেখানে বন্ধুর আসর নাই। তুমি বলিয়াছিলে, ফুলের সময় বাগানের হাওয়া বেশ মনোরম, কিন্তু আমার স্মরণ হইতে বন্ধুর চিন্তাই ছাড়াইতে পারি না। যদি বন্ধুর পরিবর্তে নানা ফুলে বাগান সজ্জিত থাকে, তথাপি বন্ধুর সঙ্গ ছাড়া বাগান পরিদর্শন একটা বাহুল্য মাত্র। হে বায়ু, যদি অশরীরীদের বাগানে যাও, তাহা হইলে আমার পুরাতন বন্ধুকে আমার দোয়া জানাইয়া বলিও, সকলই সংঘবদ্ধ রহিয়াছে কিন্তু আমিই এক কোণে বসিয়া আছি—বন্ধুর প্রেমের সহিত পার্থিব জিনিষের কোন তুলনাই হয় না।]

কাবর 'গুলিস্তান্‌' অনেকটা 'কলীলহ্‌ ব দিম্‌নহ্‌'র অনুকরণে লিখা হইয়াছে। এবং পরবর্তী যুগেও গুলিস্তানের অনুকরণে জামী তাঁহার 'বহারিস্তান্‌' এবং কানী তাঁহার 'কিতাব্‌-ই-পরীশন' লিখিয়া গিয়াছেন। গুলিস্তানকে সাহিত্য-বাগানের জ্ঞান-পুষ্প চয়ন বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থকে ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে :—(১) রাজচরিত্র ; (২) সাধক চরিত্র ; (৩) সন্তোষের মূল্য ; (৪) নীরবতার উপকারিতা ; (৫) প্রেম ও যৌবনত্ব ; (৬) দুর্বলতা

ও বার্ধক্য; (৭) শিক্ষার গুণ; এবং (৮) সামাজিক ভদ্রতা। ইহার প্রত্যেকটি অধ্যায়ই সুন্দর সুন্দর উপদেশপূর্ণ গল্পদ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে। নিম্নে দুইটি গল্পের নমুনা দেওয়া হইল। প্রথমটি সাধক চরিত্র সম্বন্ধীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

"এক রাজা একদল সাধুকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। তখন তাঁহাদের একজন রাজসম্মুখে আসিয়া বলিলেন, সম্রাট, বাহ্যিক ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়া আমরা তোমা হইতে ছোট, কিন্তু আরাম বা আনন্দের দিক দিয়া তোমা হইতে বেশী সুখে আছি; মৃত্যুর সময় আমরা উভয়ই সমান, কিন্তু কিয়ামৎ (বা শেষ বিচারের দিন) এর সময় তোমা হইতে আমরা আরো সম্মানিত। বাহ্যতঃ সাধক একজন ছিন্ন বস্ত্র ও জটাধারী মাত্র; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মন জীবিত ও কাম মৃত। সাধকদের পথ হইল—খোদার নাম, তাঁহার গুণগান, তাঁহার বন্দগী ও নমাজ, দান, সন্তোষ ও খোদার ঐক্য চিন্তা, নির্ভরতা' আত্মোৎসর্গ ও সহনশীলতা। যে এই সকল গুণে গুণান্বিত, সেই প্রকৃত সাধক। কিন্তু যদি কেহ সাধকের পোষাক পরিধান করিয়া এবং নমাজের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া, কেবল কামনা চরিতার্থের জন্য রাতদিন সময় অতিবাহিত করে, ঘুমে অচেতন থাকে, যাহা পায় তাহাই খায় এবং যাহা মুখে আসে তাহাই বলে, সে একজন লম্পট, সে কখনও প্রকৃত সাধু নহে।"

দ্বিতীয় গল্পটি 'নীরবতা' শীর্ষক অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"একজন বিজ্ঞ লোক ন্যায়পরায়ণ নৌশীরবান্‌এর দরবারে আলোচনা করিতেছিলেন। প্রধান মন্ত্রী বুযর চমহর্‌ নির্বাক রহিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেন এই আলোচনায় আমাদের সঙ্গে যোগদান করিতেছেন না? তিনি উত্তর করিলেন, 'মন্ত্রীবর্গ চিকিৎসকের ন্যায়; চিকিৎসক রোগী ব্যতীত কাহাকেও ঔষধ প্রদান করেন না; যখন দেখিতেছি যে আপনাদের মতামতই সঠিক আছে, তখন এই বিষয় নিয়া আবার কিছু বলা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।'

সা'দীর গল্পগুলিই কেবল সুন্দর ও উপদেশপূর্ণ নহে, ভাষাও বেশ সরস। তাঁহার গুলিস্তানে এমন অনেক বাক্য আছে, যাহা শ্রুতিমধুরতা ও অর্থের পূর্ণতাহেতু প্রবাদ বাক্যের মত লোকমুখে শুনা যায়। যেমন, পোষাকে যাহারা বড়, তাহারা সকল সময় গুণেও বড় নহে (নিহ্‌ হর্‌ কি ব-কামৎ

মিহ্তর্ ব-ক্বিমৎ বিহ্তর্) ; মহত্ত্বই প্রকৃত সম্পদ, ধন নহে এবং জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতার পরিচয়, বয়স নহে (তবানগরী ব-হুনর্ অস্ত্ নিহ্ ব-মাল্ র বুজ.র্গী ব-'অক্ল্ অস্ত্ নিহ্ ব-সাল্); ইহা অসম্ভব যে জ্ঞানীর স্থান কখনও অজ্ঞানী দখল করিবে (মহাল্ অস্ত্ কি হুনর্মন্দান্ ব-মীরন্দ্ র বী-হুনরান্ জায় ঈশান্ গীরন্দ্); মুক্তা কাদাতে গড়াগড়ি গেলেও ইহার মূল্যের কোন লাঘব হয় না, এবং ধূলা আকাশে উঠিলেও সেই ধূলাই থাকে (গৌহর্ অগর্ দর্ খলাব্ উফ্তদ্ হম্চুনান্ নফীস্ অস্ত্ র ঘব্বার অগর্ বর্ অস্মান্ রুবদ্ হম্চুনান্ খসীস্); কর্মবিহীন জ্ঞানী মধুহীন বোলতার ন্যায় ('আলিম্-ই-বী-'অমল্ জ.ন্বুর্-ই-বী-'অসল্ অস্ত্); এবং বন্ধুরই সঙ্গ করিবে, শত্রুর সংসর্গ কখনও করিও না (খ্বান্-ই-দুস্তান্ বরূব্ র দর-ই-দুশ্মনান্ মকূব্), ইত্যাদি।

গুলিস্তান সংক্ষেপে কবির কলেজ জীবন ও ভ্রমণকাহিনীর অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণরূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তিনি গুলিস্তানে লিখিয়াছেন,

"একজন ইহুদি ও একজন মুসলমান পরস্পর ধর্ম নিয়া এরূপ তর্ক আরম্ভ করিল যে শুনিয়া আমার হাসি পাইল। মুসলমানটি বলিতে লাগিল, 'যে ধর্মপথে আমি চলিয়াছি ইহা যদি সত্যিই ঠিক না হয়, তাহা হইলে, হে খুদা, আমি ইহুদি হইতে প্রস্তুত আছি।' ইহুদি বলিল, 'আমি বাইবেল লইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি আমার পথ ঠিক না হয়, তাহা হইলে আমি তো মুসলমানের মতই।'—যদি এই পৃথিবী হইতে জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায় তথাপি কেহ একবারও ভাবিতে পারে না যে 'আমিই' অজ্ঞান।

গর্ অজ. বসীত্-ই-জ.মীন্ 'অক্ল্ মুন্'অদিম্ গর্দদ্।
বখুদ্ গমান্ নবুরদ্ হীচ্কস্ কি নাদানম্॥

বুস্তান ও গুলিস্তানের মত কতকগুলি গল্পের সমাবেশ। বুস্তানে কবি অনেকটা 'অত্তারের অনুসরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার মস্নবী কাব্যে তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছেন। বুস্তান্ বহ্র্-ই-মুতকারিব ছন্দে লিখিত। তাঁহার এই কবিতা ১০টি অধ্যায়ে বিভক্তঃ (১) ন্যায়পরায়ণতা, সংযম ও জ্ঞান; (২) সততা; (৩) প্রেম; (৪) বিনয়; (৫) রিজা বা সম্মতি; (৬) সন্তোষ; (৭) শিক্ষা; (৮) কৃতজ্ঞতা ও শান্তি, (৯) অনুতাপ ও সাধুতা; এবং (১০) নমাজ। কবি এই সকল নীতি ও চরিত্রগত গুণের বিশ্লেষণ

নানারকম গল্পের সাহায্যে করিয়া গিয়াছেন। 'বিনয়' শীর্ষক অধ্যায় হইতে একটি নমুনা দেওয়া গেল।

যকী কত্‌রহ্-ই-বারান্ জ. অবরী চকীদ্।
খজল্ শুদ্ চূ পিহ্‌নায় দরিয়া বদীদ্॥
কি জায় কি দরিয়া অস্ত্ মন্ কীস্তম্।
গর্-উ-হস্ত্ :হক্‌কা কি মন নীস্তম্॥
চূ খুদ্ রা বচশ্‌ম্-ই-:হক্কারৎ বদীদ্।
স্বদফ্ দর্ কিনারশ্ বজান্ পরূররীদ্॥
সিপহ্‌রশ্ বজায় রসানীদ্ কার্।
কি শুদ্ নামবার্ লূলূ-ঈ-শাহ্‌বার্॥
তরাদ্বু' কুনদ্ হশ্‌মন্দ্ গুজ.ীন্।
নিহদ্ শাখ্-ই-পূর্ মীবহ্, সর্ বর্ জ.মীন্॥

[মেঘ হইতে একটি জলকণা পতিত হইল—ইহা সাগরের বিস্তৃতি দেখিয়া লজ্জিত হইল এই কারণে যে, সমুদ্রের অবস্থার তুলনায় আমি (অর্থাৎ জলকণা) কি ? সমুদ্রের অস্তিত্বের মধ্যে আমার অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহা নিজেকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিল বলিয়া ঝিনুক ইহাকে প্রাণপণে নিজের কোলে প্রতিপালন করিল। প্রকৃতি এরূপ ভাবেই কার্য্য সমাধা করিল যে, ইহা প্রসিদ্ধ রাজোচিত মুক্তায় পরিণত হইল। জ্ঞানী ব্যক্তি নম্রতাই পছন্দ করে, ফলযুক্ত শাখাই মাটিতে তাহার মাথা নত করে।]

স'অদীর মৃত্যু তারিখ সঠিক কেহই বলিতে পারে না। তিনি ১২৯১ হইতে ১২৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয় এবং শীরাজ্ নগরেই তাঁহার সমাধি স্থাপিত হয়। তাঁহার সমাধিস্থান 'স-'অদিয়হ' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কমালুদ্দীন্ ইস্‌ম'ঈল্—খল্লাক্-ল্ ম'অনী (অর্থাৎ সাহিত্য-রস সৃজনকারী) নামে প্রসিদ্ধ কমালুদ্দীন্ ইস্‌ম'ঈল্, জমালুদ্দীন্ মঃহম্মদ্ 'অব্দ্-র রজ্জ.াক্ ইস্ফহানীর পুত্র। তিনি ১৩ শতাব্দীর 'ইরাকের একজন প্রসিদ্ধ কস্বীদ কবি। তাঁহার পিতাও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে।

কমালুদ্দীন্ খ্বারজ.ম সম্রাট, পারস্যের অতাবেক সম্রাট ও ত্ববরিস্তানের রাজন্যবর্গদের উদ্দেশ্যে প্রশংসা-সূচক কবিতা গাহিয়া গিয়াছেন। এই কবি নিজের চক্ষে মোঘল্‌দের নৃশংস অত্যাচারেরর দৃশ্য দেখিয়াছেন এবং অবশেষে তাহাদেরই নিষ্ঠুর হস্তে ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কিছুকাল পরে নিহত হন।

কমালুদ্দীন্ কস্বীদ লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, তাঁহার অন্যান্য কবিতাও কোন অংশে হীন নহে। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার নিজহস্তে রক্তাক্ষরে লিখিত নিম্নলিখিত রুবায়ীটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দিল্ খূন্ শুদ্ ব শর্ত্ত-ই-জান্‌গুদাজ.ী ঈন্ অস্ত্,
দর্ ঃহদ্বরৎ-ই-তূ কমীন্ বাজ.ী ঈন্ অস্ত্।
বা ঈন্ হম হীচ্ দম্ নমী বায়িদ্ জ.দ্;
শায়িদ্ কি তুরা বন্দ-নরাজ.ী ঈন্ অস্ত।

[মনপ্রাণ বিষাদে ভরপুর; কারণ আত্মোৎসর্গের ইহাই যে (পরম-) চুক্তি;—(আর.) তোমার নিকট ইহা তো খেলা মাত্র! ইহা সত্বেও কিছু বলিবার নাই;—সম্ভবতঃ ভক্ত-আপ্যায়নের ইহাই রীতি।]

কমালুদ্দীন্ তাঁহার কস্বীদ বা প্রশংসাসূচক কবিতার ন্যায় হিজু (ব্যঙ্গ বা নিন্দার্থক) কবিতায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এক বখীল্-(বা অর্থগৃধ্নু কৃপণ) কে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত নিম্নলিখিত হিজুটি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জ. মর্দ্-ই-ফাণী বারর কুনম্ অগর্ গোয়িদ্;
কি মন্ বখ্বান-ই-খুদ্ মী খূরম্ ত্বরাম্-ই-ঃহলাল্।
নি আন্ কি মাল্-ই-ঃহলাল্ অস্ত্ মর্দ্-ই-ফাণীরা;
কুদাম্ মাল্ কি উ দারদ্ ব কুদাম্ ঃহলাল্।
বলে জ. মুম্‌সিকী আন্ গাহ্ মাল্-ই-খীশ্ খ্বুরদ্;
কজ.্ ইদ্বত্বরার্ মরাদ্ রা শুরদ্ হরাম্ ঃহলাল্।

[যখন হতভাগ্য বলে যে আমার নিজ গৃহে আমি হলাল্ (পবিত্র বা ধর্মসম্মত) খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা আমি বিশ্বাস করি—এইজন্য নয় যে তাহার নিকট হলাল-অর্থ আছে। কারণ, তাহার (অর্থগৃধ্নুর) অর্থ আবার কি করিয়া হলাল হইতে পারে? তবে কৃপণ কৃপণতা বশতঃ তাহার অর্থ তখনই আস্বাদ করে, যখন দারিদ্র্য-পীড়নে হরাম (অপবিত্র-খাদ্য)ও হলালে রূপান্তর লাভ করে।]

তাঁহার কসীদ কবিতা শব্দালঙ্কার, অর্থ-ব্যঞ্জনা ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইলেও, ঘজ.ল্-কবিতায় কমালুদ্দীন্ সরলতা, সরসতা ও রসব্যঞ্জনার অপূর্ব সমাবেশ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

রূয়ে জ.-আন্ খূবতর্ তৱানদ্ বূদ্ ?
হান্ বগোয়িদ্ অগর্ তৱানদ্ বূদ্।
আন্ চুনান্ নাজি.ক্ ৱ চুনান্ শীরীন ;
লব্ নবাশদ্ শকর্ তৱানদ্ বূদ্।

[মুখশ্রী কি ইহা হইতেও সুন্দর হইতে পারে? হাঁ, যদি হয়, তবে অবশ্যই বলিবে। এইরূপ কোমল ও এইরূপ সুমিষ্ট? ঠোঁট হয় না, চিনি এইরূপ হইতে পারে।]

জলালুদ্দীন রূমী—হুসয়ন্-অল্-খত্বীবীর পৌত্র এবং সুল্ত্বান্-অল্-'উলিমা বহা-উদ্দীন্ মহম্মদ্-এর পুত্র সুফী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মৌলানা জলালুদ্দীন্ মহম্মদ্ ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে তখনকার যুগের শিক্ষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল বল্খ্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সুল্ত্বান্-অল্-'উলিমা (জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ) উপাধিধারী তাঁহার পিতা মহম্মদ্ বিন্ হুসয়ন্, বহা-উদ্দীন্ নামে প্রসিদ্ধ হন। কথিত আছে যে, বহা-উদ্দীন্ খ্বারজ.ম্ সম্রাট 'আলা-উদ্দীন্-এর কন্যার দৌহিত্র ছিলেন। তিনি শীঘ্রই জ্ঞান ও সাধনায় একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং সুফীতত্ত্ব ও ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার এই প্রসিদ্ধিতে হিংসা-পরবশ হইয়া কোন কোন রাজকর্মচারি তাঁহার বিরুদ্ধে তখনকার বিভ্রান্ত খ্বারজ.ম্ সম্রাটের নিকট আরজী পেশ করিল যে, বহা-উদ্দীনের এই নূতন ধর্মপ্রচারের মূলে রাজসিংহাসন অধিকার করিবার গোপন ইচ্ছা রহিয়াছে। খ্বারজম্ সম্রাট বহা-উদ্দীন্‌কে রাজদরবারে ডাকাইলেন, এবং তিনি রাজসন্দেহ অপসরণার্থ নিজেই বল্খ্ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পূর্বে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিলেন যে, শীঘ্রই অরাজকতা ও বিদেশীয়দের অত্যাচারে জনসাধারণের অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইবে, এবং প্রকৃতই মোঘলদের অত্যাচারে দেশ সেই সময়ে একেবারে বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল।

বহা-উদ্দীন্ তাঁহার পুত্র জলালুদ্দীন্ সহ হজ করিবার জন্য বাঘ্‌দাদ্ হইয়া মক্কা যাত্রা করিলেন। জলালুদ্দীন্ তখন সামান্য ছেলে মাত্র।

বাঘ্‌দাদে প্রসিদ্ধ সুফী শিহাব্-উদ্দীন্ 'উমর্ সহর্‌ৱর্দীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ; এবং কথিত আছে যে, হজ পথে তাঁহারা সুফী কবি ফরীদুদ্দীন্ 'অত্তারের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বহা-উদ্দীন্ তাঁহার ছেলের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে, কবি ও সাধক ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন যে জলালুদ্দীন্ একজন শ্রেষ্ঠ সাধক ও জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং এই সাক্ষাৎ উপলক্ষে তিনি জলালুদ্দীনকে তাঁহার 'আস্‌রার্-নাম' উপহার দেন।

হজ সমাপনান্তে তাঁহারা 'মলাত্তিয়'তে উপস্থিত হইলেন ও সেখানে প্রায় ৪ বৎসর কাল অতিবাহিত করার পর 'লারিন্দ'তে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং এই লারিন্দতেই জলালুদ্দীন্ পিতার অনুমতিক্রমে তাঁহার ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৌহর্ খাতূন্ নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এবং তথায় গৌহর্-খাতূনের দুই পুত্র লাভ হয়। লারিন্দ তখন এশিয়া মাইনরের সল্‌জুকীয় সম্রাটদের রাজধানী ছিল। তথায় ৭ বৎসর কাল অতিবাহিত করার পর বহা-উদ্দীন্ সুলতান্ 'অলাউদ্দীন্ কয়কুবাদ্-(১২২০—১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ)এর অনুরোধে 'কৌনীয়' (Incomium)তে গিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং তথায় ধর্ম ও সাহিত্য আলোচনায় মনোনিবেশ করেন।

জলালুদ্দীন্ তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। পরে ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার পিতার প্রিয় শিষ্য ও ছাত্র বুর্‌হানুদ্দীন্ তিব্‌রীজ়্-এর অধীনে সুফীতত্ত্ব ও ধর্ম শিক্ষা করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এবং প্রায় ৯ বৎসর কাল তাঁহার অধীনে থাকিয়া নানা তত্ত্ব ও শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। তারপর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সাক্ষাৎ লাভ ও তাঁহাদের নিকট হইতে আরো জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে নানা দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং শিরিয়া, হলব্, দামস্কাশ প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আবার কৌনীয়তে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তথায় ফিরিয়া আসিয়া আবার নিজেকে ধর্ম ও শাস্ত্র আলোচনায় নিয়োজিত করিলেন। একদিন শিষ্যদের সহিত ভ্রমণকালে হঠাৎ বিখ্যাত সাধক ও সুফীতত্ত্ববিদ্ শম্‌স্-উদ্দীন্ বিন্ 'অলী বিন্ মলিক্‌দাদ্ তিব্‌রীজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া জলালুদ্দীন্ তাঁহাকে

পীর বা গুরুরূপে বরণ করিলেন। ১২৪৪ সনে তাঁহাদের এই সাক্ষাৎ হয় এবং পীর সাগরিদকে নিজের সম্মুখে রাখিয়া সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পরে জনসাধারণ শম্স্-উদ্দীনের প্রতি কোন কারণে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে গোপনে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ফলে দেখা গেল যে, সেই হত্যা ব্যাপারে জলালুদ্দীনের প্রথম পুত্র 'অলা-উদ্দীন্ আহত হইলেন এবং শম্স্-উদ্দীন্ তথা হইতে আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

শম্সুদ্দীনের অন্তর্ধানের পর জলালুদ্দীন্ তাঁহার অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। শম্সুদ্দীনের গায়েব হওয়ার পর তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিরহের পরিমাপক-স্বরূপ জলালুদ্দীন অনেক ঘজ.ল্ তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখেন। সেই ঘজ.লের সমষ্টির নামকরণ হইয়াছে 'দীৱান্-ই-শম্স্-ই-তব্রীজ.্'।

শম্সুদ্দীনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে জলালুদ্দীনের শিষ্যবর্গের মধ্যে শোকচিহ্ন স্বরূপ এক পোষাক পরিধানের প্রচলন হয়। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই ক্রমে ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয় এবং তাহার নাম হয় 'মৌলৱিয়' ধর্ম সম্প্রদায়। এই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন মৌলানা রূমী এবং তাঁহার কর্মসচিব হিসাবে স্বলাঃহ্-উদ্দীন্ ফরীদুন নিযুক্ত হইলেন। ফরীদুন তাঁহারই গুরুভাই ছিলেন এবং তাঁহারা একসঙ্গে প্রায় বার বৎসর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পর ফরীদুন প্রাণত্যাগ করেন। তারপর ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঃহুসামুদ্দীন্ কর্মসচিব নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা একসঙ্গে ১১ বৎসর কাজ করার পর জলালুদ্দীন্ ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন এবং ঃহুসামুদ্দীন আরো ১২ বৎসর জলালুদ্দীনের পদে অভিষিক্ত হইয়া সকল কাজ সম্পাদন করেন।

এই ঃহুসামুদ্দীনের অনুরোধ ও উপদেশ ক্রমেই জলালুদ্দীন্ তাঁহার বিখ্যাত 'মস্.নৱী-ই-মন'ৱী' (আধ্যাত্মিক কাব্য) রচনা করেন। মস্.নৱী-ই-মন'ৱী ছয় খণ্ডে বিভক্ত এবং ইহাতে প্রায় ২৬০০০ শ্লোক বা বয়ৎ আছে। কবি ইহাতে কোরানের নানাগল্প ও অয়াৎ, অন্যান্য মনীষীদের বাণী ও তখনকার প্রচলিত উপদেশ পুর্ণ গল্পাদির সাহায্যে সুফীতত্ত্ব প্রকাশ করিতে সযত্ন হইয়াছেন। ঃহুসামের যত্ন ও আগ্রহেই ইহার রচনা হইয়াছিল বলিয়া,

ইহাকে কবি সময় সময় ':হুসাম্-নাম' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। ইহা রমল্ ছন্দে লিখিত।

:হুসামের মৃত্যু হয় ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার মৃত্যুর পর মৌলবীয় সম্প্রদায়ের কার্যভার জলালুদ্দীনের পুত্র সুলত্বান্ ৱলদ্-এর হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি ৩০ বৎসর কাল এই কার্যভার সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করার পর প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণই ইহা পরিচালনা করিয়া যাইতে থাকেন। এই কমকর্তাদের উপাধি হইল 'চেলিবি'। এই মৌলবী সম্প্রদায় এখন পর্য্যন্তও বর্তমান আছে এবং প্রসিদ্ধ কবি শেখ্ ঘালিব্ কোন সময় ইহার কর্মকর্তা ছিলেন। কৌনিয়-তে প্রতিষ্ঠিত জলালুদ্দীনের সমাধিস্থান 'ক্কুব্বহ্-ই-খজ্রা' এখনও পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বর্তমান আছে।

মৌলানা রূমীর পুত্র তুর্কী সাহিত্য ও কবিতা লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তাঁহার ফারসী কবিতারও উল্লেখ আছে। তাঁহার লিখিত মস্.নবী কাব্য 'ৱলদ্-নাম'-তে তাঁহার পিতা ও অন্যান্য সাধকদের জীবন সম্বলিত সুফীতত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। কথিত আছে, তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার পিতা কর্তৃক কথিত মস্.নবী-মনবীর সপ্তম খণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কোন নিদর্শন বর্তমানে পাওয়া যায় না।

মৌলানা রূমীর মস্.নবী ও দীৱান্ ছাড়া আর একটি গদ্য সাহিত্যেরও উল্লেখ আছে। ইহার নাম 'ফীহি মা ফীহি'। ইহা মৌলানা রূমীর আলাপ আলোচনা ও উপদেশ সংগ্রহ মাত্র। ইহা সংগ্রহ করেন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান তাঁহারই এক শিষ্য ম'য়নুদ্দীন্-পরৱানা।

রূমীর কাব্য ও সাহিত্যাদি সুফীজগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার মস্.নবীকে অনেক সময় 'ফারসী সাহিত্যে কোরান' (হস্ত্ ক্কুরান্ দর্ জ.বান্-ই-ফারসী) বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। তাঁহার দীৱান্ ও মস্.নবী উভয়ই সুফী সাহিত্যের অপূর্ব রত্ন ভাণ্ডার। দীৱান্ ভাবের উচ্ছ্বাসের জলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহাতে শম্সুদ্দীনের মধ্য দিয়া খোদার অপুর্ব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি ভাবের উচ্ছ্বাসে খোদাকে সোজাসুজি আমাদের সম্মুখে আনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; কখনও চিন্তা করিয়া দেখেন নাই জনসাধারণ তাহার কতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই জন্য দীৱান

অনেক সময় কতকটা দুরূহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মস্.নবী সাধারণ মানুষের বুঝিবার উপযুক্ত করিয়াই লেখা হইয়াছে। সেইজন্য ইহাতে যে কোন সুফীতত্ত্ব প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম ব্যাখ্যা ও উপমার সাহায্যে ইহাকে সহজ করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে তাঁহার দর্শনকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। এক আল্লাতালা ছাড়া আর কেহ নাই। মানুষ তাঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র। মানুষের মধ্যেই খোদার অপূর্ব রূপ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। মানুষ কামনার বশবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পরমাত্মা-খোদা হইতে তাঁহার বিচ্যুতি হয়। চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা কামনাকে বশ করিতে পারিলেই সেই পরমাত্মায় আবার মিলিত হইয়া যায়। মানুষ কামনার বশবর্তী বলিয়াই তাহার সম্মুখে নানা রূপ ও ইহাদের সুখদুঃখ মিশ্রিত কার্য্যাবলীর প্রকাশ দেখিতে পায়। তবে খোদা যে চির-নূতন, শাশ্বত ও সনাতন, তাহা তাঁহার প্রকৃষ্ট রূপের একটা তুলনা ও রূপক মাত্র। তাঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করার অর্থই হইল তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে এক হইয়া যাওয়া। তখন আর তাঁহাকে বর্ণনা করিবার জন্য থাকিবেই বা কে এবং বর্ণনা করিবেই বা কে? কবি মস্.নবীতে গাহিয়াছেন,

মা কিয়িম্ অন্দর্ জহান্-ই-পীচ্-পীচ্।
চূ আলিফ্ উ খুদ্ চি দারদ্—হীচ্, হীচ্॥

[এই জড়ীভূত পৃথিবীতে আমরা কি? আলেফ্ এর মত তিনির সম্মুখে আমাদের আবার কি অস্তিত্ব? কিছুই না, কিছুই না।]

কবি আরো বলিতেছেন,

জুম্লহ্ ম্'অশূক্-অস্ত্ ব 'আশিক্ পরদয়ি।
জি.ন্দহ্ ম্'অশূক্-অস্ত্ ব 'আশিক্ মর্দয়ি॥

[প্রেমাস্পদই এক সত্য জিনিষ, প্রেমিক তাঁহার আবরণ মাত্র; প্রেমাস্পদই জীবিত, প্রেমিক তো তাঁহার নিশ্চট মৃত।]

তাঁহার 'ফীহি মা ফীহি'তে প্রসিদ্ধ সুফী সাধক :হল্লাজের 'অন্. অল্ :হক্ (আমিই সত্য বা আল্লা), এই বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন, যখন একটি মক্ষিকা মধু মধ্যে পতিত হয়, তখন ইহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং কোন অংশই আর নড়িতে পারে না। সেইরূপ

'ইস্তিঘ্‌রাক্' (খোদার প্রতি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ) এর অবস্থা তখনই বলা যাইতে পারে, যখন নিজের অস্তিত্বের কোন খেয়ালই মানুষের থাকে না। কোন কর্মই তখন আর তাহার নিজের বলিয়া মনে করিতে পারে না। যদি সে তখনও এই জীবন-সমুদ্রে সংগ্রামই করিতে থাকে এবং ক্রন্দন করিয়া বলে, 'আমি জলমগ্ন হইতেছি, তাহা হইলে সে আর 'ইস্তিঘ্‌রাক্' অবস্থায় নয়। ইহাই 'অন্-অল্ ঃহক্' এর প্রকৃত অর্থ। সাধারণে এইরূপ কথার দাবীকে অহঙ্কারের চিহ্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে 'অন্-অল্-'অব্দ' (আমি তাঁহার দাস) বলিয়া দাবী করে, সেই প্রকৃত অহঙ্কারী। 'অন্-অল্-ঃহক্' অতি বিনয়ের একটি প্রকৃষ্ট প্রকাশ। যে 'আমি তাঁহার বান্দা' এই বলিয়া দাবী করে, সে দুইটি অস্তিত্বের স্বীকার করিতেছে,—তাহার নিজের ও আল্লাতালার। কিন্তু যে ব্যক্তি 'আমিই আল্লা', বলিয়া দাবী করিতেছে, সে এক খোদার অস্তিত্বেই কেবল স্থির বিশ্বাস করিতেছে, এবং তাহার নিজের অস্তিত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দিয়াছে—'আমার কোন অস্তিত্বই নাই, কেবল এক তিনিই আছেন, আর তাহা ছাড়া কিছুই নাই'। ইহা বিনয়ের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।"

যদিও খোদার প্রকৃত স্বরূপ ও প্রকাশ কবি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে যথেষ্ট যত্নবান হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে অবশেষে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সেই পরম সত্য খোদাকে কোন বাক্য দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই। কবি মস্.নবীতে গাহিয়াছেন,

গর্ তরহ্.হুম মী কুনদ্ উ 'ইশ্ক্-ই ধ.াৎ।
ধ.াৎ নবুব্বদ্ রহম্-ই-অস্‌মা র স্বফাৎ॥
রহম্ জ.ায়দহ্ জ. অউস্বাফ্ র ঃহদ্-অস্ত্।
ঃহক্ নজ.ায়দহ্ অস্ত্ উ লম্ ইউলদ্ অস্ত্॥

[যদি কেহ মনে করে যে, সে খোদার সত্তার প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু (আমাদের জানা উচিত যে) তাঁহার (খোদার) সত্তা কোন নাম ও গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। (খোদার) চিন্তাধারা গুণ ও বর্ণনার মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে বা আবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু খোদার কোন জন্ম নাই, তিনি 'লম্ ইউলদ্'।]

কবি মানুষের জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,

য়ক্ ক়দম্ জ.দ্ আদম্ অন্দর্ ধোক্-খীশ্।
শুদ্ ফিরাক্-ই-স্বদ্র্-ই জিন্নৎ ত্বোক্-ই-নফ্স্॥

[আদম্ রিপুর লিপ্সা-রাজ্যে একপদ অগ্রসর হইয়াছিল, এবং এই কামনার শাস্তিস্বরূপ বেহেস্ত বা জিন্নৎ হইতে তাহার বিচ্যুতি হইয়াছিল।]

মানুষের এই পৃথিবীতে জন্ম তাহার সেই হৃতরাজ্যে পুনঃ প্রবেশের আপ্রাণ চেষ্টা মাত্র। যতক্ষণ না সে তাহার সেই স্থায়ী রাজ্যে আবার প্রবেশ করে, তাহার হৃদয়ে বিরহের আগুণ সকল সময়ই জ্বলিতে থাকে এবং মানুষের প্রতি কার্য্যে সেই বিরহেরই ক্রন্দন কেবল ধ্বনিত হইতেছে। মস্.নবীর প্রথম পৃষ্ঠায়ই দেখিতে পাই,

বশ্.নু অজ.্ নয় চূ িহকায়ৎ মী কুনদ্।
অজ.্ জুদায়িহা শিকায়ৎ মী কুনদ্॥
কজ.্ নয়স্তান্ তা মরা ববুরীদহ্ অন্দ্।
অজ.্ নফীরম্ মরদ্ ব জ.ন্ নালীদহ্ অন্দ্॥

[শুন, বাঁশী (মানব-হৃদয়) কেমন তাহার বিরহ বেদনার কাহিনী শুনাইতেছে; আমাকে যখন বাঁশীব আদিমস্থান হইতে ছেদ করিয়া লইয়া আসা হইল, আমার বাঁশীর স্বরে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ক্রন্দন করিতেছে।]

সুফী কবিতা প্রেমের মূর্ত প্রকাশ। প্রেম বা খোদার-ইবাদৎই তাঁহার নিকট অগ্রসর হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কবি বলিতেছেন,

'ইশ্ক্-ই-উ পয়দা ব ম'অশূকশ্ নিহান্।
ইয়ার্ বীরূন্ ফিত্বনয়ী উ দর্ জহান্॥

[(এই পৃথিবী) তাঁহার প্রেমের প্রকাশ মাত্র এবং তিনি লুক্কায়িত রহিয়াছেন। বন্ধু (খোদা) বাহিরে এবং তাঁহার লীলাতেই পৃথিবী ভরপুর।]

আমাদের খোদার লীলা বা কার্য্যাবলীর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া, তাঁহার প্রতিই আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কবি গাহিয়াছেন,

মিল্লৎ-ই-'ইশ্ক্ আজ.্ হম দীন্হা জুদা-স্ত।
'আশিকান্রা মিল্লৎ ব মধ্হব্ খুদা-স্ত॥

[প্রেমের ধর্ম অন্যান্য ধর্ম হইতে পৃথক, প্রেমিকদের ধর্ম ও সম্প্রদায় সকলই এক আল্লাতালা।]

রুমীর খোদা কোন সম্প্রদায় বিশেষের খোদা নহেন, বা তাঁহার ধর্মের মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতার আভাস নাই। মুসা ও মেষপালকের গল্পে আছে, এক মেষপালক তাহার খোদার মধ্যে রূপ আরোপ করিয়া তাঁহার নমাজ বা ইবাদৎ করিতেছিল; ইহাতে মুসা তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, খোদা অরূপ, তাঁহার এইরূপভাবে নমাজ বা ইবাদৎ মস্ত বড় অন্যায়। তখন ওয়াহী (রহী) বা দৈববাণী হইল,

মা জ.বান্ রা নিগরীম্ ব কাল্ রা।
মা দরূন্ রা নিগরীম্ ব হাল রা॥
তূ বরায় রস্বল্ কর্দন্ আমদী।
নিহ্ খূদ্-অজ. বহর্-ই-বরীদন্ আমদী॥

[আমরা ভাষা বা বাক্যের প্রতি খেয়াল করি না, আমরা মানুষের অন্তর্নিহিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি। তুমি মানুষকে আমাদের সহিত মিলিত করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ, আমাদের হইতে দূরে তাহাদের রাখিতে অবতীর্ণ হও নাই।]

রুমীর দীবান্ হইতেও দুই একটি ঘজ.লের উল্লেখ করা হইল। মানুষের প্রকৃত প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি নির্ভীকতার সহিত গাহিয়াছেন,

মকানম্ লা মকান্ বাশদ্ নিশানম্ বী নিশান্ বাশদ্।
নহ্ তন্ বাশদ্ নহ্ জান্ বাশদ্ কি মন্ অজ. জান্-ই-জানানম্॥
নহ্ অজ.-দীনী নহ্ অজ. 'উক্.বা নহ্ অজ. জন্নৎ নহ্ অজ. দূজখ্।
নহ্ অজ. আদম্ নহ্ অজ. হওআ নহ অজ. ফর্‌দৌস্ ব রিদ্‌ৱানম্॥

[আমার স্থান ও লক্ষ্য রূপ ও সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহা দেহ নয়, আত্মা নয়, কারণ আমি প্রেমাস্পদের আত্মা হইতে উদ্ভূত। আমার কোন ধর্ম নাই, কোন পরকাল নাই, কোন স্বর্গ বা নরক নাই। আমি প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী হইতে উদ্ভূত নহি, অথবা স্বর্গ ও ইহার নন্দন-কানন হইতে জাত নহি।]

মানুষের খোদাত্বই প্রকৃত বিকাশ। কিন্তু সেই পূর্ণ অবস্থায় পৌছিবার পুর্বে সেই পরম-অবস্থার বর্ণনা কখনও মানুষ করিতে পারে না। সেইজন্য খোদাকে জানিতে হইলে আমাদের উচিত, তাঁহার অবস্থায় পৌছিতে যত্নবান

হওয়া। ইহাই সকল জীবন ও ধর্মের পরম আদর্শ। কবির অন্য একটি ঘজ.লে রহিয়াছে,

চুন্ রূঃহ্ দর্ নজ্জারহ্ ফণা গশ্‌ৎ ঈন্ বগুফ্‌ৎ।
নজ্জারহ্-ই-জমাল্-ই-খুদা জুজ্ খুদা নকরুদ্॥
ঈন্ চশ্‌ম্ র আন্ চিরাঘ্ দূ নূর্-অন্দ্ হর্ য়কী।
চু ঈন্ বহম্ রসীদ্ কসী শান্ জুদা নকরুদ্॥

[যখন কোন আত্মা ইবাদতের মধ্য দিয়া তাহার নিজকে হারাইয়া ফেলে, তখন সে ইহাই বলে, খোদার সৌন্দর্য্যের ধ্যান কেবল খোদাই করিতে পারে। এই চক্ষু ও সেই আলো উভয়ই এক জ্যোতির অন্তর্ভুক্ত। তাহারা উভয়ই যখন এক হয়—কেহই আর তাহাদের বিভক্ত করিতে পারে না।]

স্থফী সাহিত্যে মৌলানা রুমীর স্থান সর্বোচ্চে। তাঁহার রত্ন ভাণ্ডারের তুলনা হয় না। ভাষা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ঃহাফিজ্. রূপক স্থষ্টিতে ও ছন্দের বাহাদুরীতে রুমীকে হার মানাইয়াছে, কিন্তু ভাব-সামগ্রীর পরিবেশনে তিনি অপরাজেয়। তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা কবির ভাষায় এই বলিয়াই তাঁহার আলোচনা সমাপ্ত করিব যে,

গর্ বরীজ.ী বঃহর্ রা দর্ কূজ.য়ি।
চন্দ্ গুঞ্জদ্ কিস্‌মৎ-ই-য়ক্ রূজ.য়ি॥

[যদি সমুদ্রকে এক কুঁজোতে ভর্ত্তি করিবার চেষ্টা করা হয়, সেই কুঁজো একদিনের অংশের বেশী কখনই গ্রহণ করিতে পারিবে না।]

—সেইরূপ রুমীর দর্শন ও সাহিত্য যদিও গভীর ভাবপূর্ণ, তথাপি আমরা তাঁহার কতটুকুই বা ধারণা করিতে পারি! তাঁহার মস্.নবী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

গর্ বগূয়ম্ শর্‌হ্-ঈন্ বীঃহদ্ শুবদ্।
মস্.নবী হফ্‌তাদ্ মন্ কাঘজ.্ শুবদ্॥

[যদি ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতে যাই, সাত মণ কাগজের সাহায্যেও মস্.নবীর বর্ণনা শেষ করা যাইবে না।]

'ইরাকী—'ইরাকী নামে প্রসিদ্ধ ফখরুদ্দীন ইব্রাহীম্ হমদন্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই প্রেমোন্মাদ ছিলেন। এবং প্রসিদ্ধ স্থফী কবি জামীর মতে অতি শৈশবকালেই স্থমিষ্টস্বরে নির্ভুল উচ্চারণ সহকারে

কোরান আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কথিত আছে, যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর, তখন একদল কলন্দর (বা ভ্রমণশীল দরবেশী ফকীর) হমদন সহরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুপুরুষ যুবক দরবেশও ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া 'ইরাকী এই দলের সঙ্গে একযোগে ভারতে আগমন করেন এবং তথায় মুলতানে প্রসিদ্ধ সুফী শেখ্ বহাউদ্দীন্ জ.করিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুর ধর্মপ্রবণতায় মুগ্ধ হইয়া 'ইরাকী তাঁহার কাব্যের একস্থলে লিখিয়াছেন,

পুর্‌সী অগর্ অজ্. জহান্ কীস্ত্ ইমামুল্-অনাম্ ;
নশনবী অজ্. আস্‌মান্ জুজ্. জ.করিয়া জবাব্।

[যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, এই পৃথিবীতে কে মানব-গুরু ?—'জকরিয়া' ব্যতীত আর কোন উত্তর আকাশ হইতে শুনিতে পাইবে না।]

জকরিয়াও তাঁহার খোদা-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে তাঁহার কন্যাকে সম্প্রদান করেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকেই তাঁহার শিষ্যবর্গের উত্তরাধিকারী গুরুরূপে নির্বাচন করেন। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য শিষ্যবর্গ ইহা ঠিক ন্যায়সঙ্গত মনে না করায়, তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া মক্কা ও মদিনা পরিদর্শন করেন। তৎপর এশিয়া মাইনরের দিকে রওনা হন। 'কোনিয়' শহরে শেখ্ মহীউদ্দীন ইব্‌নুল্-'অরবীর শিষ্য শেখ্ স্বদ্‌রুদ্দীন্-এর আশ্রয়ে তাঁহার বিখ্যাত 'লম'আৎ' নামক সুফী-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জলালুদ্দীন্ রূমীর শিষ্য ম'ঈনুদ্দীন্ পর্‌বনরও তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। কথিত আছে তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পরবন তাঁহার জন্য তূকৎ শহরে একটি খান্‌কাহ্ (বা মঠ) প্রতিষ্ঠিত করেন। পর্‌বনর মৃত্যুর পর 'ইরাকী মিশরে গমন করেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া সিরিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। এই উভয় স্থানেও তিনি অন্যান্য স্থানের ন্যায় ধার্মিক ও রাজন্যবর্গ কর্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। অবশেষে ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দামস্কস শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

বস্তুতঃ 'ইরাকী প্রসিদ্ধ আরবী সুফী কবি ইব্‌নুল্ 'অরবীর ভাবশিষ্য ছিলেন। ঘজ.ল ও অন্যান্য কবিতা সম্বলিত তাঁহার দীবান্ 'অরবীর সুফীতত্ত্বই মাত্র বিশ্লেষণ করিয়াছে। তিনি 'উশ্‌শাক্-নাম (বা প্রেমিকদের চরিত্র কথা) নামক একটি মস্‌নবী কাব্যও লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'ইরাকী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার লম'আৎ নামক গদ্য-গ্রন্থ

লিখিয়া। আর ইহারই ব্যাখ্যারূপে প্রসিদ্ধ সুফী কবি জামীর অশি'অতুল্-লম'আৎ সুফী দর্শনের একটি গভীর তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। লম'আৎ বস্তুতঃ আরবী ও ফারসীর সুন্দর সুন্দর উদ্ধৃতি সহ সদীর গুলিস্তানের ন্যায় গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত সুফীতত্ত্বের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ২৮টি অধ্যায় বা বিদ্যুৎ-ছটার মধ্যে দিয়া কি অপূর্ব রসব্যঞ্জনার সহিত খোদা-প্রেমের উৎকর্ষ ও বিকাশ বর্ণনা করা হইয়াছে! উদাহরণস্বরূপ প্রেমের প্রকৃষ্ট সত্তা সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি বয়ৎ উদ্ধৃত হইল :

য়ক্ 'অঈন্-ই-মুতফিফ্ক্ কি জ্ উ ধর-ই-নবুদ্ ;
চুন্ গশ্ত্ জাহির্ ঈন্ হম অঘিয়ার্ আমদহ্।
অয় জাহির-ই-তূ 'আশিক্ ও ম্'অশূক্ বাত্বিনৎ ;
মত্ব্লুব্ রা কি দীদ্ ত্বলব্গার্ আমদহ্।

[সেই এক প্রকৃষ্ট সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহার প্রকাশ-মুহূর্তেই সকল 'অন্যান্য' আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হয়। প্রেমিক তোমার প্রকাশ-রূপ, আর প্রেমিকা অরূপের স্বরূপ; যে তাহার আদর্শকে লাভ করিয়াছে, সে আবার তাঁহার উপস্থিতির কি কামনা করিবে?]

আমীর্ খস্রূ—গজ্‌নবীয় সম্রাটদের ভারত আক্রমণের পর হইতেই আমাদেব এই ভারতে ফারসী সাহিত্যের আমদানীও আরম্ভ হয় এবং ইহার চর্চা মুসলমান রাজদরবারে বিশেষভাবে চলিতে থাকে। আমীর খস্রূর পিতা আমীর্ সয়ফুদ্দীন মঃহমূদ্-এর আদিম বাসস্থান তুর্কিস্তানের অন্তর্গত কুশ্ শহরে অবস্থিত ছিল, পরে মোঘল্‌দের অত্যাচারে সেখান হইতে পলায়ন করিয়া ভারতে চলিয়া আসেন ও পাতিয়ালা নগরে বসতি স্থাপন করেন। এই পাতিয়ালাতেই কবি আমীর খস্রূ ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে ও গান গাহিতে সিদ্ধহস্ত হন। আমীর খস্রূ ভারতের প্রসিদ্ধ সুফী নিজামুদ্দীন্ অউলিয়র সান্নিধ্য লাভের সুযোগ এবং তাঁহার নিকট হইতে সুফী তথ্যাদির বিষয় অবগত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাছাড়া ঈরানের প্রসিদ্ধ কবিদের, যেমন সনায়ি, নিজামী ও স'অদীর প্রভাব তাঁহার কবিতা ও ভাবধারাকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

আমীর খস্রুর দীরান্ (কাব্যগ্রন্থ)-কে ৫ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: (১) তুঃহ্ফতু-স্ স্বঘীর্—ইহা তাঁহার বাল্যকালে লিখিত কবিতার সমষ্টি। ইহাতে কস্বীদ, ঘজ.ল্ ও তর্জী'বন্দ্ প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ আছে, এবং ঘিয়াসু.-দ্দীন্ বল্বন্ (১২৬৫—১২৮৭), তাঁহার পুত্র ও শেখ্ নিজামু-দ্দীন্ অউলিয়র উদ্দেশ্যে অনেক কবিতা তথায় লেখা হইয়াছে।

(২) রস্তু-ল্ ঃহয়াৎ—তাঁহার মধ্যজীবন অর্থাৎ ২০ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে লিখিত কবিতা সমূহের সমষ্টি। এখানে নিজামু-দ্দীন্ অউলিয়, এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নস্ব্রতু-দ্দীন্ সুল্ত্বান্ মঃহম্মদ্ এবং সুল্ত্বান্ মু'অজ্.-উদ্দীন্ কয়কবাদ্-এর উদ্দেশ্যে কবিতাদি লেখা হইয়াছে।

(৩) ঘুর্রতু-ল্ কমাল্—তাঁহার ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত কবিতাবলীর সমষ্টি। এখানে ঈরানের প্রসিদ্ধ কবিদের যেমন. সনায়ি, খাকানী, নিজ.ামী ও স'অদী প্রভৃতির নাম বেশ শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সমসাময়িক রাজন্যবর্গ, যেমন, সুল্ত্বান্ মু'জু.দ্দীন্ কয়কবাদ্, জলালুদ্দীন্ ফীরূজ্.শাহ্, রুকনুদ্দীন্ ও 'অলা-উদ্দীন্ প্রভৃতি এবং নিজ.াম্ উদ্দীন্ অউলিয়র প্রশংসা-সূচক কবিতাদির উল্লেখ আছে।

(৪) বাকিয় নকিয়—তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের কবিতাদির বর্ণনা রহিয়াছে এবং 'অলা-উদ্দীন্ মঃহম্মদ্ শাহ্র উদ্দেশ্যে প্রশংসা সূচক কবিতাদির উল্লেখও তথায় রহিয়াছে।

(৫) নিহায়তু-ল্ কমাল্—তাঁহার শেষ জীবনের কবিতাবলী। এখানে সুলত্বান্ ঘিয়াসু.দ্দীন্ তুঘ্লক্-এর প্রশংসা-সূচক কবিতা ও কুত্বু-দ্দীন্ মুবারক্ শাহ্র মৃত্যু সময়ের শোক গাঁথার উল্লেখ আছে।

আমীর্ খস্রু নিজ.ামীর ন্যায় খম্সহ্ (অর্থাৎ পাঁচটি কবিতার সমষ্টি) ও লিখিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার ঐ পাঁচটি কবিতার নাম যথাক্রমে—(১) মত্ল'-অল্ অন্রার্—ইহা অনেকটা নিজ.ামীর মখ্জ.নু-ল্ আস্রার্ এর মত ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কবিতা; (২) শীরীন্ ব খস্রু; (৩) মজ্নূন্ ব লয়লা; (৪) 'অয়নয়ি সিকন্দরী এবং (৫) হশ্ৎ বিহিশ্ত। কথিত আছে, তিনি প্রায় ১৮ হাজার শ্লোক বিশিষ্ট এই পাঁচটি গ্রন্থরাজি তিন বৎসরের মধ্যেই সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই সকল ছাড়া ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বন্ধীয় ভারতীয় সম্রাটদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া কিরান্-স্-স'দয়ন্, নিহ্ সিপহর্ ও

মিফ্তাঃহ-অল্ ফতূঃহ কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া তাঁহার খিজ্রি.র্ খান্ ব দৱল্‌ৱাণী নামে নানা গল্পের সমন্বয়ে একটী উপভোগ্য কাব্যের উল্লেখও আছে। তাঁহার গদ্য সাহিত্যের মধ্যে খজ.ায়িন্-অল্ ফতূঃহ্ ও রিসায়িল্-অল্ আ'জাজ্ নামক দুইটি ইতিহাস সম্বন্ধীয় ও অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমীর খসরূকে ভারতীয় ফারসী কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। তাঁহার কবিতা অতি সুমধুর ও সরল ভাষায় লিখিত। তাঁহার অনেক কবিতা সুফীগণ গানের সুরে আজও গাহিয়া থাকেন। তাঁহার গভীর ভাবপূর্ণ অনেক কবিতাই আছে, আবার সরল, সরস ও হাল্কা ধরণের অনেক কবিতাও তিনি গাহিয়া গিয়াছেন। আমীর খসরূ ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে প্রাণত্যাগ করেন।

মঃহ্মূদ্ শবিস্তরী—শেখ্ স'অদুদ্দীন্ মঃহ্মূদ্ বিন্ 'অব্দুল্ করীম্ শবিস্তরী আজ়.র্বায়জান্-এর অন্তর্গত তব্‌রীজ.্-এর নিকটবর্তী শবিস্তার্ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্রাট অল্‌জায়তূ ও অবু স'য়িদ্-এর সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বিদ্বদ্মণ্ডলী ও জ্ঞানীদের একজন বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি সুফীতত্ত্বে একজন বিশারদ ছিলেন এবং ধর্ম ও দার্শনিক দুরূহ প্রশ্নসমূহ বেশ সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ 'গুল্শন্ ই-রাজ.' সুফীতত্ত্ব অনুসন্ধানকারীদের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 'গুল্শন্-ই-রাজ.' খূরাসনের আমীর সয়দ্ ঃহুসয়নী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত কতকগুলি সুফীতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর মাত্র। কবি নিজেই তাঁহার গ্রন্থের সময়-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

ব সাল্-ই-হফ্দহ্ অজ্. হফ্ৎ-সদ্ সাল্।
জ.-হিজ্‌রৎ নাগহান্ দর্ মাহ্-ই-শৱাল্॥
রসূলী বা হজারান্ লুত্ফ্ ব অঃহ্সান্।
রসীদ্ অজ.্ খিদ্মৎ-ই-অহল্-ই-খুরাসান্॥

[হিজরী ৭১৭ (১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দ) সনের শওয়াল মাসে খুরাসানবাসী একজন জিজ্ঞাসু শত শত সুমিষ্ট ও অর্থপূর্ণ তথ্যাদি লইয়া আমার নিকট আসিল।]

জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন ও আমাদের প্রসিদ্ধ সুফীর উত্তর নিদর্শন স্বরূপ আংশিক ভাবে কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত হইল।

প্রশ্ন—তফক্কুর্ (ধ্যান বা ধারণা) কি ?

উত্তর— তফক্কুর্ রফ্তন্ অজ.্ বাত্বিল্ সূয় ঃহক্।
বজুজ.্ ব অন্দর্ বদীদন্ কুল্ল্-ই-মত্বলক্॥
মুঃহক্কিক্ রা কি বঃহদৎ দর্ শহুদ্ অস্ত্।
নখুস্তীন্ নজব্র বর্ নূর্-ই-বজূদ্ অস্ত্॥
দিলী কজ.্ ম্'অরিফৎ নূর্ ব স্বফা দীদ্।
জ. হর্ চীজী. কি দীদ্ অব্বল্ খুদা দীদ্॥
বুবদ্ ফিক্র্-ই- নিকুরা শর্ত্ব্ তজ্রীদ্।
পস্ আন্ গহ্ লম্'অঈ অজ.্ বরক্ তা'য়িদ্॥

[অসত্য হইতে সত্যের দিকে ধাবিত হওয়া, এবং ভিতর বাহির সব কিছুতেই অসীমের সত্তাকে দর্শন করাই ধ্যান। বিজ্ঞানীই কেবল খোদার ঐক্যের সাক্ষী—সেই সত্তার আলোতেই এই বিকাশের আরম্ভ (অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি)। যে মন ও জ্ঞান দ্বারা সেই আলো ও পবিত্রতা দর্শন করিয়াছে, সে সব কিছুতেই কেবল খোদাকেই দেখিতে পায়। প্রকৃষ্ট ধ্যানের এক সর্ত—নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা; তাহা হইলেই সেই বেহেস্তের উজ্জলতা বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হইবে।]

প্রশ্ন—খোদার পথের পথিক (সালিক্-ই-রাহ্-ই-ঃহক্) কে ?

উত্তর— মুসাফির্ আন্ বুবদ্ কো বুগ্ধ.রদ্ জূদ্।
জ. খুদ্ স্বাফী শুবদ্ চুন্ আতিশ্ অজ.্ দূদ॥
সলুকশ্ সয়র্-ই-কশ্ফী দান্ জ. অম্কান্।
সূয় বাজিব্ বতুর্ক্-ই-শয়ন্ ব নুকস্বান্॥
ব-আখ্লাক্-ই-ঃহমীদহ্ গুশ্তহ্ মৌস্বূফ্।
ব-'ইল্ম্ ব জ.হদ্ ব তকবী বুদহ্ ম্'অরূফ্॥
হম বা উ বলী উ অজ.্ হম দূর।
বজী.র্-ই-ক্বুব্হায় সিতর্ মস্তূর্॥

[সেই (খোদার পথের) পথিক, যে তাড়াতাড়ি (তার আদর্শ পথে) অগ্রসর হয়, (এবং) ধোঁয়া হইতে আগুনের স্থায়, তাহার স্বার্থপরতা হইতে নিজে পবিত্রতা লাভ করে। জানিবে যে, তাহার এই যাত্রা অনিশ্চয়তা হইতে সত্য প্রকাশের দিকে—দুঃখময় ও ক্ষতিকর বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত নিশ্চিতের দিকে ধাবিত হওয়া। (সেই পথিক) সকল সৎগুণে গুণান্বিত হইয়াছে এবং জ্ঞান, সংযম ও ইবাদত বা ভক্তি দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সকলে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেও, তিনি সকল হইতে দূরে এবং এই গুম্বজ (অর্থাৎ পৃথিবী)-এর আবরণের মধ্যে (তাহার নিজের সত্তার প্রকৃত পরিচয় না দিয়া) নিজকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।]

এইরূপ অন্যান্য সুফীতত্ত্ব-মূলক প্রশ্নাদি, যেমন, আমি কে? প্রকৃত জ্ঞানী কি? এবং কি ভাবে রুঃহাদৎ বা খোদার ঐক্য লাভ করা যাইতে পারে? ইত্যাদি, বিশদ ভাবে বুঝাইয়া কবি নিজকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া এই গ্রন্থে সুফী কবিতার পারিভাষিক শব্দাবলীর প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যেমন, সুফী কবিতার মদকে প্রেমের সহিত, মদ্য-শালাকে খোদার সান্নিধ্য, সাকীকে পীর, আলিঙ্গন ও চুম্বনকে প্রেমের বিকাশ, সুগন্ধকে খোদার অনুগ্রহেচ্ছা, মূর্তিপূজককে সরল বিশ্বাসী, সৌন্দর্য্যকে খোদার প্রকাশ, আলুলায়িত কেশকে খোদার ঐক্য (বা সুন্দর মুখকে) উপলব্ধি বা দর্শন করার অন্তরায়-রূপে তুলনা করা হইয়াছে।

'গুল্‌শন্‌-ই-রাজ.' সুফীতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। ইহা অনেক ভাষায়ই অনূদিত হইয়াছে। ইংরাজীতে হুইন্‌ফিল্ড সাহেবের তর্‌জমাই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শবিস্তারীর এই প্রসিদ্ধ কাব্যটি ছাড়া আরো দুইটি গদ্য সাহিত্যের উল্লেখ আছে—ঃহক্‌কুল্‌-ইয়কীন্‌ ও রিসালহ্‌-ই-শাহিদ্‌।

শবিস্তারী ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে তব্‌রীজে. প্রাণত্যাগ করেন।

খ্বাজূয় কির্‌মানী—খ্বাজূ নামে প্রসিদ্ধ কমালুদ্দীন. অবু-ল. 'অত্বা মঃহমূদ্‌ বিন 'অলী কিরমানী ঃ২৮০ খ্রীষ্টাব্দে কির্‌মান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মভূমিতেই প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর, তিনি ভ্রমণে বাহির হন এবং নানা দেশ ঘুরিয়া বেড়ান। এই ভ্রমণপথে তিনি প্রসিদ্ধ সুফী 'অলাউদ্দৌল সম্‌নানীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে

অনেক জ্ঞান ও শিক্ষালাভ করেন এবং অবশেষে তাঁহার একজন শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হন।

খ্বাজু, সুল্ত্বান্ অবু স'য়িদ্ (১৩১৬—১৩৩৫)-এর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি এই সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রী ঘিয়াসু.-দ্দীন্ মঃহম্মদ্ এর উদ্দেশ্যে অনেক প্রশংসা সূচক ক্বস্বীদ লিখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া মুজ.ফরিয় সম্রাট ও তাঁহাদের রাজন্যবর্গের গুণগানও তিনি গাহিয়া গিয়াছেন। শীরাজ্. অবস্থানকালে তিনি সেখানকার সুধীবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ কবি ঃহাফিজ্-এর সঙ্গেও তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। খ্বাজুর রাজন্যবর্গের প্রশংসাসূচক কবিতা ছাডা, ধর্ম ও নীতি-মূলক ক্বস্বীদর ও উল্লেখ আছে।

খ্বাজু অনেক ঘজ.ল্ও গাহিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার ঘজ.ল্ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ কবি ঃহাফিজ্ লিখিয়াছেন,

উস্তাদ্-ই-ঘজ.ল্ স'অদী অস্ত্ পীশ-ই-হম কস্ আম্মা।
দারদ্ সখুন্ ঃহাফিজ্ ত্বরূজ.-ই-সখুন্-ই-খ্বাজূ॥

[ইহা সত্য যে স'অদী গ্বজ.ল্ কবিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু ঃহাফিজ্ খ্বাজুর কবিতার অনুসরণ করিয়াছে।]

খ্বাজূ মস্.নবী কবিতা লিখিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং এ-বিষয়ে নিজ্বামীর অনুকরণে খম্সহ্ (বা পঞ্চকাব্যের সমষ্টি) লিখিয়া গিয়াছেন। (১) হুমায় ব হুমায়ূন্— ইহা একটি প্রেম কাব্য এবং লিখিত হইয়াছে বঃহর্-ই-তক্বারিব্ ছন্দে। এই কবিতার প্রথম শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বনাম্-ই-খুদাবন্দ.-ই-বালা ব পস্ৎ।
কি অজ.্ হিম্মতশ্ হস্ৎ শুদ্ হর্ চি হস্ৎ॥

[তিনিই ছোট বড সকলের প্রভু, যাঁহার শক্তিতেই এই অস্তিত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আরম্ভ করিতেছি।]

ইহা ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ইহার মুকদ্দম (উপক্রমণিকা)-তে সুল্ত্বান্ অবু স'য়িদ্ ও তাঁহার মন্ত্রী ঘিয়াস্.-উদ্দীন্ মঃহম্মদের প্রশংসা করা হইয়াছে।

(২) গুল্ ব নৌরূজ.্ — ইহা নিজ্বামীর খস্রু ব শীরীনের ভাব ও ছন্দে লিখিত। ইহাকেই খ্বাজুর সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা বলা যাইতে পারে। ইহা

লেখা হয় ১৩৪১ সনে এবং উৎসর্গ করা হয় তাজু-দ্দীন্ অঃহমদ্ 'ইরাকী নামক কিরমানবাসী একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। তাজুদ্দীন আমাদের কবির যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

(৩) রৌজতু-ল্ অন্‌রার্ — ইহা ১৩৪২ সনে নিজামীর মখ্‌জমু-ল্ অস্‌রার্-এর অনুকরণে লিখিত হইয়াছে এবং ইহাতেও ঠিক মখ্‌জমু-ল্ অসরার-এর ন্যায় ২০টি অধ্যায় আছে। এখানে নানা নীতি ও ধর্মমূলক গল্পের সাহায্যে সুফীতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই যে কবি সেখানে রিপুর প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিম্নলিখিত বয়ৎ কয়টি উদ্ধৃত করিতেছি। কবি এখানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সকল কিছুরই প্রকৃত অস্তিত্ব আল্লাতালা হইতেই উদ্ভূত।

নীসৎ দরীন্ খান্‌হ বিরূন্ অজ.্ তূ কস্।
বুয় তূ ইয়াবীম্ দরীন্ কূয় ব বস্॥
গর্ তূ নয়ি ইয়ার্ বগ্ ইয়ার্ কো।
জুজ.্ তূ দরীন্ দায়রহ্ দয়য়ার্ কো॥
ঘয়র্ তূ কস্ রহ্ নবুরদ্ সূয় তূ।
অয় দূ জহান্ আয়নহ্-ই-রূয় তূ॥

[এই গৃহে (শরীর অথবা পৃথিবীতে) তুমি (অর্থাৎ খোদা) ছাড়া আর কেহ নাই, এই নির্জন কোণেও তোমারই গন্ধ পাইতেছি, ইহাই যথেষ্ট। তুমি যদি আমার বন্ধু নও, তবে বল, আমার বন্ধু কোথায়? তুমি ছাড়া এই গৃহের গৃহস্বামী আর কে? তুমি ছাড়া আর কে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? এই দুই পৃথিবী তোমারই মুখের প্রতিবিম্ব মাত্র।]

১৯শ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই যে তৌঃহীদ্ (বা খোদার ঐক্য) সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে এবং কবি নিম্নে খোদার ঐক্যে বিশ্বাসীজনকে বলিতেছেন,—

আন্‌কি ব্বদম্ দর্ রহ্-ই-তৌঃহীদ্ জ.দ্।
কৌস্-ই-কদম্ দর্ রহ্-ই-তধ্.রীদ্ জ.দ্॥
বাত্বিন্-ই-উ স্ব্.রৎ-ই-জাহির্ গিরিফ্‌ৎ।
ব আব্বাল্-ই-উ গুনহ্ আখির্ গিরিফ্‌ৎ॥

'ইল্‌ম্-ই-আজ.ল্ খ্বান্দ্ জ. ল্বঃহ-ই-আবদ্।
'আলম্-ই-জান্ দীদ্ বচশ্‌ম্-ই-খিরদ্॥

[যে ব্যক্তি তৌহিদের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে অবশ্যই আত্মোৎসর্গের পথ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার ভিতরের প্রকৃতিই বাইরে প্রকাশিত হইয়াছে—ইহা আদিম সত্তার শেষ (বিকাশ) মাত্র। অসীম নিত্যত্বের ফলক হইতে অনন্ত সনাতনত্বের জ্ঞান সে লাভ করিয়াছে এবং জ্ঞানের চক্ষুদ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের খবর জানিতে পারিয়াছে।]

(৪) কমাল্-নাম :— কবির সুফীমতবাদ সম্বন্ধীয় কবিতা। ইহা ১৩৪৩ সনে রচিত এবং শেখ্ অবু ইস্‌হাক্ ইন্‌জূর নামে উৎসর্গ করা হয়। ইহা নিজামীর হফ্‌ৎ-পয়করের ছন্দে লিখিত এবং ইঁহার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে পার্থিব আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির উন্মেষ সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়,—

অয় খুশা বর্ মিয়ান্ কমর্ বস্‌তন্।
দীদহ্ বগ্‌শূদন্ ব নজর্ বস্‌তন্॥
দস্‌ৎ শুস্‌তন্ জ. জাম্ ব মস্‌ৎ শুদন্।
সর্ বরাবর্‌দন্ ব জ. দস্‌ৎ শুদন্॥
বীজ.বান্ ঃহাল্-ই-দূস্‌তান্ গুফ্‌তন্।
দস্‌ৎ নগুশাদন্ ব সমন্ দীদন্॥
পায় ননহাদহ্ দর্ জহান্ গুশ্‌তন্।
আমদহ্ জাহির্ ব নিহান্ গুশ্‌তন্॥
তূর্‌ক্-ই-খূদ্ কর্‌দন্ ব খ্দা জুস্‌তন্।
মিহর্ পর্‌বর্‌দন্ ব রফা জুস্‌তন্।
জিন্দগী ইয়াফ্‌ৎ আন্ কি জান্ দর্ বাখ্‌ৎ।
অজ্. বরায় দিলী ররান্ দর্ বাখ্‌ৎ॥
হর্ কি জান্‌বাজ্. নীস্ত্ জানশ্ নীস্ত।
আন্ কি ইন্ দর্ নয়াফ্‌ৎ আনশ্ নীস্ত্॥

[দৃষ্টি হীন উন্মুক্ত চক্ষু লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কত সুন্দর! মদের পেয়ালা হইতে হাত মুক্ত, অথচ সে প্রেমোন্মত্ত— উন্নত মস্তক অথচ কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া—নীরবে বন্ধুদের প্রেমোন্মত্ততা ব্যক্ত করা—হাত চালিত

না করিয়া দূর হইতে বন্ধুকে দেখা—পা না বাড়াইয়া সকল পৃথিবী ভ্রমণ করা—বাহিরে চলন্ত কিন্তু ভিতরে প্রকৃতিস্থ—স্বার্থ বিসর্জন দিয়া খোদার অনুসন্ধান করা—ভক্তি ও বিশ্বাস অর্জন করা। সেই প্রকৃত জীবন লাভ করিয়াছে, যে নিজেকে বিসর্জন করিতে পারিয়াছে এবং 'প্রেমাস্পদের জন্য নিজের অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। যাহার আত্মোৎসর্গ নাই, তাহার আবার প্রাণ কি? যে খোদাকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কিছুই নাই।]

(স) গৌহর্-নাম:—নিজামীর খস্রু ব শীরীনের ন্যায় বঃহর্-ই-তকারিব্ ছন্দে লিখিত এবং ইহা নীতি ও সূফী-তত্ত্ব বিষয়ক কাব্য। এই কবিতার প্রথম বয়তে আমরা পাইতেছি,—

বনাম্-ই-নাম্দার্-ই-নাম্দারান্।
গুদায় দর্ গহ্-ই-উ শহর্-ইয়ারান্॥

[প্রসিদ্ধদের প্রসিদ্ধির কারণ যিনি, তাঁহার নাম লইয়া আরম্ভ করিতেছি। সম্রাটগণ পর্য্যন্ত তাঁহার দ্বারের কাঙ্গাল।]

খাজূ ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

'উবয়দ্-ই-জ়াকানী—নিজামুদ্দীন্ 'উবায়দুল্লাহ্-ই বোধ হয় ফার্সী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক ও ব্যঙ্গ কবি। বস্তুতঃ অভিনব হাস্যরসপূর্ণ তাঁহার ব্যঙ্গার্থক অখ্লাক্-ই-আশরাফ্ চিরদিন সুধী-সমাজে সমাদৃত থাকিবে। 'উবয়দুল্লাহ্ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কজ্বীন্ শহরের অন্তর্গত জ়াকান্ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শাহ্ অবু ইস্ঃহাক্-এর রাজত্বকালে শীরাজ্ নগরে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জ়াকানী তাঁহার নিজ জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন ও কজ্বীন্ শহরে কাজী বা বিচারকপদ প্রাপ্ত হন। সেই কর্মজীবনে তথাকথিত ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বিদেশী তুর্কীদের ও তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত পারস্যবাসীদের চরিত্রগত অবনতি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের সচেতন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যঙ্গার্থক অখ্লাক্-ই-আশ্রাফ্ রচনা করেন। ইহার পর লিখিত হয় রিসালহ্-ই-দিল্গুশা। ইহাতে কজ্বীন্ শহরের সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্যদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির বিদ্রূপ করিয়া নানা উপদেশপূর্ণ গল্পের সমাবেশ করা হইয়াছে। এইসব ছাড়া রিশালহ্-ই-স্বদ্ পন্দ্ (শত উপদেশ নিবন্ধ) এবং দহ্ ফস্ল্ (বা দশ অধ্যায়) নামক আরো দুইটি পদ্য গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

জ.াকানীর রীশ্-নাম (বা শ্মশ্রু-উপাখ্যান) গদ্য ও পদ্যের সন্নিবেশে রচিত। ইহাতে স্বয়ং লেখক ও যৌবনোন্মুখ সৌন্দর্য্যের প্রতিবন্ধক শ্মশ্রুর মধ্যে কাল্পনিক রহস্যালাপের সমাবেশ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ জ.াকানীর খ্যাতি অশ্লীল কাব্য সমাবেশের জন্য। কাব্য-জগতে অশ্লীলতার কোন মূল্য না থাকিলেও, তিনি নিজেই একটি কাব্যধারার ধারক হিসাবে ফারসী সাহিত্য-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কথিত আছে, কোন সময়ে সল্মান্ সারজী জ.াকানীকে উপলক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন,

জহন্নমী র হিজা-গো 'উবয়দী জ.াকানী ;
মুক্বর্ অস্ত্ বে-দৌলতী র বে-দীনী।
অগর্ চি নীস্ত্ জ্. ক্জ.রীন্ র রুস্তাজ.াদ্-অস্ত্ ;
র লীক্ মী শুরদ্ অন্দর্ ঃহ্দীস.-ই-ক্জ.রনী।

[উবয়দী জ.াকানী (বস্তুতঃ) অভিশপ্ত ব্যঙ্গ-কবি ; তাহার ধনদৌলত বা ধর্মকর্মের কোন বালাই নাই। যদিও সে ক্জ.্রীন্ শহরবাসী নহে এবং একজন (নগণ্য) গ্রাম্য ব্যক্তিমাত্র, তবু সে সকল সময় একজন ক্জ.র্নী বলিয়া গর্ব করে।]

এই কথা যখন জাকানীর কানে পৌছিল, তখনই তিনি বাগ্দাদে রওনা হইলেন। ক্জ.রনী হইতে একজন পথিক আসিয়াছে জানিয়া, সল্মান্ অপরিচিত জ.াকানীকে তাঁহার নিজের কাব্য সঙ্গে তাহার কোন পরিচয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। জ.াকানী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন যে, তাঁহার এই কয়টি লাইন স্মরণ আছে :

মন্ খরাবাতীম্ র বাদ-পরীস্ত্।
দর্ খারাবাৎ-ই-মঘান্ 'আশিক্ র মস্ত্॥
মী কুশন্দম্ চূ সবূ দোশ্ ব-দোশ্।
মী বরন্দম্ চূ ক্দঃহ্ দস্ত্ ব-দস্ত্॥

[আমি মদ্যশালার পথিক ও মদ্য-পিয়াসী ; আমি অগ্নি উপাসকদের মদ্যশালার প্রতি আসক্ত ও মত্ত। তাহারা আমাকে কলসীর ন্যায় মাথায় মাথায় বহন করিয়া লইয়া যায় এবং পিয়ালার ন্যায় হস্ত হইতে হস্তান্তর করে।]

এই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া জ.াকানী বলিলেন, যদিও এই পংক্তি কয়টি সল্‌মানের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এইগুলি তাঁহার স্ত্রীর উক্তি।

এইরূপ ইঙ্গিতপুর্ণ উত্তরে সল্‌মান্ সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, এই অপরিচিত পথিক নিশ্চয়ই জাকানী স্বয়ং এবং হইলও তাহাই। সল্‌মান্ শীঘ্রই তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া পরবর্তী জীবন শান্তিতে কাটাইতে সক্ষম হইলেন।

জ.াকানী ১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

সল্‌মান্ সারজী— সল্‌মান্ সারজী নামে প্রসিদ্ধ জমালুদ্দীন্ বিন্ সল্‌মান্ বিন্ 'অলাউদ্দীন্ মঃহম্মদ্ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 'সার' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং রাজসরকারে দেওয়ানের (দীবান্—মন্ত্রী) কাজ করিতেন। সারজী তাঁহার পিতার নিকট হইতেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা চর্চার প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁহার প্রথম জীবনেই সুল্‌ত্বান্ অবু স'য়িদ্-এর প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ঘিয়াস্.-উদ্দীন্ মঃহম্মদ্-এর উদ্দেশ্যে অনেক প্রশংসা-সূচক কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঘিয়াসুদ্দীনের মৃত্যুর পর কবি জলারিয় সম্রাটদের রাজদরবারের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইহার প্রথম সম্রাট শেখ্ ঃহসন্ বুজু.র্গ্ (১৩৩৬—১৩৫৬), তাঁহার প্রিয়তমা দিল্‌শাদ্ খাতূন্ (অবু সয়িদ্-এর পুর্বতন স্ত্রী) ও যুবরাজ শেখ্ ঃহসন্-এর উদ্দেশ্যে অনেক কস্বীদ লিখিয়া যান। শেখ্ ঃহসন্ (পরে সুল্‌ত্বান্ উরয়িস্—১৩৫৭—১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)-কেই কবির প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক বলা যাইতে পারে। উরয়িস্-এর মৃত্যুর পর তাঁহার পরবর্তী সুল্‌ত্বান্ ঃহুসয়নের (১৩৭৫—১৩৮২) উদ্দেশ্যে প্রশংসাসূচক কবিতাও তিনি লিখিয়াছেন। বস্তুত. তাঁহার জীবনের এই ৪০ বৎসর সারজী কেবল ঃহদ্বর্, তিব্রীজ., বাঘ্দাদ্ প্রভৃতি স্থানে ঘুরাইয়া বেড়াইয়াছেন এবং জলারিয় সম্রাটদের উদ্দেশ্যে কস্বায়দ্ লিখিয়াছেন। তিব্রীজ. অবস্থানকালে তিনি মুজফরিয় সম্রাট শাহ্ শুজা (১৪৫৮—১৩৮৪) -র নামেও কবিতাদি লিখিয়াছেন।

সলমান্ সারজীকে সর্বশ্রেষ্ঠ কস্বীদ লেখকদের একজন বলা যাইতে পারে। রাজন্যবর্গের প্রশংসা ছাড়া তিনি ধর্ম-বিষয়ক কস্বীদও লিখিয়া

গিয়াছেন। খুদা, পয়ঘম্বর্ ও ইমামদের, বিশেষ করিয়া হজ্‌রৎ 'অলীর উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহার অনেক কস্বীদ-র উল্লেখ আছে। তাঁহার সুললিত ভাষা ও মধুর বর্ণনার নিদর্শন স্বরূপ একটি কস্বীদর কয়েকটি বয়ৎ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

খন্‌দহ্ জ.দ্ দহনৎ তুঙ্গ্-ই-শকর্ পয়দা কর্‌দ্।
সখুনী গুফ্‌ৎ লবৎ লূলুয়ি তর্ পয়দা কর্‌দ্॥
বুদ্ না ইয়াফ্‌ৎ মিয়ান্-ই-তূ ব লিকন্ কমরৎ।
চুস্‌ৎ বর্ বস্‌ৎ মিয়ান্ রা ব বজ.র্ পয়দা কর্‌দ্॥
পর্‌দহ অজ. চিহরহ্ বর্ আন্দাজ. কি আন্ জুল্‌ফ্-ই-সিয়া।
দর্ সুপীদী 'অধার্-ই-তূ অস.র্ পয়দা কর্‌দ্॥

[তোমার মুখ হইতে হাসিটি বাহির হইয়া আসিল, এবং ইহা একটি চিনির আধারে পরিণত হইল। তোমার ওষ্ঠ হইতে বাক্যটি বাহির হইয়া আসিল এবং উজ্জল মুক্তার সৃষ্টি করিল। তোমার কটিদেশ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, যদি ও কটিবন্ধ ইহাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া আছে এবং স্বর্ণের মধ্য দিয়া ইহাকে প্রকাশিত করিতেছে। তোমার মুখমণ্ডল হইতে ঘোমটা তুলিয়া দাও, কারণ তোমার সেই কাল চুলগুলি তোমার শুভ্র গণ্ডদেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।]

নীতি ও উপদেশপূর্ণ কস্বীদর নিদর্শন স্বরূপ একটি কস্বীদর কয়েকটি বয়ৎ বা শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

গর্ সর্ ব বর্গ্-ই-কুলাহ্ ফকর্ দারী অয় ফকীর্।
চার্ তুর্‌কৎ বায়দ্ অব্বল্ তা রুবদ্ কারৎ জ. পীশ্॥
তুর্‌ক্-ই-স.ালিস্. তুর্ক্-ই-রাঃহৎ তুর্কি-রাবি' তুর্ক-ই-খ্বীশ্॥

[হে ফকির, যদি খোদার চিন্তাকেই মাথার মুকুট ও আবরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাক, তবে চারিটি জিনিষ তোমার সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা দরকার —যদি জীবনে সফলকাম হইবার ইচ্ছা থাকে। প্রথম পরিত্যাজ্য টাকা পয়সার বিসর্জন, দ্বিতীয় সম্মান ও প্রতিপত্তি, তৃতীয় ভোগ ও চতুর্থ নিজকে বিসর্জন।]

সল্‌মান্ ঘজ.ল্ ও মস্‌নবী কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। ঘজ.ল্ কবিতায় সাধারণতঃ সনায়ি, 'অত্তার্ ও মৌলানা রূমীর ভাষা ও চিন্তাধারাকেই অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মস্.নবী কাব্য 'জম্‌শীদ্ ব খুরশীদ্' সুলত্বান্

উরয়স্-এর আদেশানুসারে ১৩৬১ সনে লিখিত হয়। ইহা একটি প্রেমপূর্ণ কাহিনী। 'ফিরাক্-নাম' নামক আর একটি মস্‌নবী কাব্যেরও উল্লেখ আছে। ইহা ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান উরয়সের আদেশানুযায়ীই লিখিত হইয়াছিল।

তাঁহার কবিতার সুখ্যাতি সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট যে কবির সমসাময়িক প্রসিদ্ধ কবি ঃহাফিজ্ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন,—

শহন্‌শহ্-ই-ফদ্‌লা পাদ্‌শাহ্-ই-মুল্‌ক্-ই-সখুন্।
জমাল্-ই-মিল্লৎ ব দীন্ খ্বাজহ্-ই-জহান্ সল্‌মান্॥

[সল্‌মান্ পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ ও কবিতারাজ্যের সম্রাট। ধর্ম ও জাতির তিনি উজ্জ্বল জ্যোতি এবং পৃথিবী-মান্য ব্যক্তি।]

সল্‌মান্ তাঁহার শেষজীবন নির্জনে বসবাস করিয়া অতিবাহিত করেন এবং জলারিয় সম্রাটদের বিরাগ-ভাজন হওয়ায় তাঁহাকে দুঃখকষ্টে কালাতিপাত করিতে হয়। অবশেষে ১৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার জন্মভূমি 'সাব'-তেই প্রাণত্যাগ করেন।

ঃহাফিজ্—অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে হাফিজের মত পণ্ডিত, জ্ঞানবান ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি এইরূপ অরাজকতা, হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতা মধ্যে তাঁহার সুফীমত প্রচার করিয়া নিজকে ধন্য করিয়াছেন ও তাঁহার মধুর ব্যবহার দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করিয়া গিয়াছেন। 'লিসানু-ল্ ঘয়ব্' (আধ্যাত্মিক রহস্যের পণ্ডিত) নামে প্রসিদ্ধ শম্‌সু-দ্দীন্ মঃহম্মদ্ ঃহাফিজ্ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, খুব সম্ভবতঃ ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে, শীরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বহা-উদ্দীন্ ফারস্-এ অতাবিক্ সম্রাটদের রাজত্বকালে ইস্‌ফহান হইতে শীরাজ নগরে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বহা-উদ্দীন ব্যবসা দ্বারা তাঁহার সাংসারিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে তাঁহার শিশুপুত্র ঃহাফিজ্ ও বিধবা স্ত্রীকে অতি দুরবস্থার মধ্যে রাখিয়া যান। এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করিয়াও হাফিজ বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হন। তিনি নিকটস্থ এক মস্‌জিদ্ হইতে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং কোরান আদ্যন্ত মুখস্থ করিয়া 'ঃহাফিজ্' নামে খ্যাত হন। তিনি বাল্যকাল হইতেই কবিতা লিখিতে অভ্যাস করেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার অদম্য চেষ্টা ও যত্নের ফলে বিশ্ববিখ্যাত কবি

বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার ধর্ম ও সুফীতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান তখনকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 'ক্বারমু-দ্দীন্ অব্দু-ল্ল'-র নিকট হইতে অর্জন করেন। .ক্বারমু-দ্দীনেয় ছাত্র ও কবির সমসাময়িক বন্ধু মঃহম্মদ গুলবদন্ :হাফিজ্-এর কবিতা বলী একত্র করিয়া সম্পাদন করিবার কালে, ইহার উপক্রমণিকাতে লিখিয়াছেন, :হাফিজ্ প্রসিদ্ধ আরবী পণ্ডিতগণের কোরানাদি ধর্মগ্রন্থের সম্পাদনা, নিজের পাঠে মনোনিবেশ কিংবা রাজদরবার সংক্রান্ত কাজে রত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার নিজের কবিতাসমূহ একত্র সমাবেশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। অনেক সময় তাঁহাদের শিক্ষক ক্বারমুদ্দীন্ এমন উক্তিও করিয়াছেন যে, :হাফিজ্ যদি তাহার এই পুষ্পস্তবকগুলি একত্রিত করিয়া কাব্যাকারে ভবিষ্যৎ জ্ঞান পিপাসুদের জন্য রাখিয়া যাইত, তাহা হইলে পরবর্তী সুধীগণ ইহা হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু কবি এরূপ ভরসা করিতে পারেন নাই যে তাঁহার পরবর্তী সুধীবর্গ তাঁহার কবিতাবলীর তাৎপর্য্য সঠিক হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিবে। কাজেই ঐ সব পুষ্পস্তবক কাব্যাকারে সংগ্রথিত করিয়া যাইবার ইচ্ছা ও উৎসাহ তাঁহার হয় নাই।

হাফিজের যৌবনের প্রারম্ভে ফারসে অতাবিক্ সম্রাটগণের পতন ও মোঘল্ সাম্রাজ্যের বিস্তার আরম্ভ হয় এবং সম্রাট ঘাজ.ান্ খানের আদেশানুক্রমে মঃহ্মূদ্ শাহ্ ইন্জু পারস্যের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু শীঘ্রই চূপান্ বংশীয় আমীর্ পীর :হুসয়ন্ পারস্য দখল করেন। পরে ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে মঃহমূদ্ শাহ্র পুত্র অবু ইস্ঃহাক্ ইন্জু চূপানিয়দের শীরাজ্. হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পারস্যের রাজ্যাধিকার লাভ করেন এবং ১৩৫৩ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। অবু ইস্হাক্ নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং কবিদের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এই সম্রাট :হাফিজ্-এর যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন এবং কবি নিজেও তাঁহার নামে লিখিত অনেক প্রশংসা-সূচক কবিতা গাহিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া এই রাজ-দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গণ্যমাণ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেও কবি অনেক প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন।

মুজফরীয় সম্রাট মুবারজ.-উদ্দীন্ মঃহম্মদ (১৩১৩-১৩৫৭) ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অবু ইস্ঃহাক্কে পরাস্ত করিয়া শীরাজ. দখল করেন। তিনি একজন অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর সম্রাট ছিলেন। তাঁহার পুত্র শাহ শুজা' (১৩৫৭-১৩৮১) পরবর্তী

সম্রাট হইলেন। তিনিও একজন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কবি গাহিয়াছেন,

মুজ্‌হর্‌-ই-লুত্‌ফ্‌-ই-অজ.ল্‌ রৌশ্‌নী-ই-চশ্‌ম্‌-ই-অমল্‌।
জামি'-ই-'ইল্‌ম্‌ ব 'অমল্‌ জান্‌-ই-জহান্‌ শাহ্‌ শুজা' ॥

[শাশ্বত অনুকম্পার প্রকাশ, আশা আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল আলো, জ্ঞান ও কর্মের সমাবেশ ও সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ শাহ্‌ শুজা'।]

এই বংশের শেষ সম্রাট শাহ্‌ মন্‌সূর্‌ ও (১৩৮৭-১৩৯২) :হাফিজ্‌-এর একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশংসা-সূচক কবিতাদি হইতে মনে হয় যে এই সময়ে :হাফিজ্‌-এর কবিত্বে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ হইয়াছিল। কবি গাহিরাছেন,—

ব-য়মন্‌-ই-দৌলৎ-ই-মন্‌সূর্‌ শাহী।
'অলম্‌ শুদ্‌ :হাফিজ্‌ অন্‌দর্‌ নজ্‌ম্‌-ই-অশ্‌'আর্‌ ॥

[মন্‌সুর বাদশার জাঁকজমকপূর্ণ রাজত্বকালে, কবিতা-শৃঙ্খলার একমাত্র ধ্বজা ছিল :হাফিজ্‌।]

:হাফিজ্‌-এর কবিতায় মুগ্ধ হইয়া দূরদেশ হইতেও অনেক রাজন্যবর্গ তাঁহাকে তাঁহাদের রাজদরবারে যোগ দিবার জন্য কিংবা তাঁহার কবিতা শুনাইয়া বাধিত করিবার জন্য অনেক সময় আমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু নানারূপ ঘটনা বিপর্য্যয় বা তাঁহার নিজের জন্মভূমির প্রতি একান্ত আকর্ষণ হেতু, তিনি কোথাও যাইতে সমর্থ হন নাই। জলারিয় সম্রাট অ:হমদ্‌ বিন্‌ শেখ্‌ উবয়স্‌ (১৩৮২-১৪১০) :হাফিজ্‌কে অনেকবার শীরাজ হইতে বাঘদাদে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি নিজেই গাহিয়া গিয়াছেন,

নমী দিহন্দ্‌ ইজাজ.ৎ মরা ব-সয়র্‌ ব স্বফর্‌।
নসীম্‌-ই-বাদ্‌-ই-মুস্বল্লহ্‌ ব আব্‌-ই-রুক্‌নাবাদ্‌ ॥

[মুসল্লার মৃদুমন্দ সমীরণ ও রুকনাবাদের স্রোতস্বিনী আমাকে (বিদেশে) ঘুরিয়া বেড়াইতে অনুমতি দেয় না।]

কিন্তু এই সম্রাটের অনেক প্রশংসাই কবি করিয়াছেন এবং লোক মারফতে তাঁহার কবিতাসমূহ পাঠাইয়া দিয়া সম্রাটকে বাধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সব কবিতা হইতে একটি বয়ৎ বা শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইল :

অঃহমদু আল্লা 'অলা মৃ'অদলতু-স্ সুলত্বানী।
অঃহমদ্-ই-শেখ্ উরয়স্-ই-ঃহসন্-ই-ঈল্খানী॥

[ঈল্খানী বংশীয় হসনের পৌত্র ও উরয়সের পুত্র সুলত্বান আহমদের বদান্যতার জন্য আল্লাকে প্রশংসা করিতেছি।]

কথিত আছে, দাক্ষিণাত্যের বহমনী সম্রাট মঃহমূদ্ শাহ্ বিন্ ঃহসন্ (১৩৭৮—১৩৯৬) ঃহাফিজ্‌কে তাঁহার রাজদরবারে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইয়াছিলেন এবং এই সঙ্গে কবির পাথেয় খরচও দিয়াছিলেন। কবিও সেই আমন্ত্রণ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন এবং পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তারপর পথের দুর্য্যোগ হেতু আর অগ্রসর হইতে সাহস না পাইয়া নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া যান এবং সম্রাটের উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর ঘজল্ লিখিয়া পাঠাইয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করেন।

ইহাও কথিত আছে যে ১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তয়মূর্ শীরাজ অধিকার করেন, তিনি ঃহাফিজ্-এর কাব্য খ্যাতির কথা জানিতে পারিয়া এবং তাঁহাকে নিজ সন্নিধানে ডাকাইলেন এবং তাঁহার নিম্নলিখিত ঘজ.লের প্রথম অংশটির উল্লেখ করিয়া তিরস্কার পুর্বক বলিলেন, 'আমি যে বোখারা ও সমরখন্দ পাইবার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতেও প্রস্তুত ছিলাম, তোমার মত এক সাধারণ ব্যক্তি সেই দুইটি প্রসিদ্ধ শহরকে সামান্য এক তুর্কী মহিলার একটি কাল তিলের জন্য বিলাইয়া দিতেও প্রস্তুত আছে, এ কেমন কথা!' কবি তখন অতি বিনয়ের সহিত বলিলেন, 'মহাত্মন, এইরূপ অমিতব্যয়িতার জন্যই আমার এইরূপ দুরবস্থা।' সম্রাট কবির এই উত্তর শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। নিম্নে কবির সম্পূর্ণ ঘজ.লটি উদ্ধৃত হইল :

অগর্ আন্ তুর্‌ক্-ই- শীরাজ.ী বদস্ত্ আরদ্ দিল্-ই-মারা!
বখাল্-ই-হিন্দূয়শ্ বখ্‌শম্ সমর্‌কন্দ্ ব বুখারা রা॥
বদিহ্ সাকী ময়-ই-বাকী কি দর্ জন্নৎ নাখাহী য়াফ্‌ৎ।
কিনার্-ই-আব্-ই-রুকনাবাদ্ ব গুল্‌গশ্‌ৎ-ই-মুস্বল্লহ্‌রা॥
ফঘান্ কয়িন্ লূলিয়ান্-ই-শোখ্ ব শীরীন্-কার্-ই-শহর্-আশূব্।
চুনান্ বুর্‌দন্দ্ স্বব্‌র্-অজ.্ দিল্ কি তুর্কান্ খান্-ই-য়ঘ্‌মারা॥
জ. 'ইশ্‌ক্-ই-নাতমাম্-ই-মা জমাল্-ই-ইয়ার্ মস্‌তঘ্‌নীস্ত্।

ব-আব্ ব রঙ্গ্ ব খাল্ ব খত্ চি :হাজৎ রুয় জ.ীবা রা॥
মন্-অজ.্ আন্ :হুসন্-ই-রুজ.্-আফ্জূন্ কি ঈউসুফ্ দাশ্ৎ দানিস্তম্।
কি 'ইশ্ক্ অজ.্ পর্দয়ি 'ইস্মৎ বিরূন্ আরদ্ জুলয়খা রা॥
বদম্ গুফ্তী ব খুর্সন্দম্ 'অফাক-আল্লা নিকু গুফ্তী।
জবাব্-ই-তল্খ্ মী জ.ীবদ্ লব্-ই-ল্'অল্-ই-শকর্ খারা॥
নস্বীঃহৎ গূশ্ কুন্ জানা কি অজ.্ জান্ দূস্ত্ তর্ দারন্দ্।
জুবানান্-ই-স্'আদৎ মন্দ্ পন্দ্-ই-পীর্-ই-দানারা॥
:হদীস্.-অজ.্ মুত্রিব্ ব ময় গূ ব রাজ.্-ই-দহর্ কম্তর্ জূ।
কি কস্ নগশূদ্ ব নগুশায়দ্ ব-িঃহক্মৎ ইন্ মু'অম্মারা॥
ঘজ.ল্ গুফ্তী ব দুর্ স্থুফ্তী বিয়া ব খূশ্ বখ্বান্ :হাফিজ্।
কি বর্ নজ্.ম্-ই-তূ অফ্শানদ্ ফলক্ 'ইকদ্-ই-স্থ.রয়্যারা॥

[যদি শীরাজের সেই তুর্কী যুবতী আমাদের মনকে গ্রহণ করে, তবে তাঁহার সেই কালো তিলের জন্য সমরখন্দ এবং বোখারাও বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। হে সাকী, এই চিরস্থায়ী মদ্য আমাদের পান করিতে দাও, কারণ বেহেস্তে এই স্রোতস্বিনী রুকনাবাদের তীর ও মুসল্লার বাগান পাওয়া যাইবে না। হায়, তুর্কীগণ যেমন লুণ্ঠনদ্রব্য হরণ করিয়া লইয়া যায়, সুপটু ও শহরময় চাঞ্চল্য-উৎপাদনকারিণী প্রেয়সীগণ তেমনি আমাদের মন হইতে ধৈর্য্য কাড়িয়া লইয়াছে। বন্ধুর সৌন্দর্য্য আমাদের অসম্পূর্ণ প্রেমের কোন ধার ধারে না, সুন্দর মুখের আবার (বাহিরের) আভা, বর্ণ, তিল বা গণ্ডদেশের টোলের কি দরকার করে? আমি ইউসুফের সেই ক্রমবর্দ্ধমান সৌন্দর্য্য হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, প্রেম নিশ্চয়ই জুলিখাকে সতীত্বের আবরণ হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিবে। তুমি আমাকে তিরস্কার করিয়াছ, আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট,—খোদা তোমায় ক্ষমা করুন, তুমি আমাকে ভালর জন্য বলিয়াছ,—চিনি মিশ্রিত ঠোঁটের পক্ষে, তিক্ত উত্তরই শোভা পায়।[১] হে প্রাণপ্রিয়, উপদেশ শ্রবণ কর, কারণ ভাগ্যবান যুবকেরা এই বৃদ্ধ জ্ঞানীর উপদেশ প্রাণাপেক্ষাও পছন্দ করেন।—চারণ ও মদের কাহিনী আলোচনা কর। এই পৃথিবীর রহস্য অল্পই জানিতে ইচ্ছা কর, কারণ জ্ঞান দ্বারা কেহই এই রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে পারে নাই

১ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন, শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো।

এবং (ভবিষ্যতে) পারিবেও না। হে ঃহাফিজ্, তুমি প্রেমগীতি গাহিয়াছ ও মুক্তা ছড়াইয়া দিয়াছ—এস, সুললিত কণ্ঠে ইহা গান কর, কারণ বেহেস্ত হইতে তোমার কবিতার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে।

ঃহাফিজ্-এর কবিতা হইতে জানিতে পারি যে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার একটি পুত্র সন্তানও লাভ হইয়াছিল। সেই প্রিয় পুত্র তাহার যৌবনেই কবির হৃদয়ে দারুণ আঘাত দিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করে। হাফিজ তাঁহার কবিতায় লিখিয়াছেন,

দিলা দীদী কি আন্ ফর্জ.নহ্ ফর্জ.ন্দ্।
চি দীদ্ আন্দর্ খম্-ই-ঈন্ ত্বাক্-ই-রঙ্গীন্॥
বজায় লুঃহ্-ই-সীমীন্ দর্ কিনারশ্।
ফলক্ বর্ সর্ নিহাদশ্ লুঃহ-ই-সঙ্গীন্॥

[হে প্রাণ, তুমি দেখিয়াছ, আমার সেই বুদ্ধিমান পুত্র এই রঙ্গীন ঘূর্ণায়মান আকাশ হইতে কি প্রাপ্ত হইয়াছে—তাহার হৃদয়ের শুভ্র কোণে আকাশ তাহার দৃঢ় বজ্র মুষ্টির আঘাত করিয়াছে।]

ঃহাফিজ্ শীরাজ নগরেই তাঁহার সমস্ত জীবন মুসল্লার সৌন্দর্য্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্য ও রুক্নাবাদের কল কল নিনাদের মধ্যে চির শান্তির মাঝে আনন্দে দিন কাটাইয়া গিয়াছেন। ১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হাফিজ শীরাজ নগরেই প্রাণত্যাগ করেন এবং মুসল্লার পার্শ্বে তাঁহার সমাধি স্থাপিত হয়। এখনও তাঁহার সমাধির উপর নিম্নলিখিত কবিতাংশটি খোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়:

চিরাঘ্-ই-অহ্ল্-ই-ম্'অনী খ্াজহ্ ঃহাফিজ্।
কি শম'য়ি বূদ্ অজ. নূর্-ই-তজল্লী॥
চূন্ দর্ খাক্-ই-মুস্বল্ল সাখ্ৎ মন্জিল্।
বজূ তারীখশ্ অজ. 'খাক্-ই-মুস্বল্লহ্॥

[কবিশ্রেষ্ঠ ঃহাফিজ্ জ্ঞানীদের প্রদীপ ও আল্লার তজল্লীর একটি উজ্জ্বল আলোক-বর্ত্তিকা ছিলেন। তিনি মুসল্লার মাটিতেই তাঁহার বাস নির্দেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মৃত্যু তারিখ 'খাক্-ই-মুস্বল্লহ্'[১] (মুসল্লার মাটি)-র মধ্যেই অনুসন্ধান কর।]

১ আরবীয় গণনার এক বিশেষ ধারা মতে 'খাক্-ই-মুস্বল্লহ্' অক্ষরানুসারে ৭৯১ হিজরী (বা ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দ) বুঝায়।

যদিও হাফিজের দীবান্ (কাব্যগ্রন্থ)-এ মস্.নবী, কস্বীদ, রুবায়ি প্রভৃতি কবিতার উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়, তবু হাফিজ ঘজ.ল্ (বা প্রেমগীতি) লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং ঘজ.ল্ কবিতায় তাঁহাকে ফার্সী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারে। মধুর ছন্দে ও সুললিত ভাষায় তিনি তাঁহার ঘজ.ল্সমূহে সুফীতত্বই বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে বসন্ত, গোলাপ, বুলবুল, মদ, যৌবন, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি এবং বিশেষ করিয়া প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদের রূপ ও তাঁহার গুণ বা দোষের বর্ণনা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার এই সকল বর্ণনা রূপক ভাবে খোদার প্রতি প্রেম-ভক্তি বা ইশ্ক্ ও ইবাদতের অপুর্ব কাহিনী মাত্র।

সুফীদের ধর্ম সার্বজনীন। ইহাদের মধ্যে জাতি-ধর্ম-ভেদে কোন গোঁড়ামির ভাব নাই। হাফিজও সেইভাবেই গাহিয়া গিয়াছেন,

জন্গ্-ই-হফ্তাদ্ ব দু মিল্লৎ হম রা 'উজ.র্ বনিহ্।
চূন্ নদীদন্দ্ :হকীকৎ রহ্-ই-অফ্সানহ্ জ.দন্দ্॥

[এই ৭২ জাতের সাম্প্রদায়িকতা উপেক্ষা কর, কারণ তাহারা সত্যকে জানিতে পারে নাই বলিয়াই মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে।]

কবির ধর্ম যেমন ছিল বিশ্বজনীন, সেইরূপ তাঁহার মনও ছিল উদার এবং পর দুঃখে কাতর। তিনি গাহিয়াছেন,

মবাশ্ দর পয়্-ই-আজ.ার্ ব হর্ চি খ্বাহী কুন্।
কি দর্ শরী 'অৎ-ই-মা ঘয়র্ অজ্. ঈন্ গুনাহী নীস্ত্॥

[আর যাহাই কর, কাহাকেও কোন পীড়া বা কষ্ট দিও না, কারণ আমাদের ধর্মে ইহা ছাড়া আর কোন পাপ নাই।]

:হাফিজ্-এর কবিতা শুদ্ধ প্রেম দ্বারা খোদাকে লাভ করিবার উপায়সমূহ বলিয়া গিয়াছে। এখানে কোন ধর্মের ভাণ বা ধর্মের নামে প্রতারণা বা চালাকির স্থান নাই। যে নিজের আত্মোৎসর্গ দ্বারা খোদাকে ভালবাসিতে পারিবে এবং তাঁহার জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতেও প্রস্তুত, সেই কেবল খোদা বা প্রেমাস্পদের প্রিয় হইবার উপযুক্ত, তা ছাড়া নয়। ধর্মের নামে চালাকি বা ভাণ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন,

আতিশ্-ই-জ.র্ক্ ব রিয়া খর্মন্-ই-দীন্ খাহদ্ সুখ্ৎ।
:হাফিজ্ ঈন্ খর্কহ্-ই-পশ্মীন্ বয়ন্দাজ্. ব বরূ॥

[ভণ্ডামী ও প্রতারণার আগুন ধর্মের গোলাঘরকে অবশ্যই পোড়াইয়া ফেলিবে। হাফিজ, এই দরবেশী পোষাক পরিত্যাগ কর ও অগ্রসর হও।]

কবির ঘজ.লের সুপ্রসিদ্ধির কারণ কেবল তাঁহার মহান ও উচ্চস্তরের ভাবধারা নহে—শব্দ, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারের উপর তাঁহার একান্ত আধিপত্যও ইহার অন্যতম কারণ। উপরে উদ্ধৃত একটি সম্পূর্ণ ঘজ.ল্ হইতেই তাঁহার ছন্দের নমুনা অনেকটা বুঝা যাইবে। ইহা বঃহর্-ই-হজ.জ্ বা হজ.জ্ ছন্দে লিখিত। বস্তুতঃ তাঁহার কাব্যের ছন্দ সকল সময়ই অতি মধুর। অলঙ্কারের ব্যবহারেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি একটি ঘজ.লে গাহিয়াছেন,

ল্ 'অল্-ই-সীরাব্ বখুন্ তিশ্নহ্ লব্-ই-ইয়ার্-ই-মন্ অস্ত্।
রজ্. পয় দীদন্-ই-উ দাদন্ জান্ কার্-ই-মন্ অস্ত্ ॥

[সতেজ, রক্তবর্ণ মণি বিশেষের ন্যায় আমার বন্ধুর ঠোঁট রক্তপিপাসু এবং আমার কর্তব্য তাঁহাকে পাইবার জন্য নিজকে আত্মোৎসর্গ করা।]

ইহা তশ্বীহ্ (বা উপমা) অলঙ্কারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি এইরূপ সুদক্ষতার সহিত অন্যান্য অলঙ্কার, যেমন. ঈহাম্ (পরোক্ষ আভাস), তজ্নীন্ (সাদৃশ্য), কিনায়হ্ (রূপক) প্রভৃতির ব্যবহারও যথেষ্ট করিয়াছেন। তাছাড়া কাফিয়হ্ (বা কবিতার শেষ শব্দের মিল) ব্যবহারে তাঁহার মত কোন কবিই বোধ হয় এইরূপ সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার ঘজ.লের ভিতরকার ও বাইরের রূপ ও গুণের নিদর্শন স্বরূপ কবির আর একটি বিখ্যাত ঘজ.ল্ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।

সাকী বনূর্-ই-বাদহ্ বর্-অফরূজ. জাম্-ই-মা।
মুত্রিব্ বগূ কি কার্-ই-জহান্ শুদ্ বকাম্-ই-মা ॥
মা দর্ পিয়ালহ্ 'অক্স্-ই-রুখ্-ই-ইয়ার্ দীদহ্-অয়িম্।
অয় বীখবর্ জ. লজ্জৎ (ল ধৎ) ই-শর্ব্-ই-মুদাম্-ই-মা ॥
চন্দান্ বুবদ্ কিরিশ্মা র নাজ.-ই-সহী ক্বদান্।
কায়িদ্ ব-জিল্বহ্ সর্ব্ র স্নূবর্-ই-খরাম্-ই-মা ॥
হর্গিজ. নমীরদ্-আন্ কি দিলশ্ জি.ন্দহ্ শুদ্ ব-'ইশ্ক।
স.বৎ-অস্ত্ বর্ জরীদহ-ই-'আলম্ দৱাম্-ই-মা ॥
তর্সম্ কি স্বর্ফহ্-ই নবুরদ্ রূজ.-ই-বাজ্. খাস্ত্।
নান্-ই-ঃহলাল্-ই-শেখ্ জ. আব্-ই-ঃহরাম্-ই-মা ॥

অয় বাদ্ অগর্ ব-গুল্‌শন্-ই-অঃহবাব্ বুগ্‌জ.রী।
জি.ন্‌হার্ 'উর্‌রহ্ দিহ্ বর্ জানান্ পয়াম্-ই-মা॥
গো নাম্-ই-মা জ. ইয়াদ্ ব-'উম্‌দান্ চি মী বরী।
খুদ্ আয়দ্ আন্ কি ইয়াদ্ নয়ায়দ্ জ. নাম্-ই-মা॥'
মস্‌তী ব-চশ্‌ম্-ই-শাহিদ্-ই-দিলবন্দ্-ই-মা খুশস্ত্।
জ.ান্‌রু সপর্‌দহ্-অন্দ্ ব-মস্‌তী জ.মাম্-ই-মা॥
দরিয়া-ই-অখ্‌দ্বর্-ই-ফলক্ ব কিশ্‌তী-ই-িহলাল্।
হস্তন্দ্ ঘর্‌ক্-ই-ন্'অমৎ-ই-ঃহাজী ক্বাম্-ই-মা॥
ঃহাফিজ্ জ. দীদহ্ দান্‌হ্-ই-অশ্‌কী হমী ফশান্।
বাশদ্ কি মুর্‌ঘ্-ই-ব্বস্‌ল্ কুনদ্ ক্বস্‌দ্-ই-দাম্-ই-মা॥

(হে সাকী (পেয়ালাবাহক অর্থাৎ গুরু বা পীর), মদের (প্রেমের) জ্যোতি দ্বারা আমাদের পেয়ালা (অন্তঃকরণ)-কে জ্যোতির্ময় করিয়া দাও। হে চারণ, জানাইয়া দাও যে পৃথিবীর উদ্দেশ্য আমাদের কামনা অনুযায়ীই সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা পেয়ালার মধ্যে বন্ধুর মুখের প্রতিবিম্বই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু তোমরা আমাদের এই অনন্ত মদ্যপানের আনন্দের খবর সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞাত। সুন্দর, ঋজু চেহারা বিশিষ্টদের (অর্থাৎ অন্যান্য অবতার বা পয়ঘম্বর) অপ্রতিভ চাহনি ও রসিকতা ততক্ষণই স্থায়ী, যতক্ষণ পর্যান্ত না আমাদের মন্থরগতি ঝাউ গাছ ও দেবদারু বৃক্ষ (অর্থাৎ পয়ঘম্বর মহম্মদ বা কোন প্রকৃত পীর) জাঁকজমকের সহিত আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যাঁহার প্রাণ প্রেমে সজীব, তাঁহার কখনও মৃত্যু নাই— আমাদের অস্তিত্ব এই পৃথিবী-পৃষ্ঠে চিরকাল স্থায়ী হইবে। আমার ভয় হয় যে, সেই পুনরুত্থানের দিনে আমাদের এই অবৈধ জল বা সরাব (অর্থাৎ বাহ্যিক আড়ম্বরহীন পবিত্র খোদার প্রেম) হইতে (বাহ্য-) ধার্মিকের বৈধ রুটি (অর্থাৎ গোঁড়া নিয়মকানুন) কোন বেশী ফল লাভ করিবে না। হে বাতাস, যদি তুমি বন্ধুদের বাগানের পাশ দিয়া যাও, তবে মনে করিয়া আমাদের খবর সেই প্রিয়তমকে জানাইও। তুমিই বল, কেন ইচ্ছা করিয়া তোমার স্মরণ হইতে আমাদের নাম দূর করিয়া দিতে চাও?—সময় যখন হইবে, অর্থাৎ মৃত্যু-সময়ে আমাদের নাম আপনা হইতেই আর স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। আমাদের প্রেমাস্পদের চক্ষুর প্রেমোন্মত্ততা আনন্দ-দায়ক

—সেইজন্য প্রেমোন্মত্ততার মধ্যেই আমাদের বল্গা সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের হাজী কৱামুদ্দীনের[১] অনুগ্রহের মধ্যেই আকাশের নীল সমুদ্র ও নূতন চন্দ্রের বৃত্তখণ্ড ডুবিয়া রহিয়াছে। হাফিজ, তোমার চক্ষু হইতে অশ্রুকণা ছড়াইতে থাক, কারণ খোদা-ঐক্যের-পাখী কোন সময় আমাদের এই কণার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।]

ঃহাফিজকে ঘজল কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা হইয়াছে। যদিও তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদের, যেমন রূমী, স‘অদী, খ্বাজু, সল্মান, সারজী প্রভৃতি কবিকে অনেক সময় অনুসরণ করিয়াছেন, তবুও এই কবিত্ব শক্তিতে সকল সময়েই ইঁহাদের চেয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা নিজের প্রেমগীতির মধ্য দিয়া তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই ইহা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইবে। স‘অদী গাহিয়াছেন,

বদম্ গুফ্‌তী খুর্‌সন্দম্ ‘অফাক আল্লা নিকু গুফ্‌তী।
সগম্ খ্বান্দী র খুশ্‌নূদম্ জ্জ.াক আল্লা করম্ কর্‌দী॥

[তুমি আমাকে তিরস্কার করিয়াছ, আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট,—আল্লা তোমায় ক্ষমা করুন, তুমি আমাকে ভালই বলিয়াছ। তুমি আমাকে কুকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট,—আল্লা তোমাকে পুরস্কৃত করুন, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহই করিয়াছ।]

আর হাফিজ সদীর উদ্ধৃত বয়তের দ্বিতীয় পংক্তির স্থানে বলিয়াছেন, ‘চিনি-মিশ্রিত ঠোঁটের পক্ষে তিক্ত উত্তরই শোভা পায়। (হাফিজের প্রথম সম্পূর্ণ ঘজল্‌টি দ্রষ্টব্য)।

সুফী কবিতার চিন্তাধারার সহিত বাংলার বৈষ্ণব কবিদের ভাবধারার যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ঔৎসুক্য বর্দ্ধনার্থে হাফিজের প্রায় সমসাময়িক একজন বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাসের একটি কবিতা উল্লিখিত হইল।

১ হাফিজের ধর্মগুরু বা পীর। সুফীদের মতে গুরুর অস্তিত্বের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। ঃহদীস্.-এ আছে, তোমার জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে (লৱলাক লমা খলক্‌তু-ল্ আফ্‌লাক)। নিম্নলিখিত ঘটনার সহিতও ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়, একদিন বাঘ্‌দাদের সুল্‌ত্বান্ উবয়স্‌-এর মন্ত্রী কৱামুদ্দীন হসন্ হাজী হাফিজকে নিমন্ত্রণে আপ্যায়িত করেন। তথায় কবি তাঁহার খাবারের পাত্রের উপর আকাশ ও ইহার নূতন চন্দ্রের প্রতিবিম্বের উল্লেখ করিয়া এই বয়ৎটি গাহিয়াছিলেন।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ,
দেহমন আদি তোমারে সঁপেছি,
কুলশীল জাতিমান।
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি দীনা,
না জানি ভজন পুজন।
পীরিতি সাগরে, ঢালি তনুমন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি,
মন নাহি আন ভায়।
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পড়িতে সুখ।
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপপুণ্য মম,
তোমার চরণ খানি।

জামী—নূরু-দ্দীন্ 'অবদুর্ রঃহমান্ জামী ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে খুরাসানের অন্তর্গত জাম্ নগরের খিরজিরদ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নিজামু-দ্দীন্ দশ্তী ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আদিম বাসস্থান ছিল ইস্ফহানের অন্তর্গত দশ্ৎ নামক স্থানে, পরে তাঁহারা জাম্ নগরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। জামী তাঁহার জন্মস্থান জাম্নগরের নামানুসারে এবং শেইখু-ল্ ইস্লাম্ অঃহমদ্ জামীর (মৃত্যু ১১৪১ সন) প্রতি একান্ত শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ, তাঁহার কবিনাম (বা তখল্লুস্) জামী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শৈশবকালেই জামী তাঁহার পিতার সহিত হেরাৎ ও সমরকন্দ গমন করেন এবং সেখানে সাহিত্য ও ধর্মাদি শিক্ষা ও আলোচনা করেন। শিক্ষা সমাপ্ত

করিয়া সুফীতত্ত্ব-জ্ঞান লাভার্থে নানাদেশ ভ্রমণ কালে প্রসিদ্ধ সুফী স'অদু-দ্দীন মঃহম্মদ কাশ্ঘরী, খ্বাজহ্ 'অলী সমরকন্দী ও কাদ্বী জাদহ্ রূমী প্রভৃতির সঙ্গলাভ করেন। এইরূপে জামী সুফীতত্ত্বে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া, আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ সুনাম অর্জন করিলেন। ক্রমে তিনি সুফীদের অন্তর্ভুক্ত নক্শবন্দী সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন বহাউদ্দীন্ নক্শবন্দ্ এবং তাঁহার মৃত্যুর পর স'অদু-দ্দীন্ কাশ্ঘরী ইহার খলীফহ্ (বা প্রতিনিধি) পদে উন্নীত হইলেন। কাশ্ঘরীর মৃত্যুর পর মৌলা জামী হইলেন এই নক্শবন্দী সম্প্রদায়ের সর্বময় প্রভু (বা মৌলা)।

আনুমানিক ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে জামী দ্বিতীয়বার দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন এবং মক্কায় গিয়া ঃহজ্ সম্পাদন করেন। এই ভ্রমণ-পথে তিনি দমস্কাস্, তিব্রীজ়্, হিরাৎ ও বাঘদাদ্ প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া বেড়ান। বাঘদাদ্ ভ্রমণ-কালে সেখানকার অধিবাসীদের আচরণ তাঁহার মনে যথেষ্ট পীড়া দেয় এবং ইহার উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার কবিতায় লিখিয়াছেন,

রজ়্ খাত্বিরম্ কুদৌরৎ-ই-বঘ্দাদিয়ান্ বশুয়ি।

[এবং আমার মন হইতে বাঘদাদীয়দের মন্দ আচরণ ধৌত করিয়া ফেল]।

জামীর সমসাময়িক সম্রাটদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তয়মুরিয় সম্রাট অবু স'য়িদ্‌কে পরাস্ত করিয়া সুল্ত্বান্ ঃহসয়ন্ বায়করা হিরাতে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সেখানে রাজত্ব করেন। সুল্ত্বান্ বায়করা একজন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ছিলেন। তাছাড়া তাঁহার মন্ত্রী মীর্ 'অলী শের্‌ও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় অনেক সাহিত্য ও কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। জামীর সহিত মীর্ 'অলী-শের্-এর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি তাঁহার 'খম্সতু-ল্ মুতঃহয়্যন্' নামক পুস্তকে কবির জীবন-কাহিনী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। জামীর কবিতা সমূহে তাঁহাদের ছাড়া সুল্ত্বান্ আক্কা ক্ূয়ন্‌লু (১৪৭৯—১৪৯০), জহান্‌শাহ্ ক্ৃরাক্ূয়ন্‌লু (১৪৩৭—১৪৭১) এবং 'উস্মানীয় সম্রাট সুলত্বান মঃহম্মদ্ ফাতঃহ্ (১৪৫১—১৪৮১)-র উল্লেখ বা প্রশংসা-সূচক বর্ণনাও পাওয়া যায়।

জামী কেবল কবিতাতেই তাঁহার মেধাশক্তির বিকাশ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তিনি অনেক সুফীতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সাহিত্য, ইতিহাস ও আলোচনাদি লিখিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, জামী তাঁহার কবিনাম 'জ্ আ ম্ ঈ'-র অক্ষর সমূহের সংখ্যানুযায়ী ৫৪ টি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। দীবান্-ই-জামী কবির ঘজ.ল্, মস্.নবী, কসীদ, রুবায়ি ও অন্যান্য প্রকারের কবিতার একত্র সমাবেশ। তাঁহার কবিতাসমূহকে কতকটা আমীর খসরু-র দীবান্-এর ন্যায় তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) ফাতিঃহতু-শ্-শবাব্ (প্রথম জীবনের কবিতা); (২) বাসিতু-ল্ 'অক্দ্ (মধ্যজীবনের কবিতা) ও (৩) খাতিমতু-ল্ ঃহয়াৎ (শেষজীবনের কবিতা)। তাঁহার দীবান্-এ মুলম্ম' কবিতাও স্থান পাইয়াছে। মুলম্ম' এক রকম দুভাষী (আরবী ও ফারসী বয়ৎ পর পর সাজান) কবিতা। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে জামীর আরবী ভাষায়ও যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

জামীর কস্বায়দ্ কেবল রাজন্যবর্গের প্রশংসাতেই সীমাবদ্ধ নহে। তাঁহার অনেক ধর্মবিষয়ক কসীদ-র ও উল্লেখ রহিয়াছে। কসীদ কবিতায় তিনি খাকানী ও আমীর্ খসরুকেই অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার ঘজ.ল্ সুফীতত্ত্বে পূর্ণ এবং এই বিষয়ে সুফীশ্রেষ্ঠ হাফিজকেই তিনি অনেক সময় অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত ঘজ.লাংশটিতে হাফিজের উদ্ধৃত দ্বিতীয় সম্পূর্ণ ঘজ.লের সহিত ছন্দে ও ভাবধারায় যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে।

সাকী বিয়া দৌর্-ই-ফলক্ শুদ্ ব-কাম্-ই-মা।
খুর্শীদ্ রা ফরূঘ্ দিহ্ অজ.্ 'অক্স্-ই-জাম্-ই-মা॥

[সাকী, আমাদের নিকট এস, কারণ আমাদের কামনা অনুযায়ীই এই পৃথিবী ঘুরিতেছে। আমাদের পেয়ালার প্রতিবিম্ব হইতে সূর্য্যকে জ্যোতি দান কর।]

কবির রহাদৎ বা খোদা-ঐক্য বর্ণনার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার একটি ঘজ.লের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

মুরস্.সির্ দর্ রজুদ্ ইল্-লা য়কী নীস্ত্।
দরীন্ ঃহরুফ্-ই-শিগরুফ্ অস্ব্লান্ শকী নীস্ত্॥
রলী জুজ.্ জ.ীরকান্ ঈন্‌রা নদানন্দ্।
দরীঘা জ.ীর্-ই-গর্দূন্ জ.ীরকী নীস্ত॥

জমাল্-ই-উ-স্ত্ তাবান্ বর্ নিহ্ বীরূন্।
দিল্-ই মর্দান্ দিল্-ই-হর্ কুদকী নীস্ত্॥
'অত্বায়ি 'ইশ্ক্ বসয়ার্ অস্ত্ দর্দা।
কজ.ান্ বসয়ার্ মা রা আন্দকী নীস্ত্॥

[এই পৃথিবীতে প্রকাশমান একজন ছাড়া আর কেহ নাই—এই মূল্যবান কথায় সন্দেহের কোন কারণ নাই। তবে জ্ঞানী ছাড়া আর কেহ ইহা অবগত নহে। হায়, এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর মধ্যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য হয় দীপ্তিশালী, না হয় (জগতের) বহির্ভূত। প্রত্যেকের মন ত আর মহাত্মাদের ন্যায় নহে (যে তাহারা খোদার সৌন্দর্য্য বা বিকাশ উপলব্ধি করিতে পারিবে)! ভালবাসার দান যথেষ্টই রহিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যথেষ্টর কিছুই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।]

মস্.নবী-কবিতায় জামী নিজামীর অনুসরণ করিয়াছেন এবং নিজামীর 'খম্সহ্' (পাঁচটি কবিতার সমষ্টি)-র ন্যায় তিনি সাতটি কবিতার সমাবেশে 'হফ্ৎ-অউরনগ্' লিখিয়া গিয়াছেন। (১) 'সিল্সিলতু-জ্.-ধ.হব্' (স্বর্ণ-শৃঙ্খল) নানা গল্পের সাহায্যে ইসলাম দর্শন, ধর্ম্ম ও নীতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছে। ইহার প্রথম ভাগে ইসলাম ধর্মের মূল বিষয়সমূহ, যেমন আল্লাতালার প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান, তাঁহার ঐক্য ও মহিমাদি, অন্যান্য নবী বা পয়ঘম্বর হইতে হজরৎ মহম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন-কাহিনী, বেহেস্ত্, দোজখ্ ও ফেরেস্ত প্রভৃতির বর্ণনা খাঁটি মুসলমানের চিন্তাধারানুযায়ী করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে প্রেমের বিশদ ব্যাখ্যা ও সাধু মহাত্মা বা আউলিয়াদের নানা রকম কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায় এবং তৃতীয় ভাগে সম্রাট ও রাজন্যবর্গদের নানা কাহিনীর বর্ণনা রহিয়াছে।

জামী স্ফীদের ন্যায় খোদার প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,

উ-স্ত্ মঘ্জ.-ই-জহান্ জহান্ হম পুস্ত্।
খুদ্ চি মঘ্জ.্ব চি পুস্ত্ চূন্ হম উ-স্ত্॥
বুৰদ্ কুল্ল্-ই-জহান্ দর্-উ মস্তূর্।
কর্দ্ দর্ কুল্ বধ.াৎ-ই-খ্বীশ্ জ.হূর্॥

[তিনিই পৃথিবীর মজ্জা বা সারভাগ, সারা পৃথিবী তাঁহার আবরণ মাত্র। সার ভাগই বা কি, আর আবরণই বা কি—যখন সকলই কেবল এক তিনিই।

সারা পৃথিবী তাঁহার মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে—তিনি তাঁহার সত্তা দ্বারা সমস্তই প্রকাশিত করিয়াছেন।]

'সিল্‌সিলতু-জ্.ধ.হব্' নিজামীর 'হফৎ-পয়কার্-এর ছন্দে লিখিত এবং ইহা সুলত্বান ঃহুসয়নের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ইহার বয়ৎ সমষ্টি প্রায় ৭২০০।

(২) সলামান্ ব অব্সাল্ ঃ—সুফীতত্ত্ব-পূর্ণ রূপক প্রাচীন কাহিনী। ইহার সলামান্'র আব্সালের প্রেমপূর্ণ কাহিনী অবু 'অলী সীনার গল্প কাহিনী'হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। সলামান্ ছিল একজন গ্রীক বালক ও অব্সাল্ তাঁহার পরমা সুন্দরী যুবতী ধাত্রী। সলামান্ যৌবনকালে অব্সালের কামজ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া পিতার আপত্তি সত্ত্বেও তাহারা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আসিয়া সুখে একসঙ্গে জীবন যাপন করিতে থাকে। কিন্তু স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের প্রতীক 'জুহরহ্'-র প্রভাব সলামানের মন হইতে ক্রমে ক্রমে অব্সালের স্মৃতি অপসারিত করিয়া দেয় এবং এই সৌন্দর্যে প্রভাবান্বিত হইয়া সলামান্ যখন অব্সালের সহিত একত্রে এক অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেয়, তখন আব্সাল্ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় এবং সলামন্ কামনাদি রূপ অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া যায় এবং পিতার সন্তুষ্টিতে তাঁহার উত্তরাধিকার পদ প্রাপ্ত হন।

(৩) তুঃহ্ফতু-ল্ অঃহ্রার্ ঃ—ইহা নিজামীর 'মখ্জ.নু-ল্ অস্রার্' ও আমীর খস্রূ-র 'মত্ত্বল'-উল্ অন্ৱার্'-এর চিন্তাধারা অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে। ইহাতে সুফীতত্ত্বের নানা উপদেশপূর্ণ ১২টি অধ্যায় আছে। ইহা ছাড়া খোদার স্বলাৎ ও ইবাদৎ, পয়ঘম্বর বা নবীর প্রশংসা ও বিশেষ করিয়া কবির সমসাময়িক নক্শবন্দী সম্প্রদায়ের খ্বাজ অঃহরার্ নামে প্রসিদ্ধ নাস্বিরুদ্দীন্ অব্দুল্লহ্-র গুণগান বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৪) সুব্ঃহতু-ল্-আব্রার্ ঃ—ইহা অনেকটা তাঁহার পূর্ববর্তী কবিতার মতই। ইহাতে সুফীতত্ত্ব-বিষয়ক ধর্ম ও নীতি-মূলক ৪০টি অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেক আলোচনাই ২।১টি গল্পের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার পঞ্চবিংশতি অধ্যায় 'ইখ্লাস্ব্' (বা সরলতা) হইতে কয়েকটি বয়ৎ নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত হইল ঃ

চীস্ত্ ইখ্লাস্ দিল্ অজ. খুদ্ কন্দন্।
কার্-ই-খুদ্ রা ব-খুদা অফ্গন্দান্॥
নক্দ্-ই-দিল্ অজ্. হম খালিস্ কর্দন্।
রুয় চূন্ জ.র্ বখলাস্ আবর্দন্॥
দিল্ ব-অস্বা -ই-জহান্ নাদাদন্।
দীদহ্ বর্ ঃহুর্-ই-জহান্ ননহাদন্॥

[সরলতা কি ?—স্বার্থপরতা হইতে মনকে উঠাইয়া লওয়া (এবং) নিজের কাজকে খোদার নিকট সমর্পণ করা। মনরূপ মুদ্রাকে সকল বিষয় হইতে পবিত্র করা ও দৃষ্টিরূপ স্বর্ণকে মুক্ত করা—মনকে পার্থিব বিষয় হইতে দূরে রাখা এবং দৃষ্টিকে পার্থিব সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট না করা।]

(৫) ঈউসুফ্ ব জুলয়খা :—ইহা কবির সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা। ইহা ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে নিজামীর খস্রু ব শীরীনের ছন্দে ও ফরদৌসীর কাব্যের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে। যদিও মূল কাহিনীটি কোরান হইতে লওয়া হইয়াছে, তবু কবির কাহিনীটি চিন্তাধারার গভীরতায় বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার সূচনাটিই কত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক ! কবি গাহিতেছেন,

ইলাহী ঘুন্চহ্-ই-উম্মীদ্ বগ্শাঈ।
গুলী অজ. রৌদ্বহ্-ই-জাবীদ্ বনমাঈ॥
বখন্দান্ অজ্. লব্-ই-আন্ ঘুন্চহ্ বাঘম্।
ব জ.ান্ গুল্ ‘অত্তর্ পর্বর্ কুন্ দমাঘম্॥
দরীন্ মঃহনৎ সরায় বী মুরাসা।
বন‘অমৎহায় খ্বীশম্ কুন্ শিনাসা॥

[হে আল্লা, আমার আশার মুকুল প্রস্ফুটিত কর এবং চিরস্থায়ী বাগানের একটি ফুল প্রকাশিত কর। সেই ফুটন্ত ওষ্ঠ হইতে আমার বাগানকেও হাস্যময় কর এবং সেই ফুল হইতে আমার মস্তিষ্ককে সুগন্ধময় কর। এই অবিশ্বাস্য দুঃখময় সংসারে আমাকে তোমার অনুগ্রহের পাত্র কর।]

এই কাব্যের ভূমিকায় জামী সুফীতত্ত্ব আলোচনা কালে প্রেমের প্রথম বিকাশ ও সৃষ্টির বিবর্তন সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,

মুরায় দিল্বরী বা খ্বীশ্ মী সাখ্ৎ।
ক্মার্-ই-‘আশিকী বা খ্বীশ্ মী সাখ্ৎ॥

[(খোদা) নিজের সহিত-ই প্রেমের গান গাহিতেছিলেন এবং নিজের দিকেই প্রেমের পাশা চালাইতেছিলেন।]

এই প্রেমকাব্য জামীর নিপুণ লেখনীর প্রভাবে অপূর্ব সাহিত্য-রসে পূর্ণ। এই প্রেমকাব্যের কাহিনীকে গ্রহণ করিয়া আরো অনেকেই ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় কাব্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জামীর বর্ণনার সঙ্গে আর কাহারো তুলনা হয় না। ইহা অন্যান্য ভাষায় অনূদিতও হইয়াছে। ইংরেজ অনুবাদকদের মধ্যে আর, টি, এইচ, গ্রীফিৎ এবং এ, রগার্স্-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

(৬) লয়লা ব মজনূন্ :—ইহার কাহিনী-ভাগ নিজামীর 'লয়লা ব মজ্নূন্' এর কাহিনীর অনুকরণে লেখা হইয়াছে। ইহার ছন্দ-ও নিজামীর কবিতার ছন্দে লিখিত—তবে জামী এই প্রেমকাব্যের আরো উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ইহার সূচনায় আমরা পাইতেছি,

অয় খাক্ তূ তাজ্-ই-সর্বলন্দান্।
মজ্নূন্-ই-তূ 'অকল্-ই-হূশ্মন্দান্॥

[হে মানব, তুমি প্রখ্যাতদের শিরোভূষণ এবং তোমার মজনূঁ জ্ঞানীদের জ্ঞানস্বরূপ।]

শুদ্ধ প্রেমের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন,

হস্তন্দ্ অফ্লাক্ জ়াদহ্-ই-'ইশ্ক্।
অর্কান্ বজ়মীন্ ফতাদহ্-ই-'ইশ্ক্॥
বী 'ইশ্ক্ নিশান্ জ়. নীক্ ব বদ্ নীস্ত্।
চীজ়ী কি জ়. 'ইশ্ক্ নীস্ত্ খুদ্ নীস্ত্॥

[এই বিশ্ব প্রেম হইতেই প্রসূত—প্রেম হইতেই পৃথিবীতে এই ভূতাদির প্রকাশ। প্রেম ছাড়া ভাল মন্দর কোন অস্তিত্বই নাই,—যাহা প্রেম হইতে উদ্ভূত নহে, তাহার কোন অস্তিত্বই নাই।]

(৭) খিরদ্-নামহ্-ই-ইস্কন্দর :—ফর্দৌসীর শাহনাম ও নিজামীর 'ইস্কন্দর্ নাম'-র অনুকরণে লিখিত।

জামী সুফীতত্ত্ব, নীতি ও ধর্মমূলক সাহিত্য লিখিয়াও নিজেকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কয়েকটি প্রসিদ্ধ গদ্যসাহিত্য উল্লিখিত হইল।

(১) নক্দু-ন্-নস্থূস্ :—ইহা জামীর প্রথম জীবনের একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থ। ইহা রচিত হয় ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা প্রসিদ্ধ আরব দার্শনিক মহী-উদ্দীন্

ইব্নু-ল্-'অরবী-র ফস্বুস্-অল্-হিকম্ ও শেখ্ স্বদ্রু-দ্দীন্ মঃহম্মদ্ কুনয়বী-র নস্বুস্ব্—এই দুইটি মূল গ্রন্থ ও ইহাদের ব্যাখ্যার একত্রিত টীকাটিপ্পনি।

(২) নফঃহতু-ল্-উন্স্—ইহা ১৪৭৮ সনে রচিত হয়। ইহাতে প্রায় ৬১৪ জন স্বফী-মহাত্মা, দার্শনিক ও পণ্ডিতের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল গ্রন্থ প্রথমে মঃহম্মদ্ বিন্ হুসয়ন্ সলমী নীশাপুরী (মৃত্যু ১০২১) ত্ববক্বাতু-স্ব্-স্বৌফিয়—এই নামে আরবীতে লিপিবদ্ধ করেন; পরে 'অব্দু-ল্লহ্ অন্স্বারী (মৃত্যু ১০৮৮) ইহাকে হররী উপভাষায় অনুবাদ করেন। জামী 'আলী শের্ নবায়ির অনুরোধে ইহাদের উভয়ের ফারসী তরজমা করিয়া, তাঁহার সময় পর্য্যন্ত মহাত্মাদের জীবন-কাহিনী ইহাতে সংযোগ করেন।

(৩) লবায়ঃহ্:—ইহা স্বফীতত্ত্বপূর্ণ কতকগুলি উপদেশমূলক আলোচনা মাত্র এবং প্রত্যেক আলোচনার মধ্যে বেশ সুন্দর সুন্দর রুবায়ি বা চতুষ্পদী কবিতার উল্লেখ রহিয়াছে।

(৪) শবাহদু-ন্-নবুব্বৎ:—ইহা ১৪৮০ সনে লিখিত হয়। ইহাতে হজরৎ মহম্মদের শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা ও তাঁহার সঙ্গীদের কাহিনীর বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৫) অশি 'অৎ-অল্-লম 'আৎ:—ইহা ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয় এবং ইহা প্রসিদ্ধ স্বফী কবি ফখরু-দ্দীন্ 'ইরাকীর (মৃত্যু ১২৮০) লম'অৎ-এর আলোচনা ও ব্যাখ্যা মাত্র।

(৬) বহারিস্তান্:—জামীর একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্য গ্রন্থ। ইহা ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহা স'অদীর গুলিস্তানের অনুকরণে লিখিত। ইহাতে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের নামও উল্লিখিত হইয়াছে।

উল্লিখিত সাহিত্যাদি ছাড়া জামীর হদীস্ ও তফ্সীর্-এর ব্যাখ্যা, প্রসিদ্ধ ফারসী কবিদের গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা এবং সাহিত্য, ব্যাকরণ, ছন্দ ও স্বরবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ ও নিবন্ধও বর্তমান আছে।

জামী ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে হিরাৎ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধি ও শ্রেষ্ঠত্ব সমসাময়িক সকল কবি, সাহিত্যিক ও সাধুবর্গ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ জামী পরবর্তী তয়মূরিয় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁহাকে ফার্সী সাহিত্য-জগতের শেষ শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

জামী তাঁহার সুফী কাব্যদ্বারা ভারতকেও বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ভারতে আসিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই, তথাপি ভারতীয় রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে তাঁহার লিখিত কবিতার উল্লেখ আছে। নিম্নলিখিত কবিতাটি তিনি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ সওদাগর শেখ মঃহম্মদ গৱান্ (পরে যিনি তথাকার প্রধান মন্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন)-এর উদ্দেশ্যে লিখিত একটি ঘজ.লের কিয়দংশ।

জামী অশ্'আর্-ই-দিলাৱয়িজ.-ই-তূ জিন্সী অস্ত্ নফীস্।
পুদ্-ই-আন্ ঃহুসন্ আদা লুত্ফ্-ই-ম্'আনী তারশ্॥
হম্‌রহ্-ই-ক্বাফিল-ই-হিন্দ্ ৱৱান্ কুন্ কি রসদ্;
শরফ্-ই-মিঃহ্‌র্-ই-ক্ববূল্ অজ.্ মালিকুল্ তজ্জারশ্॥

[জামী, তোমার মনোজ্ঞ কবিতাসকল এক অপূর্ব জিনিষ। ইহার টানা ও প'ড়েন প্রকাশের সৌন্দর্য্য ও (ইঙ্গিতপূর্ণ) অর্থের নিপুণতায় (নির্ম্মিত)। ভারত-যাত্রীদের সহিত ইহাকে প্রেরণ কর, যাহাতে সওদাগর-শ্রেষ্ঠ (গৱান্) -এর আদর লাভে ইহা সম্মানিত হইতে পারে।]

পরবর্ত্তী কালেও যে জামীর কবিতা ভারতে কত শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইত, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে। কথিত আছে, ভারত সম্রাট শাহজাহান্ তাঁহার লাইব্রেরীর জন্য জামীর বহারিস্তান্ নামক গ্রন্থের একটি হস্ত-লিখিত পুঁথি প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ জর্‌রীন্ কলাম্ উপাধিধারী মঃহম্মদ ঃহুসয়ন্‌কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ইহা নস্ত'লিক্ প্রণালীতে লিখিয়া সমাপ্ত করেন। তাছাড়া আরো ১৬ জন চিত্রশিল্পী এই পুঁথির প্রচ্ছদপট, প্রতি পৃষ্ঠার রঙ্‌সজ্জা ও ইহার প্রান্তসীমায় নানারূপ কার্য্য ও অন্যান্য রঙ্গীন শিকার-দৃশ্য চিত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছিল।

মীর 'অলী শের্ নৱায়ী :—'অলী শের্ নৱায়ী তুর্কী সাহিত্যের একজন প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইলেও, ফার্‌সী সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। সর্বোপরি তিনি সেই যুগের একজন বিদ্যোৎ-সাহী ব্যক্তি এবং কবি ও সাহিত্যিকদের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তাঁহার যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মৌলানা জামীর একজন পরম বন্ধু ও

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর জামীও তাঁহার অনেক গ্রন্থ এই দরদী বন্ধুর নামেই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

মীর্ 'অলী শের্ তয়মূরিয় সম্রাট অবুল্ ঘাজ়ী সুলত্বান্ ঃহুসয়ন্ বিন্ মন্সূর্ বিন্ বয়করার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার কবি ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া চিত্রশিল্পী বিহ্জ়াদ্ এবং শাহ মুজফর্ ও সুরশিল্পী কুল্ মঃহম্মদ্, শয়খী না'ঈ এবং ঃহুসয়ন্ 'উদী প্রভৃতিও 'অলী শেরের পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারাই তাঁহাদের বিভিন্ন জগতে সুনাম অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কবি নিজেও একজন গায়ক ও চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাছাড়া ফার্সীতেও তাঁহার কাব্যাদির উল্লেখ আছে এবং ফার্সী কবিতায় তাঁহার কবি-নাম (বা তখল্লুস্) ছিল ফানী। বস্তুতঃ তুর্কী-সাহিত্যেই নবায়ী তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা বিশেষভাবে দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং এই ভাষায় তাঁহার ঘজ়ল্-সম্বলিত চারিটি দীবান্ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ফারসী মস্নবী কবিতার বিষয়বস্তুর অনুকরণে ছয়টি মস্নবী-কাব্যও লিখিয়া গিয়াছেন।

নবায়ী ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে হেরাত্তে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায়ই ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বস্তুতঃ কবি তাঁহার প্রতিভা ও নিজ ব্যক্তিত্বর গুণেই ঝঞ্ঝাট ও বাদবিতণ্ডাময় রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেও অতি শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন ও তাঁহার প্রভুর ছাত্রজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার শেষ বয়সে রাজ্যশাসন-কাল পর্য্যন্ত সর্বসময়ের জন্য একজন পরম বিশ্বাসী ও সুহৃদ বন্ধু ছিলেন। কর্মজীবনে একজন রাজনীতিজ্ঞ হইলেও, তিনি মনেপ্রাণে একজন ধার্মিক ব্যক্তি ও কৃষ্টিবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বদান্যতার খ্যাতি চির-প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এক খোরাসান শহরেই তিনি প্রায় ৩৭০টি মসজিদ্, স্কুল, কলেজ, পান্থশালা বা বিভিন্ন দাতব্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা সংগঠন করিয়া গিয়াছেন।

মোঘল্ আধিপত্য ও তয়মুরিয় যুগের গত্ত-সাহিত্য

কবিদের জীবন ও তাঁহাদের রচিত কাব্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাদের লিখিত অনেক গদ্য-গ্রন্থেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল ছাড়াও আরো অনেক সাহিত্যিক রহিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা কেবল গদ্য-সাহিত্য লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই সাহিত্যাদির মধ্যে ইতিহাস, জীবনী-সংগ্রহ ও নীতিমূলক গ্রন্থই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাসের মধ্যে প্রথমেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'অত্বা মলিক্ জুরয়নী লিখিত 'তারীখ্-ই-জহান্গুশা'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা লেখা হয় ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহাতে বিশেষ করিয়া চঙ্গীজ্ খান্ ও তাঁহার পূর্বপুরুষ ও উত্তরাধিকারিগণের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। তাছাড়া তখনকার খ্'রজ.ম্-সম্রাট ও ইস্ম'য়লিয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসও তথায় লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিক জুরয়নী মোঘল সম্রাট হলকূ খান্ এবং আবাকা খানের রাজদরবারের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং তাঁহাদের অধীনে 'ইরাক্ ও অন্যান্য স্থানের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১২৮৩ সনে আধর্বায়জানে প্রাণত্যাগ করেন।

তারীখ্-ই-জহান্গুশা-র পরই জুজ.জানের অধিবাসী অবু 'উমর্ 'উস্.মান্ মিন্হাজু-দ্দীন্ বিন্ মঃহম্মদ্ সিরাজু-দ্দীন্-লিখিত 'ত্ববকাৎ-ই-নাস্বিরী'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। মিন্হাজুদ্দীন্ যদিও ঈরানের অন্তর্গত জুজ.জানের অধিবাসী ছিলেন, তবু তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ভারতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। কেবল রাজকার্য্য ব্যাপারে তিনবার ঈরানে গিয়াছিলেন এবং নিজ চক্ষে তখনকার ঈরানের যুদ্ধ-বিগ্রহ সমূহ দেখিয়া আসিয়াছেন। ত্ববকাৎ-ই-নাস্বিরীতে ভারতীয় রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাছাড়া ইহাতে ঈরানের ঘজ.নবীয় সম্রাটদের ও মোঘল্ আধিপত্য এবং ইস্ম'য়লীয় সম্প্রদায়ের প্রচারাদির বর্ণনাও যথেষ্ট পাওয়া যাইবে। ইহা ১২৬০ সনে রচিত হয়।

'জাম'-উৎ-তবারীখ্' একটি সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস। ইহাতে সৃষ্টির প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঈরান ও আরব সাম্রাজ্যের রাজন্যবর্গের বর্ণনা রহিয়াছে ; তবে ইহা বিশেষ করিয়া মোঘলদের ইতিবৃত্তই আলোচনা করিয়াছে। ইহার গ্রন্থকার রশীদু-দ্দীন্ ফদ্বলু-ল্ল হমদানী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত লোক। তিনি মোঘল্ সম্রাট আবাকা, ঘাজ.ান্ ও উল্জায়তু-র সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং সম্রাট ঘাজ.ান্ খানের একজন প্রসিদ্ধ মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মের অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রায় ৭০ বৎসর বয়সের সময় শত্রুদের প্ররোচনায় সুলত্বান্ অবু স'য়িদ্-এর আদেশে নিহত হন।

ঃহমদু-ল্লা মুসতৌফী কজ.বীনী আর একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তিনি 'তারীখ্-ই-গুজ.ীদহ্' লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহা অনেকাংশে জাম'-উৎ-তবারীখ্-এর অনুকরণেই লিখিত এবং ইহা লেখা হয় ১৩২৯ সনে। ইহা ছাড়া আরো দুইটি গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—জফ.র্-নাম ও নুজ.হতু-ল্ কুলুব্। জফর্-নাম একটি ঐতিহাসিক কাব্য এবং ইহা শাহনাম-র অনুকরণে লিখিত। ইহার বর্ণিতকাল শাহনামর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কবির জীবনকাল পর্য্যন্ত। ১৩৩৪ সনে ইহা লিখিয়া সমাপ্ত করা হয়। নুজ.হতু-ল্-কুলুব্ একটি ভৌগোলিক গ্রন্থ। ইহাতে ভৌগোলিক সকল বিষয়েরই বর্ণনা রহিয়াছে, তবে বিশেষ করিয়া ঈরানের রাজ্য ও পথসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা ১৩৩৯ সনে লিখিত হয়। এই প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ১৩৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কজ.বীন্ শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

'মত্বল'-উস্-স'দয়ন্'-এ ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের বিস্তৃত বর্ণনা বিদ্যমান। গ্রন্থকার 'অব্দু-র্-রজ্জ.াক্ সমরকন্দী বেশ নিপুণতার সহিত পারস্যের শেষ মোঘল্ সম্রাট অবু স'য়িদ্-এর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসিদ্ধ তয়মূরিয় সম্রাট অবু স'য়িদ্-এর জীবনকাল পর্য্যন্ত সময়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। 'অব্দুর্ রজ্জ.াক্ ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে হিরাতে জন্মগ্রহণ করেন ; কিন্তু তাঁহার আদিম নিবাস সমরকন্দে ছিল বলিয়া তাঁহাকে অনেক সময় সমরকন্দী বলিয়া অভিহিত করা হয়। তিনি যৌবনকালেই সম্রাট শাহ্রুখ্-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহারই আদেশে রাজকার্য্য ব্যাপারে ভারতের বিজয়নগরে আসিয়া,

তিন বৎসরকাল তথায় অবস্থান করেন। তাঁহার শেষজীবন তিনি নির্জনে বসবাস করিয়া এক খান্‌কাহ্‌ (বা মঠ)-র অধিকারী হিসাবে সময় অতিবাহিত করেন। ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিরাতে প্রাণত্যাগ করেন।

রৌদ্বৎ-উস্-স্বফা এই যুগের শেষ প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টির আদিমকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তয়মূরিয় সম্রাট অবুল্ ঘাজ়ী স্বল্‌ত্বান :হুসয়ন্ বায়করা-র জীবনকাল পর্য্যন্ত ঘটনা সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রৌদ্বতুস্-স্বফা সাত খণ্ডে বিভক্ত। মীর্ খ্বান্দ্ নামে প্রসিদ্ধ ইহার গ্রন্থকার মঃহম্মদ্ বিন্ খাবন্দ্ শাহ্ বিন্ মঃহমূদ্ বল্‌খ্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক মীর্ ‘আলী শের্ নবায়ি-র অধীনে থাকিয়াই কাটাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে তয়মূর্ ও তাঁহার বংশধরদের রাজত্ব কালের ১৪৬৮ সন পর্য্যন্ত লিখিয়া সমাপ্ত করিয়া, সপ্তম খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহা লিখিয়া সমাপ্ত করার পুর্বেই দীর্ঘকাল রোগভোগ করার পর ১৪৯৮ সনে তাঁহার ৬৬ বৎসর বয়সে হিরাৎ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। পরে তাঁহার পৌত্র খ্বান্দমীর বাকী অংশটি লিখিয়া সমাপ্ত করেন। সপ্তম খণ্ডে বিশেষ করিয়া স্বল্‌ত্বান্ :হুসয়ন্ বায়করার জীবন ও রাজত্বকাল বর্ণনা করা হইয়াছে। খ্বান্দমীর ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রৌদ্বতুস্-স্বফার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণও প্রণয়ন করেন এবং ইহাকে ‘খুলাস্বৎ-অল্ অখ্‌বার্’ নামে অভিহিত করা হয়।

মোঘল্ আধিপত্য ও তয়মুরিয় যুগের গভ সাহিত্য (২)

জীবনী-সংগ্রহের মধ্যে লুবাবু-ল্-অল্বাব্-ই-'অরফী ও তধ্কির-ই-দৌলৎ-শাহ্-ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লুবাবু-ল্-অল্বাব্ ফার্সী কবি ও সাহিত্যিক-দের জীবন-কাহিনী। ইহাতে ফারসী কবিতার সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থকারের সময়কাল পর্যন্ত কবিতা ও সাহিত্যাদির বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এই জীবনী-সংগ্রহ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, রাজন্যবর্গ ও বিদ্বন্মণ্ডলী ও দ্বিতীয় ভাগে বিশেষ করিয়া কবি ও সাহিত্যিকদের কাব্যাদির আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে ১৬৯জন কবির নামোল্লেখ আছে। ইহা লিখিত হয় ১২২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে। গ্রন্থকার মুহম্মদ্ 'অরফীর আদিম বাসস্থান ছিল মরব শহরে। তিনি তাঁহার প্রথম জীবন প্রধানতঃ বোখারাতেই অতিবাহিত করেন এবং খোরাসানে ঘুরিয়া বেড়ান। পরে তিনি ভারতবর্ষে গমন করেন এবং সিন্ধুর সুল্ত্বান্ নাস্বিরু-দ্দীন্ কুবাচার রাজদরবারে যোগদান করেন। লুবাবু-ল্ অল্বাব্ সিন্ধুর রাজমন্ত্রী ঃহুসয়ন্ বিন্ শরফু-ল্ মুল্ক্-এর নামেই উৎসর্গ করা হয়। পরে যখন ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে উল্লিখিত সুলত্বান্ পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত ও মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন 'অরফী বিজেতা শম্সু-দ্দীন্ ইল্তুৎ-মিশের রাজদরবারে যোগদান করেন এবং তাঁহার নামে 'অরফীর দ্বিতীয় গ্রন্থ জবামি'-উল্ ঃিকায়াৎ বা গল্প-সংগ্রহ উৎসর্গ করেন।

১৪৮৭ সনে আমীর দৌলৎশাহ্ সমরকন্দী তাঁহার বিখ্যাত 'তধ্কিরতু-শ্-শু'অরা' বা কবিদের জীবন-কাহিনী লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দৌলৎ-শাহ-র পিতা 'অলা-উদ্দৌলহ্ সম্রাট শাহরুখের একজন বয়স্য ছিলেন; এবং তিনি অবুল ঘাজী সুল্ত্বান্ ঃহুসয়ন্ ও আমীর্ 'অলী শের্ নবায়ি-র একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার তধ্কিরহ্ প্রসিদ্ধ 'অলী-শের্ নবায়ির নামেই উৎসর্গ করা হয়। ইহা সাত ভাগে বিভক্ত; এবং প্রত্যেক ভাগেই ২০।২৫ জন সমসাময়িক কবি ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদের কবিতার নাম ও বর্ণনাদি রহিয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় কবিতার রূপ ও উপসংহারে তাঁহার সমসাময়িক কবিদের বর্ণনা করিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষকদ্বয়ের মানবতা ও প্রসিদ্ধ কবি জামীর শ্রেষ্ঠত্বের

বর্ণনাও স্থান পাইয়াছে। তধ্‌কির-র ভাষা অতি সরল, সরস ও চিত্তাকর্ষক, যদিও সময় নির্দেশ ব্যাপারে গ্রন্থকার সব সময় সঠিক হইতে পারেন নাই।

ঠিক ফারসী সাহিত্যের না হইলেও, এ যুগের আর একটি গদ্য গ্রন্থের উল্লেখ করা বোধ হয় বাহুল্য হইবে না। ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তৈমুর-বংশোদ্ভূত জহীরুদ্দীন্ বাবর্ বিরচিত তাঁহার আত্ম-চরিত গ্রন্থ 'বাবুর-নাম' তুর্কী ভাষায় লিখিত হইলেও ইহাকে সেই যুগের সারা এশিয়ার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলা যাইতে পারে। তাছাড়া বাবর তাঁহার আত্মচরিতে সমসাময়িক সকল ফারসী কবি ও সাহিত্যিকদের কাব্যাদির উদ্ধৃতিসহ বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।[১]

এই যুগের নীতি ও উপদেশমূলক সাহিত্যাদির মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থই বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অখ্‌লাক্‌-ই-নাস্বিরী, অখ্‌লাক্‌-ই-জলালী, অখ্‌লাক-ই-মুঃহসিনী ও অন্‌বার্-ই-সুহয়লী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অখ্‌লাক্‌-ই-নাস্বিরী লিখা হয় ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইহার প্রণেতা হইলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক নস্বীরুদ্দীন্ ত্বূসী। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্বূস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ত্বূসী ইস্‌ম'য়লীয় সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং অখ্‌লাক্‌-ই-নাস্বিরী ইসম'য়লীয় সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল কুহিস্তানের অধিনায়ক নাস্বিরুদ্দীন্ 'অব্দুর্ রঃহীম্-এর নামেই উৎসর্গ করা হয়। পরে ইসম'য়লীয় সম্প্রদায়ের অধঃ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মোঘল হলাগ্ খান্-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তথায় তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তিনি শেষ জীবনে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র বিষয়ক অনেক গ্রন্থই লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশই আরবী ভাষায় রচিত। ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাগ্‌দাদে প্রাণত্যাগ করেন।

১ বাবরের তুর্কী কবিতার ন্যায় ফারসী কবিতায়ও বেশ রসাত্মক ছন্দে লিখিত কবিতার উল্লেখ আছে। যেমন,—

নৌ রোজ-ও নৌ বহার্ ও ময় ও দিল্‌রুবা খুশস্ত্।
বাবুর্ ব-'অয়িশ্ কুশ্ কি 'আলম্ দু বারহ্ নীস্ত্॥

[নববর্ষ, নূতন বসন্ত, আর মদ ও প্রেমিকার (একত্র সমাবেশ) তো সুখের বিষয়—হে বাবর, এই সকল লইয়া আনন্দ কর, কারণ এই পার্থিব সুযোগ আবার ফিরিয়া আসিবে না।]

'অখ্‌লাক্-ই-জলালী' প্রণয়ন করেন প্রসিদ্ধ কাযী ও অধ্যাপক জলালু-দ্দীন্ দবানী। তিনি ফারস্-এর অন্তর্গত কাজ্.রূন্-এর নিকটবর্তী দবান নামক স্থানে ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার ন্যায় তিনি নিজেও ছিলেন একজন কাযী বা বিচারক। তাছাড়া তিনি শীরাজের 'দারুল্-অয়তাম্' নামক কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি শীরাজ নগরেই অতিবাহিত করেন। তিনি তাঁহার জন্মস্থান দবান্-এ ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

অখ্‌লাক্-ই-মুঃহ্‌সিনী ও অন্‌বার্-ই-সুহয়লী এই উভয় গ্রন্থই প্রণয়ন করেন ঃহুসয়ন্ বা'ইজ্ কাশিফী। তিনি অন্‌বার-ই সুহয়লী লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাইজ্ কাশিফী নামে প্রসিদ্ধ কমালু-দ্দীন্ ঃহুসয়ন্ একজন ধর্মপ্রচারক বা বক্তা (বা'ইজ্) ছিলেন। তাঁহার অখ্‌লাক্-ই-মুঃহসিনী ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং অবুল্ ঘাজ়ী সুল্‌ত্বান্ ঃহুসয়ন্ বিন্ বয়করা-র নামে উৎসর্গ করা হয়। তাঁহার অন্‌বার্-ই-সুহয়লী পূর্বে উল্লিখিত নস্বরু-ল্লহ্ প্রণীত খলীলহ্ ব দিম্‌নহ্-র অনুকরণে লিখিত। ইহা বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার ভাষাও বেশ সরস, বেগবতী ও চিত্তাকর্ষক। এই দুইটি ছাড়া কাশিফীর অন্যান্য গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে; যেমন, রৌদ্বতু-শ্-শুহদা (শহীদ্ বা ধর্মযুদ্ধে প্রাণ-দাতাদের বাগান বা স্মৃতিমন্দির), এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মীর্ 'অলী শের্-এর উদ্দেশ্যে লিখিত কোরানের ব্যাখ্যা সূচক 'মুব্রাহীব্-ই-'অলিয়হ্'।

স্বফরিয় ও ক্বাজারিয় যুগ

১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে শেখ্ স্বফী-উদ্দীন্ অর্দবীলী-র বংশোদ্ভূত ইস্ম'য়ল্ তিব্রীজ্. শহরে নিজকে স্থলত্বান্ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বফী-উদ্দীনের নামানুসারে স্বফরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। স্বফরীয় সম্রাটগণ প্রায় ২৪০ বৎসর ঈরানে রাজত্ব করেন। শাহ্ ইস্'ময়লের পূর্ববর্তী গ্বজ.নবী, সল্জুক্বী, মোঘল বা তয়মূরীয় সম্রাটগণ কেহই খাঁটি ঈরানী ছিলেন না; কিন্তু স্বফরীয় বা ক্বাজারীয় সম্রাটগণ সকলই ছিলেন খাঁটি ঈরান বংশোদ্ভূত। স্বফবিয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই শিয়া ধর্মের প্রাধান্য লক্ষিত হয়, এবং ইহা রাজধর্ম বলিয়া প্রচারিত হয়। ইহার পূর্ব যুগসমূহে সাধারণতঃ স্থন্নী ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল, যদিও ঈরানবাসীগণ সকল সময়ই শিয়া ধর্মের প্রতিই কতকটা আকৃষ্ট ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত ইস্ম'য়লী সম্প্রদায় শিয়াদেরই একটা শাখা মাত্র।

ইস্ম'য়লের জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্বহ্মস্প্ ৫২ বৎসর রাজত্ব করার পর ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহারই রাজত্বকালে ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের পুত্র হুমায়ুন্ এই রাজদরবারে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী প্রসিদ্ধ সম্রাট 'মহান্' শাহ্ 'অববাস্ ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন, এবং প্রায় ৪১ বৎসর রাজত্ব করার পর ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি একজন শক্তিশালী ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন। তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণের মধ্যে কেবল দ্বিতীয় শাহ্ 'অববাস্ (১৬৪২-১৬৬৬)-এর নামই উল্লেখ করা যাইতে পারে; আর সকলেই নিষ্ঠুরতা, অকর্মণ্যতা ও অন্যান্য সহজাত দোষদ্বারা তাহাদের সাম্রাজ্যকে অধঃপতনের দিকেই অগ্রসব করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে আফ্গানদের আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা তখনকার রাজধানী ইস্ফহান্ আক্রমণ করিয়া নিষ্ঠুর ও নৃশংস অত্যাচার দ্বারা স্বফরী সাম্রাজ্যকে সমূলে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে থাকে। এই সময়ে নাদির্শাহ্ নামে প্রসিদ্ধ নাদির ক্বুলী অফ্শার্ বা ত্বহমস্প্ক্বুলী (ত্বহমস্পের

ভৃত্য)-র অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। কয়েক বৎসর আফগান্ আধিপত্যের পর নাদিরকুলীই হইলেন ঈরানের সর্বময় কর্তা। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজকে শাহ্ বা সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য বাগ্দাদ্ হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই আফ্শারিয় সাম্রাজ্যও নাদিরশাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া যায় এবং করীম্খান্ জ.ন্দ্ (১৭৫০—১৭৭৯) তাঁহার আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়া শীরাজে. তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। জ.ন্দিয়দের শেষ রাজা লুত্ফ্-'অলী খান্‌কে সমূলে বিনষ্ট করিয়া আকা মঃহম্মদ্খান্ কাজার ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে ঈরানের সর্বময় কর্তা বলিয়া ঘোষিত করিলেন, যদিও ইহার বহু পূর্বেই তিনি তাঁহার আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়া বসবাস করিতেছিলেন।

তাঁহার পরবর্তী ফতঃহ্ 'অলীশাহ্ কাজার ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ফতঃহ্ 'অলী নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং কবি-নাম 'খাকান্' গ্রহণ করিয়া অনেক ঘজ.ল্ও লিখিয়া গিয়াছেন। পরবর্তী রাজা মঃহম্মদ্শাহ্ কাজার (১৮৩৫—১৮৪৮)-এর রাজত্বকালের প্রথমভাগেই পূর্ববর্তী রাজার প্রসিদ্ধ মন্ত্রী কা'ইম্ মকাম্ মীরজ.া অবুল্ কাসিম্-এর পতন ও প্রাণদণ্ড হয়। কা'ইম্ মকাম্ একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। এই সময়ে ইস্ম'য়লী সম্প্রদায়ের অধিনায়ক আকাখানের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়া চলিয়া আসেন, এবং তাঁহারই বংশধর আগাখান্ ইস্ম'য়লী সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হিসাবে বেশ প্রতিপত্তির সহিত বোম্বাই শহরে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

মঃহম্মদ্ শাহ্-র রাজত্বের শেষভাগে বাবী ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান দেখা যায়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা শীরাজের বাসিন্দা মীরজ.া 'অলী মঃহম্মদ্ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে শিয়াদের দ্বাদশ ইমাম্ অর্থাৎ ইমাম মহদীর (যিনি ঠিক একহাজার বৎসর পূর্বে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়া গিয়াছিলেন) পুনঃ-প্রকাশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং নিজেকে বাব্ (প্রবেশ পথ) অর্থাৎ সেই ইমাম্ মহদীর মধ্য দিয়া প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হইবার পথ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। বাবী সম্প্রদায় পরবর্তী সময়ে নিজেদের আল্লার

নবী বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছে। তাঁহাদেরই একটি শাখা বহায়ি সম্প্রদায় তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বহা-উল্লা (মৃত্যু ১৮৯২) সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

খল্‌ক্ গূয়ন্দ্ খুদায়ি র মন্ অন্দর্ ঘত্তব্ আয়ম্।
পর্‌দহ্ বর্‌দাস্তহ্ মপসন্দ্ বখুদ্ নঙ্গ্-ই-খুদায়ি ॥

[লোকে বলে 'তুমিই খোদা'; এবং আমি ইহাতে রাগান্বিত হই। পরদা (বা পাপ) অপসারিত কর, এবং খোদার ব্যক্তিত্বে আর অবমাননা করিও না।]

বাবী ও বহায়ি সম্প্রদায়ের আধিপত্য এই সময়ে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ইহাদের রাজনৈতিক ইতিহাসও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু আমাদের আলোচনা রাজনৈতিক ইতিহাস নয়। সাহিত্যের ইতিহাসেও এই উভয় সম্প্রদায়ের যথেষ্ট দান আছে। বাবীশ্রেষ্ঠ 'অলী মঃহম্মদ্ নিজেও অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে ফার্‌সী ভাষায় লিখিত বাবীধর্মের বিস্তৃত বর্ণনা সম্বলিত 'বয়ান্' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কাজার বংশের পরবর্তী রাজা হইলেন নাস্বির-দ্দীন্ শাহ্ (১৮৪৮-১৮৯৬)। নাস্বিরুদ্দীনের রাজত্বকালে বাবীদের বিদ্রোহ বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। নাস্বিরের প্রধান মন্ত্রী আমীর্-ই-নিজাম্ মীরজা তকীখান্ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য তাঁহার যুগে অতুলনীয়। কিন্তু তিনিও রাজনৈতিক কারণে নৃশংসভাবে দণ্ডিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নাস্বিরুদ্দীন্ নিহত হইলেন একজন বাবী গুপ্তচরের হস্তে।

পরবর্তী রাজা হইলেন মুজফরুদ্দীন্ শাহ্ (১৮৯৬-১৯০৭)। এই সময়ে সাধারণ লোকের মধ্যেও ক্রমশঃ স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের চাপে পড়িয়া মুজফরুদ্দীন্‌শাহ্ কন্‌ষ্টিটিউশানেল্ পার্‌লামেণ্ট (Constitutional Parliament) বা প্রচলিত শাসন প্রণালী সম্মত বিধি নিরুপণের ক্ষমতাপন্ন জাতীয় প্রতিনিধি সভার দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

এই চারি শতাব্দীতে ঈরানে ফার্‌সী সাহিত্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় না, যদিও রাজনৈতিক পরিবর্তন যথেষ্টই হইয়াছে। ১৯ শতাব্দীর শেষভাগে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপক অনেক সাহিত্য ও কবিতার প্রাধান্য দেখা যায়। যদিও এই যুগে ঈরানে ফারসী ভাষার মৌলিকতা ততটা অনুভূত

হয় নাই, কিন্তু ভারতের মোঘল দরবারে অনেক কবি ও সাহিত্যিকই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন। মোঘল সম্রাটগণও যথেষ্ট বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং কবি ও সাহিত্যিকদের নানাভাবে পৃষ্টপোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

বাবরের ভারত-সম্রাট পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর হইতেই ঈরানীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা আবার ভারতের সহিত জড়িত হইবার বিশেষ সুযোগ পাইল। এই সময় হইতে আওরঙ্গজে.বের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত অনেক কবি ও সাহিত্যিকই দিল্লী ও দাক্ষিণাত্যের রাজদরবারের গুণগরিমায় মুগ্ধ হইয়া ভারতের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বদৌনী মোঘল দরবারের প্রায় ১৭০ জন কবি ও সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রায় সকলেই ঈরান সম্ভূত। হেরাৎ, বুখারা, সমরকন্দ, ফারস্ এবং তুর্কীস্তান হইতে অনেক কবিই ভারতে আসিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের নিজ দেশে বিশেষ কোন প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ ঈরানীয়দের ভারতীয় আব-হাওয়ার প্রতি কখনই বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ছিল না, তবে অবস্থার ফেরে তাঁহাদের অনেককেই অবশেষে ভারতে আগমন করিতে হইয়াছে, এবং তাঁহাদের পরবর্তী জীবনে ভারতের অনেক সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় দরবারের প্রতি ঈরানীয়দের কিরূপ অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি স'অদীর নিম্নলিখিত দুইটি বয়ৎ হইতেই বিশেষভাবে উপলব্ধ হইবে।

দর্ নৌকরী-ই-হিন্দ্ লবাসৎ বায়িদ্।
দস্তার-ই-জ.র্ ব জাম-ই-তাসৎ বায়িদ্ ॥
চুঁ গাব-ই-শিকম্ রীশ্-ই-দরাজ.ৎ বায়িদ্।
ন 'অক্ল্ ব খিরদ্ ফহম্ ব ফিরাসৎ বায়িদ্ ॥

[ভারতে চাকরী লাভের জন্য চাই (সুন্দর) পোষাক, জরী টুপী ও রেশমী পরিচ্ছদ। বৃষ-উদর ও লম্বা দাঁড়ীই যথেষ্ট, তথায় জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি বা কার্য্যক্ষমতার কোন দরকার নাই।]

সেই যুগে যে ভারতের মুঘল্ দরবার কবি-প্রশস্তির একটা প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, তাহা 'অলী কুলী সলীমের নিম্নলিখিত কবিতা হইতে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

নীস্ত্ দর্ ঈরান্ জমীন্ সামান্-ই-তঃহস্‌সীল্-ই-কমাল্।
তা নী আমদ্ স্যূয় হিন্দুস্তান্ ঃহনা রঙ্গীন্ নশুদ্।

[ঈরানে আর (কাব্যে) প্রতিপত্তি লাভের কোন উপায় নাই; হেনা গুল্ম-বৃক্ষ ভারতে পৌঁছার পূর্বে আর রঞ্জিত হয় না।]

যে কাসিম কাহী পরবর্তী জীবনে আকবরের দরবারে বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রথম জীবনে প্রসিদ্ধ জামীর সহিত হেরাতে বসবাস কালে, ভারতের প্রতি কেমন একটা ঘৃণ্য অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, তাহা আমাদের এই নিম্নলিখিত বয়ৎটি বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

কাহী তু বুলবুল্-ই-চমন্ আরায়ি কাবুলী
জ.াঘ্ র জ.ঘন্-নহ্-ই কি ব-হিন্দুস্তান শবী॥

[হে কাহী, তুমি কাবুলের বাগানের শোভা বর্দ্ধনকারী বুলবুল। তুমি তো (আর) কাক অথবা চিল নও যে হিন্দুস্থানে যাইবে।]

মুঃহুতশম্ কাশানী—স্বফবী যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ত্বহমাস্প্-এর রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি যৌবনে অনেক ঘজ.ল্ ও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু রাজদরবারে এসবের কোন সমাদর হয় নাই। পরে তিনি ধর্মসংক্রান্ত কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ইহাতে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেন। তিনি ইমাম্‌দের উদ্দেশ্যে অনেক মর্‌সি.য় (শোক-গাথা)-কবিতা লিখিয়াছেন। কারবালার ধর্মযুদ্ধে নিহতদের (শহীদ্) সম্বন্ধেও তর্‌জী'-বন্দ্ বা তরকীব্-বন্দ্ কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

হুমায়ুন—মোঘল সম্রাট হুমায়ুন্ ও (১৫৩০—৪০; ১৫৫৬—৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) একজন কৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহার পিতার তত্ত্বাবধানে জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ও ভূ-বিজ্ঞানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই সকল বিষয়ে তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন বাবরের প্রধান কর্মসচীব খ্বাজ কলান্ ও শেখ্ জ.য়নুদ্দীন্। তাছাড়া পণ্ডিত-প্রবর শেখ অবুল্ কাসিম্ অস্‌তরবাদী, মুল্লা নূরুদ্দীন্ এবং মৌলানা ইলিয়াস্ ছিলেন তাঁহার প্রধান সহচর।

ফারসী কবিতায়ও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তারীখ্-ই-ফিরিশ্ত ও অবুল্ ফজলের (=ফদ্বল্) আক্বর্-নাম-য় হুমায়ুনের অনেক ঘজ.ল্, মস্.নবী ও রুবায়ী কবিতার উল্লেখ আছে।

কথিত আছে, একবার তাঁহার ভ্রাতা কামরানের সহিত যুদ্ধ-বিরাম ও শান্তি-স্থাপন উদ্দেশ্যে হুমায়ুন্ নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া প্রেরণ করেন।

বুরদ্ খুন্-ই-আন্ কৌম্ দর্ গর্দনৎ।
ব্রদ্ দস্ত্-ই-জম' দর্ দামনৎ॥
হমান্ বিহ্ কি বর্ স্বলঃহ্ রায় আররী।
ত্বরীক্-ই-মর্রৎ বজায় আররী॥

[সেই জাতির রক্ত তোমার স্কন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, এবং তাহারা তোমাকেই দোষারোপ করিবে। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট যে তুমি শান্তির চিন্তা কর এবং ইহা দ্বারা তোমার মহানুভবতা প্রদর্শন কর।]

আর ইহার প্রত্যুত্তরে কাম্রান্ জবাব দিয়াছিলেন,—

'অরূস্-ই-মুল্ক্ কসী দর্ কিনার্ গীরদ্ তন্গ্।
কি বুসহ্ বর্ লব্-ই-শম্শীর্-ই-আব্দার্ দিহদ্।

[সে-ই ভাগ্য-লক্ষ্মীকে জয় করিতে পারে, যে ধারাল অস্ত্রের মুখে চুম্বন করিতে পারে]।

হুমায়ুন যে একজন প্রকৃত স্নফী ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কাহিনীটি হইতে বিশেষভাবে ব্যক্ত হইতেছে। কথিত আছে, তাঁহাব পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ কালে কোন কোন কবি হুমায়ুনের কাব্য-জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট কাব্য-শুদ্ধির জন্য আসিতেন। একবার মুল্লা হয়রতী নামে এক কবি নিম্নলিখিত ঘজ.ল্টি লিখিয়া, ইহার উৎকর্ষ সাধনার্থে হুমায়ুনের নিকট পাঠান।

গহ্ দিল্ অজ্. 'ইশ্ক্-ই-বুতান্ গহ্ জিগরম্ মীস্জ.দ্।
'ইশ্ক্ হর্ লঃহজহ্ বদাঘ্-ই-দিগরম্ মী স্নজ.দ্॥
হম্চু পররানহ্ ব-শম'ঈ সর্রকার্ অস্ত্ মরা।
কি অগর্ পীশ্ ররম্ বাল্ ব পরম্ মী স্নজ.দ্॥

[প্রেমিকাদের ভালবাসার (আগুনে) আমার দেহ ও মন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্ত আমি নূতন নূতন ঘাত-প্রতিঘাতে দগ্ধ হইতেছি। তসরে পোকার ন্যায় মোমবাতিতে ঝাঁপাইয়া পড়াই আমার কাজ, আর যদি

কিছুটা অগ্রসর হই, তাহা হইলে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুড়িয়া (ছাই হইয়া) যাইবে।]

হুমায়ুন্ কবিতাটি আরো মনোজ্ঞ করিবার উদ্দেশ্যে শেষ পঙ্‌ক্তিটি পরিবর্তিত করিয়া লিখিলেন :—

মীরবম্ পীশ্ অগর্ বাল্ ব পরম্ মী সুজ.দ্।

[আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিনষ্ট হইলেও আমি অগ্রসর হইতেই থাকিব।]

মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয় সম্রাট **আকবর** (১৫৫৬—১৬০৫)। তিনি ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত। তিনি যেমন ছিলেন প্রতাপশালী, তেমনি ছিলেন জ্ঞানী ও ধর্মবেত্তা। বস্তুতঃ তাঁহার উদার হৃদয়ই ছিল তাঁহার সাম্রাজ্য-বিস্তৃতি ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রসিদ্ধির প্রধানতম কারণ। তিনি সকল কৃষ্টি ও সাহিত্য সাধনারই একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার দরবারে ফার্‌সী কাব্য ও সাহিত্যেরও কম চর্চা ও আলোচনা হয় নাই। সম্রাট নিজেও একজন কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যের নিদর্শনস্বরূপ অবুল্ ফদ্বল্ (বা আবুল্ ফজল্) নিম্নলিখিত বয়ৎটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নীস্ত্ জি.ন্জীর্-ই-জনূন্ দর্ গর্দন্-ই-মজ্‌নূন্ জ.ার্।
'ইশ্‌ক্ দস্ত্-ই-দূস্তী দর্ গর্দনশ্ আফ্‌গন্দহ্ অস্ত্॥

[ক্লিষ্ট মজ্‌নূনের স্কন্ধ মত্ততার শিকল দ্বারা আবদ্ধ নহে ; প্রেমই বন্ধুত্বের হস্তদ্বারা তাঁহার স্কন্ধ জড়াইয়া রহিয়াছে।]

মোঘল দরবারের সকল গুণীদের মধ্যে **অবদুর্ রহ্‌মান্ খান্-ই-খানান্**ও ফার্‌সী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের একজন পরম সুহৃদ ও গুজরাটের সুলত্বান মুজফরের বিরুদ্ধে চালিত আকবর-সেনার প্রধান সেনাধ্যক্ষ। কথিত আছে, তিনি কেবল ফার্সীতেই কবিতা লিখিতে পারিতেন না, আরবী, তুর্কী, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষাতেও তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। অন্যান্য কবিদের মধ্যে নিম্নলিখিত কবিগণ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—'উর্ফী, ফৈজী, নজীরী, শকীবী, হয়াতী, নৱই এবং কুফ্‌রী।

খান্-ই-খানানের বদান্যতা ও পৃষ্ঠপোষকতার খবর সুদূর ঈরানেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নিম্নলিখিত কবিতাটির মধ্যে একজন ভারতীয় রাজন্যের

প্রতি একজন ঈরানীয় কবি কেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কবিবর কৌস.রী গাহিয়াছেন,—

কি দর্ ঈরান্ কসী নায়িদ্ পদীদার্।
কি বাশদ্ জিন্স্-ই-ম'নী রা খরীদার্॥
দর্ ঈরান্ তল্খ্ শুশ্ত কাম্-ই-জানম্।
ববায়িদ্ শুদ্ সূয় হিন্দুস্তানম্॥
চূ ক্বত্‌রহ্ জানব্-ই-'উম্মান্ ফরস্তম্।
মতা'-ই-খুদ্ ব-হিন্দুস্তান্ ফরস্তম্॥
কি নবুরদ্ দর্ সখুন্ দানান্-ই-দৌরান্।
খরীদার্-ই-সখুন্ জুজ্. খান্-ই-খানান্॥

[গভীর তত্ত্বপূর্ণ কাব্যের সমঝদার ঈরানে কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইরানের প্রতি আমার মনলিপ্সা একেবারে বিতৃষ্ণ হইয়া গিয়াছে, আমার হিন্দুস্তানে যাওয়াই কর্তব্য মনে করি। জল-বিন্দু যেমন সাগরের দিকে ধাবিত হয়, আমি আমার সঞ্চিত সামগ্রী হিন্দুস্তানেই প্রেরণ করিব। কারণ কাব্য-জগতে খানে-খানান্ ব্যতীত আর কাহাকেও কাব্যের খরিদ্দার দেখিতে পাই না]।

'উর্ফী শীরাজী—বদরু-দ্দীনের পুত্র জমালুদ্দীন্ মঃহম্মদ্ 'উর্ফীকে ১৬শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারে। যদিও তিনি শীরাজ্. নগরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার যৌবনেই ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং তথায় একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া পরিচয় লাভ করেন। পরে তিনি, মোঘল সম্রাট আকবরের রাজসভায় যোগদান করেন। তিনি অনেক ক্বসীদ গজ.ল্, ক্বিত্'অ প্রভৃতি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া তিনি নিজামীর মখ্জ.নু-ল্-অস্‌রার্ ও খসরু শীরীনের ন্যায় ২টি মস্.নবী কাব্যও লিখিয়াছেন। তিনি সুললিত কণ্ঠে এবং মধুর সুরে ও ছন্দে তাঁহার কবিতা গাহিয়াছেন এবং তাঁহার চিন্তাধারা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি অনেকটা ভারতীয় কবিদের, যেমন আমীর্ খস্‌রু ও ফয়জীর রীতি ও পদ্ধতি অনুসারেই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি তর্জী'-বন্দ্ ছন্দে গুল্‌শন্-রাজ.্ নামে আর একটি কাব্য ও 'নফ্সিয়' নামে সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটি গদ্য-সাহিত্যও

লিখিয়াছেন। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ৩৬ বৎসর বয়সের সময় 'উর্ফী লাহোরে প্রাণত্যাগ করেন।

ফয়দ্বী-দিকনী—ফরদ্বী একজন ভারতীয় ফারসী কবি। শাহ্ মুবারক্-এর পুত্র এবং বিখ্যাত অবুল ফদ্বলের (ফজল্) ভাই শেখ্ ফয়দ্বী ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকাল হইতেই ফার্সী কবিতা লিখিতে অভ্যাস করেন এবং শীঘ্রই ইহাতে বেশ নিপুণতা অর্জন করেন। আকবর তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে মলিকু-শ্ শু'অরা বা রাজকবি পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অনেক কস্বীদ, ঘজ.ল্, ক্বিত্ব' ও তর্জী'-বন্দ্ প্রভৃতি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাছাড়া নিজামীর অনুকরণে 'খম্সহ্' ও লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে, মর্কজ.-ই-অদ্বার, সুলয়মান্ ব বিল্কীস্, নল্ ব দমন্, হফ্ৎ-কিশ্বার এবং আকবর্-নাম। ইহাদের মধ্যে নল্-দমন্-ই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই প্রেমকাব্য ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। ফয়দ্বী অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসী অনুবাদও করিয়া গিয়াছেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার সুললিত কবিতার জন্য ফয়জী 'শীরীন্-কলাম্' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। নিম্নে পুত্রের দুঃখে নিমজ্জিত পিতা ফৈজীর একটি কবিতার কতকাংশ নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

অয় রৌশনী-ই-দীদ-ই-রৌশন্ চিগূনয়ী।
মন্ বে-তূ তীরহ্-রোজ.তূ বে-মন্ চিগূনয়ী॥
মাতুম্ সরা-স্ত্ খানহ্-ই-মন্ দর্ ফিরাক্-ই-তূ।
তূ জ.ীর্-ই-খাক্ সাখ্তহ্ মস্কিন্ চিগূনয়ী॥
বর্ খার্ ব খস্ কি বস্তর্ ব বালীন্-ই-খ্বাব্-ই-তুস্ত্।
অয় ইয়াস্মীন্ 'ইধার্-ই-সমন্-ই-তন্ চিগূনয়ী॥

[হে আমার উজ্জ্বল চক্ষের দীপ্তি, তুমি কেমন? তোমা ছাড়া আমার দিন অন্ধকার, আমা ছাড়া তুমি কেমন? তোমার বিরহে আমার গৃহ বিষাদময়। তুমি কেমন করিয়া মাটির নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছ? তৃণ ও কণ্টকময় বিছানায় তোমার সজ্জা স্থাপিত করিয়া, চামেলী ফুলের দেহ-গঠন লইয়া, তুমি তথায় কেমন আছ?]

জহাঙ্গীর্ ও নূরজহান—অন্যান্য মোঘল সম্রাটদের ন্যায় জহাঙ্গীরও একজন কবি ও সাহিত্যকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জহাঙ্গীর নিজেও ফার্সী গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তাঁহার আত্মচরিত 'জহাঙ্গীর-নাম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া জহাঙ্গীর ও নূরজহানের প্রেম-কাহিনী তো চির-প্রসিদ্ধ। কাব্যেও স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বেশ দখল ছিল। তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবনের কৌতুকপূর্ণ কাহিনীর মধ্য দিয়া জহাঙ্গীর ও নূরজহান্ উভয়েরই কবিতার নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

একদিন জহাঙ্গীর গাহিলেন,

বুল্‌বুল্ নী-অম্ কি ন'অরহ্ কুনম্ দর্দ্-ই-সর্।
পর্‌ৱান্-অম্ কি সুজ.ম্ ৱ দম্ বর্ নী-আৱরম্॥

[আমি বুলবুল নই যে, আমার ক্রন্দন দ্বারা অন্যের মাথা-ব্যথার উদ্রেক করিব। পরওয়ানর ন্যায় আমি পুড়িয়া দগ্ধ হইব, তবু কোন অনুযোগ করিতে চাই না।]

আর ইহার উত্তরে নূরজহানের বয়ৎটি আরো গভীর তত্ত্বপুর্ণ,

পরৱন মন্ নী-অম্ কি ব-য়ক্ শু'অল জান্ দিহম্।
শম্'অম্ কি শব্ ব-সুজ.ম্ ৱ দম্ নী-আৱরম্॥

[আমি পরওয়ানা বা তসরে পোকা নই যে এক (ঝাঁপে) আগুনে প্রাণত্যাগ করিব। আমি মোমবাতির ন্যায় দগ্ধ হইতে থাকিব, তবু একটি কথা বলিতে চাই না।]

জুহুরী—নূরুদ্দীন্ জুহুরী বীজাপুর অবস্থিত 'আদিল্‌সাহী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় ইব্রাহীমের (১৫৮০—১৬২৭) মালিকুশ্ শু'অরা (বা রাজকবি) হিসাবেই বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। খুরাসান অবস্থান কালেই জুহুরীর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তৎপর তিনি ঈরানের নানা স্থানে তাঁহার কবিত্বের মাধুর্য্য প্রকাশে সচেষ্ট হন। সকল স্থানেই তিনি সফলকাম হইলেন, কিন্তু পারস্যের রাজদরবারে তাঁহার কবিত্বের ঠিক মর্য্যাদা হইতেছে না মনে করিয়া জুহুরী ভারতের পথে ধাবিত হইলেন। তিনি প্রথমে আহমদনগরে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন, এবং শীঘ্রই বুর্হান্ নিজাম্ শাহর রাজকবি নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে, এই বুর্হান্ নিজাম্ শাহর প্রশস্তি-সূচক 'সাকী-নাম' লিখিয়া আহমদনগর-রাজ হইতে জুহুরী স্বর্ণ, রৌপ্য

ও অন্যান্য উপঢৌকন বোঝাই অনেকগুলি হস্তী উপহার লাভ করিয়াছিলেন।

খান্-ই-খানানের হস্তে আহমদরাজ পরাজিত হইলে পর, জুহুরী বীজাপুর রওনা হন। শীঘ্রই তিনি তথাকার রাজন্যবর্গের সহিত পরিচিত হইলেন এবং তদানীন্তন মলিকুশ্-শু'অরা মলিক্‌কুমী তাঁহার কবিত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া জুহুরীর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ প্রদান করেন। দ্বিতীয় ইব্রাহীমের আদেশেই লিখিত তাঁহার ফারসী কাব্য-গ্রন্থ—খান্-ই-খলীল্ ও গুলজ়ার্-ই-ইব্রাহীম্ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাছাড়া এই ইব্রাহীম্ 'আদিল্ শাহ কর্তৃক উর্দু কাব্যাকারে রচিত 'নৌ-রস্'-এর জুহুরী লিখিত ফারসী ভূমিকা আজ পর্য্যন্তও 'সি নস্র্-ই-জুহূরী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ জুহুরী বীজাপুরে বেশ সুখ ও সমৃদ্ধির সহিত কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। নিম্নলিখিত কবিতাটি হইতে ইহা বিশেষভাবেই প্রতীয়মান হয়।

গর্ অক্‌সীর্ ই-সর্‌রর্ ব সুর্ সাজ়ন্দ্।
জ়্ খাক্-ই-পাক্-ই-বীজাপুর সাজ়ন্দ্।

[যদি আনন্দ ও সুখ সমৃদ্ধির কোন সঞ্জীবনী তৈয়ার হয়, তবে তাহা বীজাপুরের পবিত্র মাটি হইতে প্রস্তুত হইতে পারে।]

ঈরানীয় কবিগণ সাধারণতঃ ভারতে আসিয়া বেশ প্রতিপত্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিলেও, এমন দৃষ্টান্তও রহিয়াছে যে তাঁহারা নিরাশ হইয়া এই সকল পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধেও শ্লেষোক্তি ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। নিম্নে জুহুরীরই সমসাময়িক একজন ঈরানীয় কবির উক্তি এই মর্মে উদ্ধৃত হইল। বক্কর্ খুর্দহ্ নামক একজন ঈরানীয় কবি লিখিয়াছেন,

খ্বারন্দ দু জা ব-দহর্ অর্বাব্-ই-সখুন্।
নিজ়্দ্-ই-শাহ্-ই-ঘজ়নীন্ ব শহন্‌শাহ-ই-দিকন্॥
বে-হাস্বল বুর্দন্দ্ জুহূরী ব ঃহসন্।
বে-জায়িজ় মান্দ্ শ'অর-ই-ফর্দৌসী ব মন্॥

[দুই যায়গায় সাহিত্যিকগণ অবহেলিত হইয়াছেন—ঘজনীর শাহ ও দাক্ষিণাত্যের সম্রাটের নিকট। কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও জুহুরী ও হসন[১] সম্মানিত হইয়াছে, আর আমার ও ফর্দৌসীর কবিতা উপেক্ষিত হইয়াছে।]

১ হসন্ অর্থে সম্ভবতঃ ঘজ়নীর সুলতান মহমুদের মন্ত্রী খ্বাজ ঃহসন্ মৈমন্দীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

স্বা'ইব্-তিব্রীজ.—মঃহম্মদ্ 'অলী স্বা'ইব্-এর আদিম নিবাস ছিল তিবরীজ্. শহরে। তিনি নিজেই গাহিয়াছেন,

স্বা'ইব্ অজ.্ খাক্-ই-পাক্-ই-তিব্রীজ.্ অস্ত্।
হস্ত্ স্'অদী গর্ অজ.্ গুল্-ই-শীরাজ.্॥

[সদী যদি শীরাজের ফুল বা মাটি হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি তিব্রীজের পবিত্র মাটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছি] তাঁহার পিতা মীরজ.া 'অব্দুর রঃহীম্, শাহ্ 'অববাস্-এর রাজত্বকালে তাঁহাদের আদিম বাসস্থান তিব্রীজ্. পরিত্যাগ করিয়া ইস্বফ্হান্ চলিয়া আসেন, এবং তথায় ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বা'ইব্-এর জন্ম হয়। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবার পর তিনি মক্কা ভ্রমণে বহির্গত হন। তারপর তিনি ভারতের দিকে ধাবিত এবং নানা স্থানে ভ্রমণের পর, কাবুলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন, এবং তথাকার শাসনকর্তা জফর্খানের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হন। জফর্ খান্ নিজেও একজন কবি ছিলেন। পরে জফরখানের সাহায্যে তিনি সম্রাট শাহ্জহান্-এর রাজদরবারে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিলেন এবং ক্রমে শাহজহানের একজন প্রিয়পাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন। ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বা'ইব্ প্রথম ভারত ভ্রমণে রওনা হন এবং তথায় মাত্র ৬ বৎসর কাল অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসেন, এবং স্বা'ইব্ ইস্ব.ফহানে প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বিতীয় শাহ্ 'অব্বাস্-এর মালিকু-শ্-শু'অরা পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি শাহ্ অব্বাস্-এর উদ্দেশ্যে অনেক প্রশংসাসূচক কবিতা গাহিয়া গিয়াছেন।

স্বা'ইব্ ঘজ.ল্ কবিতা লিখিয়াই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই বিষয়ে স্'অদী ও ঃহাফিজ্-এর ভাবধারাই সাধারণতঃ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় তিনি সদী ও হাফিজকে প্রশংসাও করিয়া গিয়াছেন। হাফিজ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,

জ. বুল্বুলান্-ই-খুশ্ অল্ঃহান্-ই-ঈন্ চমন্ স্বা'ইব্।
মরীদ্-ই-জ.মূজ.ম্-ই-ঃহাফিজ্-ই-খুশ্ অল্ঃহান্ বাশ্॥

[হে স্বায়িব, এই বাগানের সুমধুর বুলবুলদের মধ্য হইতে তুমি সুমধুর-কণ্ঠ হাফিজের শিষ্য হও।]

কবি দুঃখের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘজ.লে গাহিয়াছেন,

নাকিস্ অজ. কামিল্ বুরদ্ লধ্.ধ.ৎ জ. দুনিয়া বীশ্.তর্।
দীদহ্-ই-অঃহূল্ কুনদ্ 'অয়শ্-ই-দুবালা বীশ্.তর্॥
চূন্ জ.মীন্-ই-নরম্ অজ. মন্ বর্ মী আররন্দ্।
মীকুনন্ হর্ চন্দ্ বা মর্দুম্ মদারা বীশ্.তর্॥
জি.শ্.ৎরা আ'য়নহ্-ই-তারীক্ বাশদ্ পর্দহ্ পুশ্।
মীরসদ্ অজ.ার্-ই-বদ্ গৌহর্ ব বীনা বীশ্.তর্॥
দর্ সয়াহী মী তরান্ গুল্ চীদ্ অজ. আব্-ই-ঃহয়াৎ।
গিরিয়হ্ রা বাশদ্ অস.র্ দামান-ই-শব্.হা বীশ্.তর্॥
খানহায় কুহ্.নহ্ স্বা'ইব্ মস্কন্-ই-মার্ অস্ত্ ব মূর্।
দর্ কুহ্.ন্ সালান্ বুবদ্ ঃহির্স্ ব তমন্না বীশ্.তর্॥

[পার্থিব সম্ভোগ পূর্ণ হইতে অপূর্ণ জীবই অধিকতর ভোগ করিয়া থাকে—টেরা চক্ষু বিশিষ্ট দৃষ্টিই দর্শনানন্দ দ্বিগুণ ভোগ করে। আমার ন্যায় নরম মাটি হইতেই লোকে বেশী বালি কুড়াইয়া থাকে, তাহা হইলেও লোকের সহিত আমি সৎ ব্যবহারই করিব। অস্পষ্ট আয়নাতেই কুরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে—জহুরীর নিকটই নিকৃষ্ট ধাতুর নিকৃষ্টতা অধিকতর প্রকাশ পায়। জীবনামৃতের পুষ্প অন্ধকারময় স্থান হইতেই চয়ন করা সম্ভব; —রাত্রির অন্ধকারেই ক্রন্দনের ফল বেশী লাভ হয়। হে স্বায়িব, পুরাতন বাটিতেই সাপ ও পিপীলিকার আশ্রয় হয়; বৃদ্ধ বয়সেই লোভ ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়।]

স্বায়িবের কবিতায় সুফী চিন্তাধারা সমূহই বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্যান্য সুফী কবিদের ন্যায় তিনি ধর্মের নামে কপটতাকে খুব ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন, এবং আধ্যাত্মিক জীবনই যে মানুষের চরম আদর্শ, তাহা বর্ণনা করিতে তিনি কখনও ক্লান্ত হন নাই। তাঁহার কবিতার মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। তিনি ভগবৎ-ঐক্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,

পর্দহ্-ই-পিন্দার্ রা বশিগাফ্ স্বা'ইব্ চূন্ ঃহবাব্।
তা চুন্ মৌজ্-ই-দিল্ শবী য়ক্রঙ্গ্ চূন্ জয়ঃহূন্ শবী॥

[হে স্বায়িব, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় আত্মাভিমানের পর্দা ছিঁড়িয়া ফেল; কারণ যতক্ষণ তুমি মনের তরঙ্গরূপ চঞ্চলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, কি করিয়া বিশাল সমুদ্রের সেই প্রশান্ত ঐক্যরূপ দেখিতে পাইবে ?]

ধর্মবীরেরই বরেণ্য, কাপুরুষ কখনও এই ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না। হিন্দু-ধর্মে আছে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। আমাদের কবিও অনুরূপ গাহিয়াছেন,

কুফর্ ব দীন্ রা পরদহ্-দার্-ই-জলুবহ্-ই-ম'অশূক্ দান্।
গাহ্ দর্ বয়তু-ল্-ঃহরাম্ ব গাহ্ দর্ বুৎখানহ্ বাশ্॥
জলুবহ্-ই-মর্দান্-ই-রাহ্ অজ. খ্বীশ্ বীরূন্ রফ্তন্ অস্ত্।
জৌহর্-ই-মর্দী নদারী চুন্ জ.নান্ দর্ খানহ্ বাশ্॥

[অবিশ্বাস ও ধর্মের ভানকে প্রেমাস্পদের সেই পরম-রূপ লাভের অন্তরায় জানিবে; মন্দির ও মসজিদ্ উভয়ই এক জানিবে। স্বার্থত্যাগ করাই প্রকৃত বীর-পুরুষের লক্ষণ, যদি মনুষ্যত্বের প্রকৃত সন্ধান না পাইয়া থাক, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় গৃহকোণে বসিয়া থাক।]

স্বায়িবের চিন্তাধারার গভীরতা সমসাময়িক কবিদের তুলনায় অতুলনীয়। তাঁহার উপদেশপূর্ণ প্রত্যেকটি কবিতা বেশ চিত্তাকর্ষক। তাঁহার ধর্মের নামে কপটতার আর একটি নিন্দাসূচক বয়ৎ এখানে উদ্ধৃত হইল।

সুব্ঃহ বর্ কফ্ তৌবহ্ বর্ লব্ দিল্ পুর্-অজ. শৌক্-ই-গুনাহ্।
ম'অস্বিয়ৎ রা খন্দহ্ মী আয়দ্ জ. ইস্তিঘ্ফার্-ই-মা॥

[হাতে মালা বা তসবী (এবং) ঠোঁটে অনুতাপ-উক্তি, (কিন্তু) মন পাপের লালসায় পূর্ণ; আমাদের এইরূপ ভক্তি বা ইবাদতের অহঙ্কারে পাপের মনেও হাসির উদ্রেক হয়।]

আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে তিনি গাহিয়াছেন,

তুরা জ. জান্ ঘম্-ই-মাল্ অয় 'অজীজ. বীশ তর্ অস্ত্।
'ইলাকহ্-ই-তূ ব-দস্তার্ বীশ্তর্ জ. সর্ অস্ত্॥

[হে প্রিয়, তোমার প্রাণ হইতে ধনের চিন্তাই বেশী; তোমার মাথা হইতে মাথার শিরোভূষণের প্রতিই বেশী আকর্ষণ।]

মানুষ মাত্রই স্বাধীন। পার্থিব লিপ্সাই মানুষকে দাসে পরিণত করে। কবি এই সম্বন্ধে গাহিয়াছেন,

দরূন্-ই-খান-ই- খুদ্ হর্ গদা শহন্‌শাহ্ অস্ত্।
কদম্ বিরূন্ মনিহ্ অজ.্ :হদ্দ্-ই-খ্বীশ্ ব্ সুল্‌তান্ বাশ্॥

[মানব মাত্রই তাহার নিজের গৃহের সম্রাট। তোমার যাহা পাইবার তাহার বেশী আশা করিও না, এবং (এইরূপ চিন্তাদ্বারা নিজেকে) সম্রাট (বলিয়া) গণ্য কর।]

স্বা'ইব্ ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্‌ফহানে প্রাণত্যাগ করেন।

শাহজহান্ (১৬২৮—১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)—মুঘল সম্রাট শাহজহান্ তাঁহার পত্নী মমতাজমহলের স্মৃতি-রক্ষার্থে পত্নীর সমাধির উপর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল স্থাপন করিয়া চির-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি যেমন ছিলেন প্রেমিক, তেমনি তাঁহার মন ছিল কাব্যরসে পূর্ণ। এই বিলাসী রাজার শেষ জীবন গভীর বিষাদপূর্ণ হইলেও, শাহ-জহান যে বেশ রসিক কাব্য-সমঝদার ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কাহিনীটি হইতে সহজেই অনুমিত হয়। কথিত আছে, একদিন সম্রাট তাঁহার অন্তঃপুরবাসী একটি সঙ্গিনীকে চুম্বন দিতে গিয়া দেখিলেন যে তাহার গালের নকল তিলটি মুছিয়া গিয়াছে। সম্রাট তখন উল্লাস-সহকারে বলিয়া উঠিলেন,

জ.াঘ্ অজ.্ দহান্ পরীদ্
[কাক মুখের উপর হইতে উড়িয়া গেল]

পর দিবস রাজদরবারে গিয়া সম্রাট এই কয়টি শব্দ-সহকারে তাঁহার অমাত্যবর্গকে একটি কবিতা তৈয়ার করিতে বলিলেন। কেহই তাঁহার মনঃপুত কবিতা বলিতে পারিলেন না। অবশেষে একজন কবি আবৃত্তি করিলেন,

খালী কি বুদ্ বর্ লব্ অজ.্ আন্ শহদ্ মী চকীদ্।
হন্‌গাম্-ই-বুসহ দাদন্ আন্ খাল্ রা গুজ.ীদ্॥
দর্ অয়নহ্ বদীদ্ বলব্ খাল্ রা নদীদ্।
:হয়রান্ অজ.্ আন্ বমান্দ্ কি জ.াঘ্ অজ.্ দহান্ পরীদ্।

[ওষ্ঠোপরি যে তিলটি হইতে মধু ঝরিয়া পড়িতেছিল, চুম্বন প্রদানের সময় সেই তিলটিকেই নির্বাচিত করা হইল। (পরে) আয়নায় দৃষ্টিপাত

করিয়া দেখিতে পাইল যে তিলটি নাই—তখন সে আশ্চর্য্য হইল যে মুখ হইতে কাক উড়িয়া গিয়াছে।]

স্বফবী যুগের আরো কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির নাম করা যাইতে পারে। **বাবা ফিঘানী শীরাজী.** সুলতান য়'অকূব্ আকা কূয়নলু-র রাজ-দরবারেব সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হজরৎ আলীর উদ্দেশ্যে তিনি অনেক প্রশংসাসূচক কবিতা গাহিয়া গিয়াছেন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধ জামীর পৌত্র **হাতিফী খর্জির্দী** নিজামীর অনুকরণে খম্সহ্ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার ৪টি কাব্যের মাত্র উল্লেখ পাওয়া যায়,—(১) লয়লা ব মজ্নূন্, (২) শীরীন্ ব খসরূ, (৩) হফৎ মনজ্র্ ও (৪) তয়মূর-নামহ্। ইহাদের ছাড়া তিনি শাহ্নাম'-র অনুকরণে শাহ্নামহ্-ই- :হজ্রৎ-ই-শাহ্ ইসম'য়ল্' লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। **িহলালী-জগ্তায়ি** অনেক ঘজ.ল্ ও মস্.নবী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'শাহ্ ব দরবীশ' নামক মস্.নবী কাব্য বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। **রঃহুশী বাফকী** কিরমানের অন্তর্গত বাফক্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক ঘজ.ল্ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ফর্হাদ্ ব শীরীন্ নামক মস্.নবী কাব্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি ইহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্তী যুগের কবি বিস্বাল্-ই-শীরাজী ১৮৪৮ সনে ইহা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। বাফকী ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। **জু.লালী খ্.ান্সারী** 'মহান' শাহ্ 'অব্বাস্-এর মলিকু-শ্-শু'অরা (বা রাজকবি) ছিলেন। তিনি ৭টি মস্.নবী কাব্য লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

স্বফ্.রী যুগের আরো কয়েকজন ঈরানী কবির নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁহারা ভারতে আসিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (১) **নজীরী নীশাপুরী** (মৃত্যু ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ)—নজীরীও সম্রাট আকবরের সমসাময়িক খান্-ই-খানানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ঘজ.ল্ কবিতায় তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাছাড়া তাঁহার অন্যান্য কবিতারও অনেক উল্লেখ রহিয়াছে। কথিত আছে সম্রাট জহাঙ্গীর

(১৬০৫—২৭) একটি প্রাসাদের প্রতিষ্ঠাকালে এই কবিবরকে প্রাসাদের গাত্রে খোদাই করিবার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখিয়া দিতে আদেশ করেন। তাহার উত্তরে কবি লিখেন,

অয় খাক্-ই-দরৎ স্বন্দল্-ই-সর্‌গুশ্‌ত সরান্ রা।
বাদা মজ.হ জারুব্-ই-রহৎ তাজররান্ রা ॥

[(হে খুদা বা বাদশাহ,) তোমার দ্বারের ধূলি পার্থিব লোকদের নিকট চন্দনরূপে (গৃহীত হউক)। (আর) রাজা-বাদশাদের চক্ষের পাতা তোমার পথের ঝাটা স্বরূপ হউক।]

আর এই প্রশস্তির উপহার স্বরূপ বাদশাহ কবিকে তিন হাজার একর জমি দান করেন।

প্রসিদ্ধ কবি স্বা'ইব্ নজীরীর প্রশংসায় লিখিয়াছেন,

স্বা'ইব্ চি খিয়াল্ অস্ত্ শবী হম্‌চু নজীরী।
'উর্‌ফী ব নজীরী নরসানীদ্ সখুন্ রা ॥

[হে স্বায়িব, তুমি নজীরীর সমতুল্য হইবে, কি করিয়া আশা করিতে পার ?—কাব্যে উর্‌ফী পর্য্যন্ত তাহার নিকট পৌছিতে পারে নাই।]

(২) **ত্বালিব আমুলী** (মৃত্যু ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ)—ত্বালিব্ মাজন্দরানের অন্তঃপাতী আমুলী নামক স্থানেব অধিবাসী। অতি অল্পবয়সেই জোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠাভ্যাস সমাপ্ত করিয়া, তিনি ভারতের দিকে ধাবিত হন। শীঘ্রই তথায় সম্রাট জহাঙ্গীরের মলিকুশ্-শু'অরা পদে উন্নীত হন। তাঁহার অন্যান্য অনেক কবিতার মধ্যে নিম্নলিখিত কবিতাটি একটি বিশিষ্ট শ্রদ্ধা সমন্বিত স্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা পারস্য হইতে আগ্রায় আগত তাঁহার শ্রদ্ধেয় ভগিনীর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাজদরবার হইতে ছুটি আবেদন করিয়া লিখিত একটি পত্রাংশ-বিশেষ।

স্বাঃহিমা ধ্রহ্ পররর। 'অর্‌দ্বী।
বজ.বান্-ই-সখুনররস্ত্ মরা ॥
পীর্-ই-হম্‌শীরহ্-ই-ইস্ত্ ঘম্ খ্বারম্।
কি বা-উ মিহর্-ই-মাদরস্ত্ মরা ॥
চার্‌দহ্ সাল্ বল্‌কি বীশ্ গুধশ্‌ৎ।
কজ্. নজর্ দূর্ মন্‌জর-স্ত্ মরা ॥

দুর্ গশ্তম্ জ. খদ্মতশ্ ব-'ইরাক্ ।
ব ঈন্ গুনহ্ জুর্ম্-ই-মুন্‌কিরস্ত্ মরা ॥
উ নী-আররদ্ তাব্-ই-দৌরী-ই-মন্ ।
কি ব-মাদর্ বরাবরস্ত্ মরা ॥
আমদ্ ইনক্ ব-আগ্র রজ্. শৌকশ্'।
দিল্-ই-ত্বপান্ চু্ঁ কবূতরস্ত্ মরা ॥
মী-কুনদ্ দিল্ বস্যুয় উ আহনগ্ ।
চি কুনম্ শৌক্ রহবরস্ত্ মরা ॥
গর্ শুরদ্ রখ্স্বৎ-ই-জ়ীয়ারৎ-ই-উ ।
ব-জহানী বরাবরস্ত্ মরা ॥

[হে দীনদয়াল প্রভু, কাব্যের ভাষায় আমার এই নিবেদন, মাতৃ সমতুল্য স্নেহপ্রবণ আমার একটি বৃদ্ধা সহোদরা আছে। ১৪বৎসরাধিক আমি তাঁহার দর্শন হইতে বিচ্যুত। আমি তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিয়া ইরাকে চলিয়া গিয়াছিলাম, ইহা আমার পক্ষে নিতান্তই অন্যায় হইয়াছিল। (তাই) মাতৃ-সমতুল্য (ভগিনী) আমার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া এই মুহূর্তে আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার দর্শন ইচ্ছায় আমার মন কপোতের ন্যায় ছটফট করিতেছে। আমার মন তাঁহার নিকট (যাইতে) ইচ্ছুক। কি করিব? (তাঁহার প্রতি একান্ত) শ্রদ্ধাই আমার পথপ্রদর্শক। যদি তাঁহাকে দর্শন করিবার অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি ইহাকে পার্থিব সকল সম্পদ (হইতে শ্রেয়) মনে করিব।]

(৩) **অবু ত্বালিব্ কলীম্ হমদনী** (মৃত্যু ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ)—তিনি শাহ্‌জহানের রাজদরবারে রাজকবি ছিলেন। তিনি ভারতে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং স্বা'ইব্-ই-তিব্রীজ়ীর মত অনেক ঘজ়ল্ কবিতা গাহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতার নিদর্শন স্বরূপ ২।১টি বয়তের উল্লেখ করা হইল। তিনি গাহিয়াছেন,

দিল্ গমান্ দারদ কি পূশীদহ্ অস্ত্ রাজ়্-ই-'ইশ্ক্রা।
শম'রা ফানূস্ পিন্‌দারদ্ কি পিন্‌হান্ করদহ্ অস্ত্ ॥

[লোকে মনে করিয়া থাকে যে প্রেমের রহস্য লুক্কায়িতই আছে, যেমন ফানুশ মনে করে যে আলোর জ্যোতি সে ঢাকিয়া রাখিতে পারিয়াছে।]

প্রেমের রহস্য সম্বন্ধে কবির নিম্নলিখিত বয়ৎ টি আরো সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। কবি বলিতেছেন,

বা মন্ আমীজ.শ্-ই-উ উল্‌ফৎ-ই্-মৌজ্-অস্ত্ ব কিনার্।
দম্ বদম্ বা মন্ ব পয়বস্তহ্ গুরীজ.ান্ অজ্. মন্॥

[তরঙ্গ ও তীরের প্রেমের ন্যায়, তাঁহার সহিত আমার মিলনের তুলনা হয়। তিনি সকল সময়েই আমার সহিত বিরাজ করিতেছেন, আবার সকল সময় আমা হইতে দূরেও রহিয়াছেন।]

অবু ত্বালিব্ কলীমের সহিত সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ঘটনাটি বেশ চিত্তাকর্ষক। কথিত আছে, তুরস্কের সুলত্বান একবার সম্রাট শাহজহানকে এই বলিয়া পত্র লিখেন যে, তুমি কেবল ভারতের সম্রাট হইয়া কি করিয়া পৃথিবীর সম্রাট (শাহজহান) রূপে পরিচয় দাও? তোমার এই নাম পরিবর্ত্তন করাই শ্রেয়। রাজ-অমাত্যদের কেহই ইহার কোন প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে রাজকবির নিকট এই বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, অবু ত্বালিব. কলীম্ ইহার প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,

হিন্দ ব জহান্ জ. রূয় 'অদদ্ হব্ দূ চুঁ য়কীস্ত।
শহরা খিত্বাব্-ই-শাহজহানী মুকর্র্ অস্ত্॥

[(আরবীয়) গণনানুসারে 'হিন্দ্' (ভারত) ও 'জহান্'-এর মূল্য একই বলিয়া সম্রাটের 'শাহজহানী' উপাধি নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।]

মোঘল সম্রাট্ শাহ্‌জহানের পুত্র দারাশিকোও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মিলন ও সমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হিন্দু শাস্ত্রাদির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আগ্রহ ছিল এবং তাঁহার নিকট হইতে অনেক কবি ও সাহিত্যিক বেশ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে মজ্‌ম'-উল্ বঃহরয়ন্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা একটি সাহিত্যগ্রন্থ. এবং ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মের সাদৃশ্যের বর্ণনা করা হইয়াছে।

দারাশিকোর ই একজন প্রিয়পাত্র ও অমাত্য ছিলেন **চন্দর্ ভন. বর্হমন্**। তিনি একজন হিন্দু কবি এবং তাঁহার কবিতাদি গভীর আধ্যাত্মিক-ভাবপূর্ণ।

তিনি ঘজ.ল কবিতাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঘজ.ল্ কবিতার একটি নিদর্শন উদ্ধৃত হইল।

ঈন্ হম 'আলম্ ফানীস্ত্ দর্-উ জি.ন্দহ্ য়কীস্ত্।
নক্শ্ বসিয়ার্ বলী দীদহ্-ই-বীনন্দহ্ য়কীস্ত্॥
দু সি রুজ.ী বজহান্ জলুবহ্ কুনান্ বায়দ্ বুদ্।
নজ.দ্-ই-অর্বাব্-ই-খিরদ্ রফ্তহ্ ব আয়ন্দহ্ য়কীস্ত্॥
'অয়ব্ কম্গীর্ অগর্ অহল্-ই-খত্বা বসিয়ারন্দ্।
ঈন্ হম ক্বাবিল্-ই-'অফ্-অন্দ্ চু বখ্শিন্দহ্ য়কীস্ত্॥
হর্ কি আমদ্ জ. জহান্ গুধরান্ খ্বাহদ্ রফ্ৎ।
বর্হমন্ আন্ কি বুরদ্ বাক্বী ব পায়ন্দহ্ য়কীস্ত্॥

[এই বিশ্বসংসার সকলই নশ্বর; ইহার মধ্যে একজনই জীবন্ত। চিত্র অসংখ্য, কিন্তু দর্শকের চক্ষু একজনেরই বর্তমান। এই পৃথিবীর সকল জাঁকজমক ২।৪ দিনের জন্য মাত্র, জ্ঞানীদের নিকট আসা-যাওয়া (অর্থাৎ জন্মমৃত্যু) উভয়ই সমান। যদিও বিপথগামী অনেকেই রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য করিও না, কারণ, তাহারা সকলই ক্ষমার্হ, যখন ক্ষমাবান পুরুষ মাত্র একজনই রহিয়াছেন। বরহমন্, যে জন্মিয়াছে, তাহার মৃত্যু অবধারিত; অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী কেবল মাত্র একজনই আছেন।]

সরমদ্—একজন সুফী কবি। তাঁহার জন্মস্থান ছিল পারস্যে। তিনি তথা হইতে ভারতে আসেন এবং নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। তিনি ভারতীয় কোন কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের ন্যায় সকল সময় উলঙ্গ থাকিতেন। কিন্তু ইহা ইস্লাম বাহ্যিক-ধর্মের বিরুদ্ধ। সম্রাট ঔরঙ্জীব্ (মৃত্যু ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ) তখন ছিলেন মোঘল সম্রাট। তিনি ছিলেন নিজ ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি একান্ত বিশ্বাসী এবং একজন গোঁড়া, ধর্মভীরু। এই সুফী কবির আচরণ ও তাঁহার ধর্মমত, সম্রাটের নীতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, রাজাদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। সরমদ্ রুবায়ি কবিতা লিখিয়া বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ২।১টি কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

গর্ মুতক্বীয়ম্ কার্ ব-ইয়ার্ অস্ত্ মরা।
বা সুব্:হ ব জু.ন্নার্ চি কার্-অস্ত্ মরা॥

ঈন্ খর্‌কহ্-ই-পশ্‌মীন্ কি স্বদ্ ফিৎনহ্ দর্-উ-অস্ত্।
বারশ্ নকশম্ বদূশ্ ‘আর্ অস্ত্ মরা॥

[যদি আমি প্রকৃতই সাধু হই, তাহা হইলে আমার সম্পর্ক কেবল বন্ধুর (খোদা) সহিত ; তসবী অথবা পৈতায় আমার কি দরকার ? এই সাধুদের কম্বলের মধ্যে শত ঝামেলা, আমি ইহা আর ঘাড়ে বহন করিব না—ইহা আমার কাছে অপমানজনক।]

পুনরায়,

স্থল্‌ত্বান্ মনম্ ব মিন্নৎ-ই-স্থল্‌ত্বান্ নকশম্।
অজ. বহর্-ই-দু নান্ মিন্নৎ-ই-দূনান্ নকশম্॥
নফ্‌সম্ চু সগ্-অস্ত্ ব মন্ মস.াল্-ই-সগ্‌বান্।
অজ. বহর্-ই-সগী মিন্নৎ-ই-সগ্‌বান্ নকশম্॥

[আমি নিজেই সম্রাট, আমি আর কোন সম্রাটের ধার ধারি না ; দুই টুকরা রুটির জন্য, এই নীচ প্রকৃতি-বিশিষ্টদের নিকট হইতে কোন ধার ধারি না। আমার রিপুসকল কুকুরের ন্যায়, এবং আমি হইয়াছি কুকুর-পালক ; এই কুকুরোচিত কামনার জন্য, কুকুরের প্রভুর কাছে যাইব না।]

আওরঙ্গজেবের কন্যা **জে.বুন্-নিসা**ও একজন রূপবতী ও পরম গুণবতী মহিলা ছিলেন। তাঁহার কবি-নাম ছিল মখ্‌ফী। তাঁহার একটি কবিতার নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বুল্‌বুল্ অজ. গুল্ বগুধরদ্ চুঁ দর্ চমন্ বীনদ্ মরা।
বুৎ-পরস্তী কঈ কুনদ্ গর্ বর্‌হমন্ বীনদ্ মরা॥
দর্ সখুন্ মখ্‌ফী শুদম্ মানন্দ্-ই-বু দর্ বর্‌গ্-ই-গুল্।
হর কি দীদন্ মঈল্ দারদ্ দর্ সখুন্ বীনদ্ মরা॥

[বুলবুল্ যদি বাগানে আমাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে সেও বাগান হইতে চলিয়া যাইবে। যে ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিতে চায়, সে তাহার আদর্শকে কেমন করিয়া পূজা করিবে ? ফুলের গন্ধের ন্যায় আমি আমার কাব্যের মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে। যে আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে আমার কাব্যের অনুসরণ করুক।][১]

১ কথিত আছে একজন কবির প্রেমাকাঙ্ক্ষার উত্তরে তিনি এই কবিতাটি বলিয়াছিলেন।

হাতিফ্ ইস্ফহানী—সয়দ্ অঃহম্মদ্ হাতিফ্-কে অফ্শারিয় ও জি.ন্দিয় সাম্রাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ কবি বলা যাইতে পারে। তিনি ঘজ্.ল্, কসীদ, ক্বিত্'অ, রুবায়ি, মরাস.ী (শোকগাথা) প্রভৃতি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ঘজ.ল্ কবিতায়ই তিনি কতকটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। হাতিফ্ বিশেষ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন তাঁহার তর্জী'-বন্দ্ কবিতা লিখিয়া। তাঁহার তর্জী'-বন্দ্ সকল সময়েই চিত্তাকর্যক ও গভীর অর্থপূর্ণ স্থফী-চিন্তাধারায় লিখিত হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার একটি তর্জী'বন্দের কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

চশ্ম্-ই-দিল্ বাজ.্ কুন্ কি জান্ বীনী।
আন্ চি নাদীদনীস্ত্ আন্ বীনী॥
গর্ ব-ইক্লীম্-ই-'ইশ্ক্ রূ আরী।
হম আফ্লাক্ গুলিস্তান্ বীনী॥

* * * *

আন্ চি নশনীদহ্ গৃশ্ আন্ শনবী।
ব আন্ চি নাদীদহ্ চশ্ম্ আন্ বীনী॥
তা বজায়ি রসানদৎ কি য়কী।
জুজ.্ জহান্ ব জহানিয়ান্ বীনী॥
বা য়কী 'ইশ্ক বর্জ.ী অজ্. দিল্ ব জান্।
তা ব-'অয়নু-ল্-য়কীন্ 'অয়ান্ বীনী॥
কি য়কী হস্ত্ ব হীচ্ নীস্ত্ জুজ.্ উ।
বঃহ দহু লা আল্লা ইল্লা হু॥

[যদি আত্মাকে দেখিতে চাও, তাহা হইলে অন্তরের চক্ষু খুলিয়া দেখ; যাহা দেখিবার নয়, তাহাও দেখিতে পাইবে। যদি প্রেম-রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে সমস্ত চরাচর গোলাপময় দেখিতে পাইবে। .... যাহা কর্ণদ্বারা কখনও শুনা যায় নাই, তাহাও শুনিতে পাইবে; এবং যাহা চক্ষু কখনও দেখে নাই, তাহাও দেখিতে পাইবে। তোমাকে ক্রমশঃ এরূপ যায়গায় লইয়া যাইবে যে সকল পৃথিবী ও ইহার সকল কিছুকেই একক দেখিতে পাইবে। সেই এককের সঙ্গে মন ও প্রাণদ্বারা প্রেমের খেলা খেলিতে থাকিবে, যে পর্যন্ত না দিব্য চক্ষুদ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে এক-ই

আছে, এবং সেই এক ছাড়া আর কিছু নাই—সেই মহান (সেই তিনি বা পরমাত্মা) ছাড়া আর কোন আল্লাতালা নাই।]

হাতিফ্ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কুম্ শহরে প্রাণ ত্যাগ করেন।

হাতিফের পুত্র **সয়্যদ্ মুহম্মদ্ সহাব্**ও একজন কবি ছিলেন। তিনি ফত্হ্ 'অলী শাহ্ কাজার্-এর রাজ দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার নামে প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'রশ্হাৎ-ই-সহাব্' নামক একটি কবি-জীবন-সংগ্রহেরও উল্লেখ আছে। তিনি ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন।

মিজ্মর্ ইস্ফহানী—মিজ্মর্ নামে প্রসিদ্ধ সয়্যদ্ হুসয়ন্ ত্বাবাত্বায়ি ১৯ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইস্ফহানের নিকটবর্তী অর্দিস্তান্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক কবি নশাত্-এর সাহায্যে ফত্হ্ 'অলী শাহ্-র রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট হন, এবং শীঘ্রই 'মুজ্তহিদু-শ্-শু'অরা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি যুবরাজ হসন্ 'অলী মীর্জা়র একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন; এবং তাঁহাদের উভয়ের নামেই প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়া অনেক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঘজ়ল্, ক্বিত্'অ, তর্কীব্-বন্দ, লুঘজ় (হেঁয়ালী কবিতা) প্রভৃতি কবিতাও লিখিয়াছেন। খাকানীর তুহ্ফতু-ল্-'ইরাকিন্-এর অনুকরণে তাঁহার একটি মস্নবী কবিতা ও স'অদীর গুলিস্তানের অনুকরণে তাঁহার একটি গদ্য সাহিত্যেরও উল্লেখ আছে। তিনি ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার যৌবনেই ত্বিহরান্ শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

স্বা—স্বা নামে প্রসিদ্ধ ফত্হ 'অলী খান্ কাজারিয় সম্রাট ফত্হ 'অলী শাহ্-র মলিকু-শ-শু'অরা বা রাজ কবি ছিলেন। তিনি কয়েক বৎসর কুম্ ও কাশানের শাসনকর্তাও ছিলেন, তবে তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ভাগই রাজদরবারে অতিবাহিত করেন। তিনি ক্বসীদ, ঘজ়ল্, রুবায়ি ও মস্নবী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। মস্নবী কবিতার মধ্যে শাহিন্শাহ্-নাম, খুদাবন্দ্-নাম, 'ইব্রৎ-নাম এবং গুলশান-ই-স্বা নামক কাব্যের উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে শাহিন্শাহ্-নাম-ই বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন।

স্বার পুত্র **'অন্দলীব্** নামে প্রসিদ্ধ মীর্জা় হুসয়ন্ খান্ও একজন কবি

ছিলেন, এবং তাঁহার পিতার মলিকু-শ্-শু'অরা-পদ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। তিনি বিশেষ করিয়া কসীদ কবিতা লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

নশাত্্—মীরজ.া 'অব্দ্-ল্ রহাব্ নশাত্ ইস্ফহানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন কবি ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। তাঁহার ফারসী, আরবী ও তুর্কী ভাষায় বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত ছিলেন এবং সাহিত্যিকদের যথেচ্ছ দান করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ রিক্ত হস্তে দান করায়, তিনি একেবারে কপর্দকহীন হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি ফতঃহ 'অলী শাহ্-র সুনজরে পড়েন এবং সম্রাট তাঁহাকে মু'তমদু-দ্দৌল উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বিদেশীয় শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়।

নশাত্ নানা রকম কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঘজ.ল্ কবিতায়ই বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার 'গন্জীনহ্' নামক কাব্য-গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নানা রকম হস্ত-লেখায়ও বেশ যশ ছিল। তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন।

কা'ইম্ মকাম্—মীরজ.া অবুল্ কাসিম্ কা'ইম্ মকাম্ ছিলেন সম্রাট ফতঃহ্ 'অলী শাহ্-র প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার পিতা মীরজ.া-ই-বুজু.র্গ্ নামে প্রসিদ্ধ মীর্জ.া 'ইসা কা'ইম্ মকাম্ও ছিলেন তাঁহারই মত যুবরাজ 'অববাস্ মীর্জ.ার প্রধান মন্ত্রী। মীরজ.া 'অবুল্ কাসিম্ সম্রাট ফতঃহ 'অলীর মৃত্যুর পর তাঁহার পরবর্তী সম্রাট মঃহম্মদ্ শাহ্-র কুনজরে পতিত হন এবং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত এবং কবি ও সাহিত্যিকদের যথেষ্ট সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেও কাব্য ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবি-নাম ছিল স.না-'ই। তিনি কিত্'অ, রুবায়ি, ঘজ.ল্ প্রভৃতি নানারকম কবিতাই লিখিয়াছেন। তাঁহার 'জলায়র্-নাম' নামক একটি মস্.নরী কাব্যেরও উল্লেখ আছে। তাঁহার গদ্য-সাহিত্যের মধ্যে ইন্শা-ই-কা'ইম্ মকাম্ প্রসিদ্ধ।

বিস্বাল্ শীরাজ.ী—মীর্জ.া কূচক্ নামে প্রসিদ্ধ মীর্জ.া মঃহম্মদ্ শফী শীরাজ.ীর কবি-নাম ছিল বিস্বাল্। তিনি ১৯ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ছিলেন একজন বিশেষ পণ্ডিত লোক, এবং নানারকম হস্তলিপি, গান ও

কবিতায় বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নানারকম কবিতারই চর্চা করিয়াছেন; তবে ঘজ.লেই তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। তাঁহার কয়েকটি মস্.নবী কাব্যেরও উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে বুজ.ম্-ই-রিস্বাল্ ও ফর্হাদ্ ব শীরীন্ ই প্রসিদ্ধ। বুজ.ম্-ই-রিস্বাল্ ফর্দৌসীর শাহনাম-র অনুকরণে লিখিত। তাঁহার ফর্হাদ্ ব শীরীন্ পুর্বোল্লিখিত ৱঃহ্.শীর অসম্পূর্ণ ফর্হাদ্ ব শীরীনের বাকী অংশ মাত্র। তাঁহার লিখিত এই প্রেমকাব্যটি পূর্বোক্ত ৱঃহশীর কাব্যাংশ হইতে যথেষ্ট উন্নত। তিনি জ.মখ্শরীর 'অত্ৱাক্-জ্.-জ.হব্' নামক কাব্যের ফারসী কবিতায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

রিস্বাল স'অদী ও :হাফিজের অনুকরণে তাঁহার ঘজ.ল্ লিখিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার লিখিত ঘজ.লের কয়েকটি বয়ৎ নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

জি.নহার্ ময়াজ.ার্ জ. খুদ্ হীচ্ দিলীরা।
কজ. হীচ্ দিলী নীস্ত্ কি রাহী ব-খুদা নীস্ত্॥

[সাবধান, কাহারও মনে কখনও আঘাত দিও না; কারণ, এমন কেহই নাই, যে খোদার দিকে ধাবিত না হইতেছে।]

অজ. ক'বহ্ ব কুনিশ্ৎ চূ মক্সূদ্ রুয় উ-অস্ত্।
গর্ রহ্ ব-ক'বা নীস্ত্ মুকীম্-ই-কুনিশ্ৎ বাশ্॥

[কাবা বা গির্জা উভয়েরই উদ্দেশ্য যখন তাঁহারই প্রাপ্তি, যদি কাবা তোমার পথ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে গির্জাকেই তোমার আশ্রয় করিয়া লও।]

পুনরায়,

অশ্কম্ জ. সর্ গুধশ্ৎ হমান্ সূজি.শম্ বজা-স্ত্।
দর্ :হয়রতম্ কি সুখ্তন্-ই-মন্ দর্ আব্ চীস্ত্॥

[কান্না শুকাইয়া গিয়াছে, এখনও আমার অন্তরের আগুন পূর্ণভাবেই রহিয়াছে। আমি এই জানিয়া আশ্চর্য্য হই যে আগুনের সহিত জলের কি সম্বন্ধ আছে!]

রিস্বাল্ পরিবারটিই ছিল বিশেষ উন্নত। তাহার প্রত্যেকটি পুত্রই পণ্ডিত ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রিকার্, মীর্জ.া মঃহম্মদ .হকীম্, মীর্জ.া অবুল কাসিম্ ফর্হন্গ্ ও য়জ.দানী তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দ্বারা তাঁহাদের পিতার সুনাম অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। রিস্বাল্ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শীরাজ নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

কানী—কানী নামে প্রসিদ্ধ মীর্জ়া :হবীব্ শ্রুতিমধুর কবিতার জন্য ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কানী ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে শীরাজ়্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মীর্জ়া ম:হম্মদ্ 'অলীও একজন কবি ছিলেন এবং তিনি তাঁহার কবিনাম গুল্শন্ ব্যবহার করিয়া অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। কানী যৌবনের প্রারম্ভে কির্মান গমন করেন, এবং তথায় সাহিত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি তথায় কবিতাও লিখিতে অভ্যাস করেন এবং কবিনাম :হবীব্ তাঁহার কবিতাদিতে ব্যবহার করিতে থাকেন। শীঘ্রই কবিতা লেখায় তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তথাকার শাসনকর্তা :হসন্ 'অলী মীর্জ়া শুজা'-উস্-স্বল্ত্বনৎ-এর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তথাকার শাসনকর্তা শুজা'-উস্-স্বল্ত্বনৎ-এর অনুরোধে তাঁহার পুত্র কতা কানীর নামানুসারে তিনি তাঁহার কবিনাম ক্আনী তাঁহার কবিতায় ব্যবহার করেন। কয়েক বৎসর খোরাসান্, শীরাজ় ও কিরমান্ অবস্থান করার পর কানী ত্বিহরান্ গমন করেন। তথায়ও কবিতা লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করার পর, তিনি সম্রাট মহ:ম্মদ্ শাহ্ এবং বিশেষ করিয়া সম্রাট নাস্বিরুদ্দীন্-শাহর রাজদরবারের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করেন। কথিত আছে, ফরাসী ভাষায়ও কানীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

যদিও তাঁহার কবিতা খুবই শ্রুতিমধুর, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কবিতার মধ্যে কোন গভীর ভাবের সমাবেশ নাই। ঘজ়ল্ ও অন্যান্য কবিতাও তিনি লিখিয়াছেন, কিন্তু কস্বীদ-তেই বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ছন্দ, ভাষা ও শ্রুতিমধুর শব্দ গঠন ও ব্যবহারে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। কিন্তু তিনি সংকীর্ণ স্বার্থের লোভে যাহাকে একবার প্রশংসার উচ্চ শিখরে তুলিয়াছেন, তাহাকেই আবার তীব্র গালি দিতেও লজ্জা অনুভব করেন নাই। ম:হম্মদ্ শাহর প্রধান মন্ত্রী :হাজী মীর্জ়া আকাসীর তিনি অনেক প্রশংসা-সূচক কবিতাই লিখিয়াছেন, কিন্তু আবার যখন তাঁহার পদচ্যুতির পর মীর্জ়া তকী খান্ প্রধান মন্ত্রী-পদে উন্নীত হইলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত কস্বীদ-তে পদচ্যুতমন্ত্রী সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন,

বজায় জ়ালিমী শকী নিশস্তহ্ 'আদিলী তকী।
কি মৌমিনান্-ই-মুৎ-তকী কুনন্দ্ ইফ্তিখার্হা॥

[অধম ও অত্যাচারীর স্থান গ্রহণ করিয়াছেব সাধু ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি—যাঁহার জন্য ধর্মবিশ্বাসীগণ গৌরব অনুভব করিতেছেন।]

কানী তাঁহার কবিতাদিতে অনেক অলঙ্কারেরও ব্যবহার করিয়াছেন এবং সকল সময়েই তিনি এবিষয়ে বেশ সফলতা লাভ করিয়াছেন। নিম্নে কবির ঈমা বা পরোক্ষ ইঙ্গিতের একটি নিদর্শন উদ্ধৃত হইল। ইহা তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ কসীদ-র প্রথমাংশ মাত্র। কবি লিখিতেছেন,

খন্দান্ খন্দান্ দবীদ্ ব পীশ্-ই-মন্ আমদ্।
দুখ্‌ৎ দু লব্ বর্ লবম্ কি বুসহ্ বজ.ন্ হা॥
অল্‌হঃক্ শরম্ আমদম্ বদীন্ লব্-ই-মুন্‌কির্।
বুসহ্ জ.দন্ বর্ লবী চু ল্'অল্-ই-ঃহম্‌রা॥

[সে হাসিতে হাসিতে আমার নিকট দৌড়িয়া আসিল, এবং ঠোঁট দুইটি আমার ঠোঁটে স্পর্শ করাইয়া বলিল, 'আমাকে চুম্বন কর'। আমার এই ঘৃণিত ঠোঁটদ্বারা এইরূপ রক্তবর্ণ মুক্তার ন্যায় ঠোঁটে চুম্বন করিতে সত্যই লজ্জা বোধ হইল।]

তাঁহার কসীদ-র তশ্‌বীব্ (বা বসন্তের বর্ণনা) রূপ ও মাধুর্য্যে অতুলনীয়। তিনি গাহিয়াছেন,

বগর্‌দূন্ তীর অব্‌রী বাম্‌দাদন্ বর্ শুদ্-অজ. দর্-ইয়া।
জবাহির্ খীজ.্ ব গৌহর্ রীজ.্ ব গৌহর্ বীজ.্ ব গৌহর্ জ.া॥
চু-চশ্‌ম্-ই-অহ্‌রিমন্ খীরদ্ চু রূয়ি জন্‌গিয়ান্ তীরহ্।
শুদহ্ গুফতী হমহ্ চীরহ্ বমগ্‌জ.শ্ 'ইল্লৎ-ই-সৌদহ্॥

[প্রত্যূষে সমুদ্র হইতে একটি কাল মেঘ আকাশে উত্থিত হইল—ইহা মুক্তা-উত্তোলনকারী, ও মুক্তা-উৎপাদনকারী। ইহা দৈত্যচক্ষুর ন্যায় কাল ও কাফ্রীদের মুখমণ্ডলের ন্যায় পঙ্কিলময়, মনে হয় যে, ইহার মাথায় মত্ততার কারণ হেতু, ইহা বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে।]

পুনরায়,

নসীম্-ই-খুল্‌দ্ মী রজ.দ্ মগর্ জ. জুয়্-বার্ হা।
কি বুয় মুশ্‌ক্ মী দিহদ্ হ্রায় মুর্‌ঘ্‌জ.ার্ হা॥
ফিরাজ.্-ই-খাক্ ব খিশ্‌ৎ হা দমীদহ্ সব্‌জ.্-ই-কিশ্‌ৎ হা।
চি কিশ্‌ৎ হা বিহিশ্‌ৎ হা ন দহ্ ন স্বদ্ হজ.ার্ হা॥

[নদীর কুল হইতে প্রাতঃসমীরণ বহিতেছে—গোচারণ ভূমি সুগন্ধ বাতাস দান করিতেছে। মাটি ও টালি জুড়িয়া সবুজ ঘাস জন্মিয়াছে—সবুজ ঘাস নয়, যেন স্বর্গের সৌন্দর্য্য, দশগুণ নয়, শত গুণ নয়, ইহা হাজার গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।]

কবিতা ছাড়া স'অদীর গুলিস্তানের অনুকরণে কানী নানা গল্প ও উপদেশের সমাবেশে এবং গদ্য ও কবিতার সংযোগে 'কিতাব্-ই-পরীশন্' নামক একটি সাহিত্য-গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্বিহরান্ শহরে প্রাণত্যাগ করেন।

তারন-মুন্সী—তিনি ফারসী কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ১৯ শতাব্দীতেও অনেক ভারতীয় হিন্দু ফারসী সাহিত্যের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। তারন্মুন্সী নামে প্রসিদ্ধ রামতারন মুখোপাধ্যায় ১৮ শতাব্দীর শেষভাগে নদীয়া-শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ফারসী ও আরবী ভাষা ও মুসলিম শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ও এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২—১৮৩৩) সমসাময়িক ছিলেন। আমাদের আলোচ্য কবিকে ফারসী সুফী কবিদের চিন্তাধারাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তিনি গাহিয়াছেন,

অজ়. কুফ্‌র্ ব দীন্-ই-মা ব মুস্‌লিমান্ চি কার্-ই-মা-স্ত্।
তারন্ চুনীন্ কুলাম্ ব রাহ্-ই-কুহন্ কো ময়য়াব্ ॥

[হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম ও অধর্মের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক আছে? হে তারন, এই সকল পুরাতন আলোচনা ও পথসমূহের কোন ধার ধারিও না।]

পুনরায়,

আ'য়নহ্ স্বাফ্ কুন্ কি ববীনী জমাল্-ই-দূস্ত্।
জঙ্গ.ার্ গিরিফ্‌ৎ ন বীনী বজুজ্. সুফাল্ ॥

[যদি বন্ধুর (খোদার) সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে চাও, তাহা হইলে মনের আয়নাকে পরিষ্কার কর। যদি ইহাতে মরিচা ধরিয়া থাকে, তাহা হইলে মাটির পুতুল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইবেনা।]

ফরুঘী বিস্ত্বামী—ফরুঘী নামে প্রসিদ্ধ মীর্জ.া 'অব্বাস্ বিস্ত্বামী ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ইস্তবাৎ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে মিস্‌কিন্

নাম ধারণ করিয়া কবিতাদি লিখিয়াছেন। তিনিও কানীর ন্যায় কিরমানে গমন করিয়া ঃহসন্ 'অলী মীর্জ.ার সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহারই আদেশ বা অনুরোধে তাঁহার পুত্র ফরূঘু-দ্দৌলর নামানুসারে তাঁহার কবি-নাম ফরূঘী গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার যুগের একজন প্রসিদ্ধ সুফী-কবি ছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহার সুফীমতবাদের কথা শুনিয়া একবার সম্রাট নাস্বিরু-দ্দীন্ শাহ্ তাঁহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'লোক-মুখে শুনিতে পাই, তুমি নাকি ফির্-'অউন্-এর মত দাবী কর যে 'অনা রব্বু কুমূ-ল্-'আলা' (আমি তোমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু বা ভগবান)?"—কবি ইহা একেবারে অস্বীকার করিয়া বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, 'আমি ৭০ বৎসর ধরিয়া এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইবার পর 'তাঁহার ছায়া' (অর্থাৎ সম্রাট)-র দ্বারদেশে আসিয়া পৌছিয়াছি মাত্র'।

ফরূঘী ঘজ.ল্ লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার দীবান্ প্রায় ২০ হাজার বয়তের সমষ্টি। তাঁহার প্রত্যেকটি বয়ৎ সুফী-চিন্তাধারা-পূর্ণ। নিম্নে তাঁহার কয়েকটি বয়ৎ নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

খুদা খ্বান্ তা খুদাদান্ ফর্ক্ দারদ্।
কি ঃহয়ৱান্ তা ব-ইন্সান্ ফর্ক্ দারদ্॥
মুৱরঃহিদ্রা ব-মুশ্রিক্ নস্বতী নীস্ত্।
কি রাজিব্ তা ব-ইম্কান্ ফর্ক্ দারদ্॥
মুঃহক্কিক্ রা মুকল্লদ্ কয় তৱান্ গুফ্ৎ।
কি জানা তা বনাদান্ ফর্ক্ দারদ্॥

[খোদার আলোচনা ও খোদাকে সঠিক জানা, এই উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে; যেমন পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। একেশ্বরবাদীর সহিত বহুদেবতার উপাসকের কোন সম্পর্ক নাই—যেমন, নিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ৱহদৎ বা খোদার ঐক্যের বিষয় বাহ্যানুষ্ঠানকারী কি বলিবে? যেমন জ্ঞান ও অজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে।]

পুনরায়,

কয় রফ্তহ্-ই জ. দিল্ কি তমন্না কুনম্ তুরা।
কয় ব্দহ্-ই নিহুফ্তহ্ কি পয়দা কুনম্ তুরা॥

ঘয়রৎ নকর্‌দহ-ই কি শুরম্ ত্বালিব্-ই-:হুহ্‌রূ।
পিন্‌হান্ নগুশ্‌তহ্-ই কি হুয়দা কুনম্ তুরা॥

[তুমি কখন আবার মন হইতে চলিয়া গিয়াছ যে তোমার চিন্তা করিব ? তুমি কখন আবার লুক্কায়িত রহিয়াছ যে তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিব ? তুমি কখনও চলিয়া যাও নাই, তাই তোমার খোঁজার দরকার করে না। কখন লুক্কায়িতও হও নাই তাই তোমাকে প্রকাশ করারও কোন দরকার নাই।]

ফরুঘী ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

উল্লিখিত কবিদের ছাড়া আরো কয়েকজন কবির নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা কাজরিয় যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

সরূশ্ ইস্ফহানী (মৃত্যু ১৮৬৮)-র কস্বীদ ও ঘজ.ল্ ছাড়া, সাকীন।ম ও ইলহী-নাম নামক দুইটি মস্‌নবী কাব্যের উল্লেখ আছে।

য়ঘমায় জন্‌দকী হজ.লিয়াৎ (বা তীব্র কটূক্তিসূচক কবিতা) লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কুল্লিয়াৎ (গ্রন্থাবলী)-এ ঘজ.ল, কিত্ব', মস্‌নবী, মরাস়ী (শোক গাথা), রুবায়ি, তর্জী'-বন্দ্ ও তর্কীব-বন্দ্ প্রভৃতি নানা রকম কবিতাই স্থান পাইয়াছে।

রিদ্বা কুলী খান্ হিদায়ৎ—হিদায়ৎ নামে প্রসিদ্ধ মীর্জ.া রিদ্বা কুলী খান্ ঐতিহাসিক হিসাবেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হিদায়ৎ কবি-নাম গ্রহণ করিয়া নানা রকম কবিতা লিখার উল্লেখও আছে।

ফত্‌হ্-অল্ল-খান্ শয়বানী—তিনিই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম কবি যাঁহার কবিতার মধ্যে ইউরোপীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।

বাবী ধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে পুর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। বাবী ধর্মাবলম্বী অনেকেই তাঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এবং সেই সম্বন্ধে কবিতা ও সাহিত্য লিখিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহাদের কেহই সেইরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। এখনে আমরা একজন মহিলা কবির উল্লেখ করিতেছি—যিনি তাঁহার ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, এবং এই বিষয়ে অনেক কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বাবের মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন,

মন্ র 'ইশ্‌ক-ই-আন্- মহ্-ই-খূব্ রু কি চূঁ শুদ্ স্বলায় বলা বর্‌উ।
ব-নিশাত্ব্ র কহ্‌কহ্ শুদ্ ফরু কি 'অনা-অশ্ শহীদু ব-কর্‌বলা॥

[আমি সেই সুন্দর মুখ-বিশিষ্ট চন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট, যিনি যখন তাঁহার উপর দুঃখের আহ্বান আসিল, আনন্দ ও হাস্য সহকারে এই বলিয়া ঝাপাইয়া পড়িলেন যে 'আমিই সেই কর্‌বলার শহীদ্'।]

—এই মহিলা কবির নাম ক্র্‌রতু-ল্ 'অয়ন্ ত্বাহির্। তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

স্বফবী ও ক্বাজরিয় যুগের গদ্য সাহিত্য

এই উভয় যুগে অন্যান্য যুগের তুলনায় গদ্য সাহিত্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে, যদিও কবিতায় এই যুগই সম্ভবতঃ সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ইতিহাস, জীবনী-সংগ্রহ, ধর্ম ও উপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ—ইহাদের প্রত্যেকটি এই যুগে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা এখানে একে একে সকল প্রকার সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ইতিহাস ঃ

খ্বান্দমীর—খ্বান্দমীর্ সম্বন্ধে পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। তিনি তয়মূরিয় যুগের শেষভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, এবং স্বফবী যুগের প্রথম ভাগেও তাঁহার সাহিত্যাবলীর নিদর্শন পাওয়া যায়। ঘিয়াসু.দ্দীন্ বিন্ হুমামুদ্দীন্ খ্বান্দমীর্ ঃহবীবুস্-সয়র্ নামক পৃথিবীর ইতিহাস লিখিয়াই বিশেষ করিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন। ইহাতে ইতিহাসের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া শাহ্ ইস্‌মা'ঈলের মৃত্যু (১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে শাহ্ ইসমা'ঈলের পূর্ববর্তী যুগাদির ঘটনা সমূহের কেবল মাত্র সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি দেওয়া হইয়াছে এবং ইস্‌মা'ঈলের রাজত্বকাল বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত। খান্দমীরের বর্ণনা শক্তি অপূর্ব, ভাষা বেশ সরস ও বলবতী এবং চিন্তাধারাও বেশ সুসংযত, স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। খান্দমীর তাঁহার জীবনের শেষভাগে ভারতে আসিয়াছিলেন এবং তথায়ই ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। দিল্লীতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থাদিরও উল্লেখ আছে—ইহাদের মধ্যে 'দস্তুরু-ল্-বুজ.রা'-তে ইসলামের আরম্ভ হইতে তয়মূরিয় সাম্রাজ্যের শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীত্বের অবস্থাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়।

ঃহসন্ বেগ্ রমলু—স্বফতু-স্-স্বফা ও অঃহসমু-ৎ-তৱারীখ্ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। স্বফতুস্ব-স্বফা ১৪ শতাব্দীতে ইব্ন্-ই-বজ.াজ.্ কর্তৃক প্রথম লিখিত হয়, এবং পরে ১৬ শতাব্দীতে শাহ্ ত্বহমাস্পের সময়ে রম্লু কর্তৃক ইহার বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়। ইহা স্বফবীয়দের পূর্বপুরুষদের, বিশেষ করিয়া শেখ্ স্বফী-উদ্দীনের জীবন কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছে। অঃহসমুৎ-তৱারীখ্-এ ১৬ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে।

তারীখ্-ই-'আলমআরা-ই-'অববাসী—স্বফবী সম্রাট 'মহান' 'অববাস্-এর সাম্রাজ্যের বিস্তৃত ইতিহাস ও তাঁহার উত্তরাধিকারী শাহ্ স্বফীর রাজ্যাভিষেকের বর্ণনা ইহাতে করা হইয়াছে। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা রচিত হয় এবং ইহা রচনা করেন ইস্কন্দর্ মুন্সী নামে রাজদরবারের একজন ঐতিহাসিক।

এই যুগে ভারতে ফারসী সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা হইয়াছে। ঔৎসুক্য বর্দ্ধনার্থে একজন ভারতীয় হিন্দু ঐতিহাসিকেরও নাম উল্লিখিত হইল। সুজান্ রায় ভাণ্ডারী তাঁহার **খুলাস্বাতু-ৎ-তৱারীখ্** লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার জন্মভূমি ছিল পাতিয়ালা। ইহা ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ঐতিহাসিক ভাণ্ডারী মোঘল রাজত্বের পতনের সময় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তত্ত্বাবধানে মীর্ শের 'অলী অফ্সোস্ ইহার প্রথমাংশের উর্দ্দু-তরজমা করেন এবং এই উর্দ্দু তরজমাই আবার ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

তারীখ্-ই-জহান্‌গুশা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন মীর্জ.া মহদী খান্ বিন্ মঃহম্মদ্ নস্বীর্ অস্‌তরাবাদী। আস্‌তরাবাদী নাদিরশাহ্-র একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহার রাজ্যজয় কালে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তারীখ্-ই-জহান্‌গুশা নাদির শাহ্‌র রাজত্বকালের আরম্ভ হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) ঘটনাসমূহের বিস্তৃত ইতিহাস।

তারীখ-ই-জিন্দিয় লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 'অলী রিদ্বা বিন্ 'অব্দুল্ করীম্ শীরাজ.ী। ইহাতে জিন্দিয় সাম্রাজ্যের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে।

রৌদ্বতু-স-স্বফা-র উল্লেখ পূর্বেও করা হইয়াছে। ইহার সাত খণ্ড হইতে বর্দ্ধিত করিয়া, তখনকার যুগের ঘটনাবলী সংযোগপূর্বক রিদ্বা ক়ুলী খান্ িহদয়াৎ ইহা দশ খণ্ডে সমাপ্ত করেন। রিদ্বা ক়ুলী খান্ নাস্বিরু-দ্দীন্ শাহ্-র রাজত্বকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজপুত্র মুজ়ফরুদ্দীন্ শাহ-র গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। তিনি অনেক কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন—তাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। তাছাড়া তাঁহার আরো দুইটি জীবন সংগ্রহের-ও উল্লেখ আছে—মজ্ম‘-উল্-ফুস্বঃহা ও রিয়াদ্বু-ল্-‘আরিফীন্। তিনি রাজকীয় কার্য্যাদিতেই অনেক সময় ব্যাপৃত থাকিতেন এবং তাঁহার রাজকীয় কার্য্যাদিতে নানাস্থানে গমনের ভ্রমণকাহিনী সফারৎ-নাম-তে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

নাসিখুৎ-তৱারীখ একটি প্রসিদ্ধ ইতিহাস। ইহা ২৫ খণ্ডে বিভক্ত। ইহা ইসলামের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া নাস্বিরুদ্দীন্ শাহ্ ক়াজরের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনাসমূহের বিস্তৃত ইতিহাস। ইহার প্রথম খণ্ড হইতে একাদশ খণ্ড রচনা করেন মীর্জ়া মঃহম্মদ তকী-খান্ সিপহর এবং পরবর্তী তিন খণ্ড রচনা করিয়াছেন ‘অব্বাস্ ক়ুলী খান্ সিপহর।

ফতঃহ ‘অলী শাহ্-র রাজদরবারের ঐতিহাসিক-সাহিত্যের মধ্যে ‘অব্দু-র্ রজ্জ়াক্-কৃত মাসি়রুস্-সুল্ত্বানিয়্, মঃহমূদ্ মীর্জ়া-কৃত স্বাঃহিব্-ক়িরানী, এবং ফদ্বলু-ল্ল-মুন্সী-কৃত তারীখ্-ই-জ়ুল্করনয়ন্-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জীবনী-সংগ্রহ :

তুঃহফতু-স্-সামী ১৫ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ১৬ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত কবি ও সাহিত্যিকদের জীবন-কাহিনী। ইহা রচনা করেন শাহ্ ইস্মা’ঈল্ স্বফবীর পুত্র মীর্জ়া সামী এবং ইহা রচিত হয় আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে। এই জীবন-কাহিনী-রচয়িতা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ ইস্মা’ঈলের আদেশ অনুসারে নিহত হইয়াছিলেন।

মজালিসু-ল্-নফা’য়স্ প্রথমে লিখা হয় তুর্কী ভাষায় এবং ইহা রচনা করিয়াছিলেন তয়মুরিয় যুগের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী আমীর ‘অলী শের্ নৱায়ি। ইহা তাঁহার সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিকদের জীবন-সংগ্রহ। পরে ইহা শাহ্ ‘অব্বাস্-এর সময়ে শাহ্ ‘অলী কর্তৃক ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

প্রসিদ্ধ কাদ্বী নূরুল্লা শুশ্‌তরী তাঁহার **মজালিস্-ল্ মোমিনয়ন্** লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহা স্বফবী যুগের শী'য় মতবাদী সাধু, মহাত্মা, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক ও সম্রাটদের জীবন-সংগ্রহ। নুরুল্লাও অন্যান্য অনেক কবি ও সাহিত্যিকদের ন্যায় তাঁহার জন্মস্থান শুশ্‌তর পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসেন ও লাহোরে অবস্থান করেন এবং সম্রাট আকবরের আদেশে তথাকার কাদ্বী বা বিচারক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কাদ্বী নুরুল্লা তাঁহার জীবন-সংগ্রহ ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরেই প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা লিখিয়া সমাপ্ত করেন। ইহা অন্যান্য মোঘলিয় সাহিত্যের ন্যায় বেশ সরল ও সরস ভাষায় লিখিত। এই হতভাগ্য সাহিত্যিক ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে সুন্নীদের কুমন্ত্রণায় সম্রাট জহাঙ্গীরের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আতশ্‌কদহ্-ই-আধর্ একটি প্রসিদ্ধ জীবন-সংগ্রহ। ইহার রচয়িতা লুত্বফ্-'অলী বেগ্ আধর্ বেগ্ দিলী ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ফহানে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রাথমিক জীবন কুম্ শহরে অতিবাহিত হয়। তিনি অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন ও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় মশ্‌হদ্-এ অবস্থান করেন। তিনি কবিতাও লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার ঈউসুফ্ ব জুলয়খা নামক একটি কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তধ্‌কির-ই-আতশ্-কদহ্ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে আধর্-এর ৪০ বৎসর বয়সের সময় লিখিত হয়। ইহাতে তাঁহার সমসাময়িক কবি ও সাহিত্যিক ছাড়া পূর্ব যুগাদির অনেক কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনীও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে অনেক ভারতীয় ও তুর্কী সাহিত্যিক ও কবির নামেরও উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রায় ৮৪২ জন সাহিত্যিক ও কবির জীবন-সংগ্রহ আছে এবং ইহার শেষভাগে আধর্ তাঁহার আত্ম-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

রিয়াদ্বুল্-'আরিফীন্ ও মজ্‌ম'-উল্-ফুস্বঃহা-র উল্লেখ পূর্বেও করা হইয়াছে। রিয়াদ্বুল্-'আরিফীন্ সুফী কবি ও দার্শনিকদের জীবন-সংগ্রহ। ইহাতে তাঁহাদের কবিতা, উপদেশ ও আধ্যাত্মিক আচরণাদির বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। মজ্‌ম'-উল্-ফুস্বঃহাতে প্রায় ৭০০ সম্রাট, রাজন্যবর্গ, যুবরাজ, মন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিকদের জীবনকাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের কবিতাও

নিদর্শন স্বরূপ অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের রচয়িতা রিদ্বা কুলী খান্ নিজেও একজন কবি ছিলেন এবং কবিনাম হিদায়ৎ গ্রহণ করিয়া অনেক কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিহরান্ শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার 'লুঘৎ-ই-অন্জুমন্ আরা' নামক একটি ভাষা-বিজ্ঞান গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

'নাম-ই-দানিশ্ওয়রান্' নাস্বিরুদ্দীন্ শাহ্‌র রাজত্বকালের একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ এবং কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক একত্র সম্মিলিত হইয়া ইহার সঙ্কলন করেন। ইহা সাত খণ্ডে সঙ্কলিত হয় এবং এই পণ্ডিতগণের মধ্যে রহিয়াছেন—মীর্জা অবুল্ ফদ্বল্ সাবাযি, মীর্জা হসন্ ত্বালিকানী, মীর্জা 'অব্দুল্ বহাব্ কজ্‌বয়নী ও বিশেষ করিয়া আছেন শম্‌সু-ল্ 'উলমা 'অব্দুর্-রব্-আবাদী।

অন্যান্য জীবন-সংগ্রহের মধ্যে আমীন্ অহমদ্ রাজী-কৃত হফ্ৎ ইক্লীম্ (ইহা ভারতে ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়), সৈয়দ্ 'অলী-কৃত বুজ্‌ম্-আরা (১৬ শতাব্দী), লুত্ব্‌ফুল্লা-কৃত ময়খানহ্ (১৮ শতাব্দী), 'অলী আজাদ্ বিল্‌গরামী-কৃত খজানহ্-ই-'আমিরহ (১৮ শতাব্দী) এবং আবু ত্বালিব্ তিব্‌রীজী কৃত খুলাস্বাতু-ল-অফ্‌কার্ (১৮ শতাব্দী)-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের ছাড়া নজুমুস্-সমা' নামক আর একটি জীবন-সংগ্রহের উল্লেখও করা যাইতে পারে। ইহা ১৯ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে স্বফ্‌বী ও কাজার সাম্রাজ্যের সকল শী'য় মহাত্মা ও দার্শনিকদের জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা মহম্মদ্ স্বাদিক্ বিন্ মহদীর যত্ন ও চেষ্টায় সঙ্কলিত হয়।

ধর্ম ও নীতি-মূলক গ্রন্থ :

জামি'-'অববাসী—বাব্ ও বহায়ি সম্প্রদায়ের ধর্মমূলক উপদেশ ও ব্যাখ্যা। ইহা রচনা করেন বহায়ি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বহা-উদ্দীন্ নামে প্রসিদ্ধ শেখ্ মহম্মদ্ বিন্ হুসয়ন্ 'আমিলী। তিনি জবল-ই-'আমিলহ্ (শিরিয়া)-র নিকটবর্তী ব'লবক্ নামক স্থানে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ১৩ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতার সহিত ঈরানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তিনি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায়ই আরো অনেক গ্রন্থই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতাদির মধ্যে নান্ব

ঃহলুৱা এবং শীর্ ৱ শকর্ নামক দুইটি মস্.নৱী কাব্যের উল্লেখ আছে। তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ব্.ফহান্ শহরে প্রাণত্যাগ করেন ও তাঁহাকে মশ্.হদে সমাধিস্থ করা হয়।

গৌহর্ ই-মিরাদ্ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 'অব্দুর্ রজ্জ.াক্ বিন্ 'অলী বিন্ ঃহুসয়ন্ লাহিজী। ইহা শাহ 'অববাস্-এর সময়ে রচিত হয় এবং ইহাতে শী'য় দর্শন আলোচিত হইয়াছে। লাহীজীর সরমায়-ই-ঈমান্ নামক আর একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

স্বফৱী যুগের শী'য় ধর্ম্মের প্রচারক মঃহম্মদ্ বাকির্ মজ্.লিসী ফারসী সাহিত্যের অনেক নীতি ও ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে **'অয়নু ল্-ঃহয়াৎ, মিশ.কতু-ল্-অনৱার্** ও **ঃহয়াতুল্-কুলুব্** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

অস্‌রারু-ল-ঃহিকম্ ক্বাজার যুগের একটি প্রসিদ্ধ দর্শন-শাস্ত্র। ইহা নাস্বিরুদ্দীন্ শাহর আগ্রহে ঃহাজ্জি মুল্লা ঃহাজী সব্.জৱরী কর্ত্তৃক রচিত হয়। সব্.জৱারীকে ফারসী সাহিত্যের শেষ দার্শনিক বলা যাইতে পারে। তিনি কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন এবং কবিতায় তিনি কবি-নাম 'অসরার্' গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষা-বিজ্ঞান ঃ

ভাষা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত অভিধান লিখিবার প্রয়াস এই যুগেই প্রথম দৃষ্ট হয় এবং কয়েকটি অভিধানেরই নাম করা যাইতে পারে, যাহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। **ফরহঙ্গ্-জহাঙ্গীরী** লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন জমালু-দ্দীন্ ঃহুসয়ন্ অন্জু। তিনি মোঘল সম্রাট আকবর্ ও জহাঙ্গীর হইতে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন। তিনি আকবরের আদেশেই ইহা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং পরে ইহা জহাঙ্গীরের নামে উৎসর্গ করেন। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে গ্রন্থকার প্রত্যেক শব্দের সহিত উদাহরণ স্বরূপ একটি কবিতা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

'মজ্.ম'উল্-ফুরস্ শাহ্ 'অববাসের সময়ে লিখিত হয়। ইহা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে সরুৱরী নামে প্রসিদ্ধ মঃহম্মদ্ ক্বাসিম্ কাশানী রচনা করেন এবং উক্ত শাহ্ 'অববাসের নামে ইহা উৎসর্গ করা হয়।

বুর্হানু-ল্-কাত্বি' একটি প্রসিদ্ধ ফারসী অভিধান। কিন্তু ইহাতে ফারসী শব্দ ছাড়াও অনেক আরবী, গ্রীক ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। বুর্হান্ নামে প্রসিদ্ধ মঃহম্মদ্ ঃহুসয়ন্ বিন খলফ্ তিব্রীজ়ী ইহা রচনা করেন। ইহা ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ভারতীয় সুল্ত্বান 'আব্দুল্লা ক্বুত্বুব্ শাহ্-র নামে উৎসর্গ করা হয়।

ফর্হঙ্-ই-রশীদী লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন 'অব্দুর্-রশীদ্। রশীদ্ ভারতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অওরঙ্গজ়ীবের রাজদরবারে প্রাধান্য লাভ করেন। ইহা ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

ঘিয়াস়ু-ল্-লুঘাৎ ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহা রচনা করেন মঃহম্মদ্ ঘিয়াস়-দ্দীন্ নামে একজন ভারতীয় ফারসী-পণ্ডিত। ইহাতে ফারসী সাহিত্য ও কবিতায় ব্যবহৃত সকল ফারসী, আরবী ও তুর্কী শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে।

'অঞ্জুমান্ আরা'-র উল্লেখ পূর্বেও করা হইয়াছে। ইহা নাস্বিরুদ্দীন্ শাহ ক্বাজরের সময়ে রিদ্বাক্বুলী খান্ ঃহিদায়ৎ রচনা করেন। ইহা অনেকটা ফর্হঙ্-ই-জহাঙ্গীরের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগ বা বিদ্রোহের যুগ

১৯ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই ঈরান ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত পরিচিত হইতে থাকে এবং ইহার প্রভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে নাগরিক স্বাধীনতার দাবী মূর্ত্ত হইয়া উঠে। মুজফফরুদ্দীন্ কাজর অবশেষে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে Constitutional Parliament (বা নিয়মতান্ত্রিক জাতীয় প্রতিনিধি সভা)-এর দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পরবর্তী সম্রাট মহম্মদ্ 'অলী শাহ্ ছিলেন নূতন সংস্কারাদির অতি বিরোধী; তাহার ফলে সব সময় পার্লামেণ্ট (Parliament) ও সম্রাটের মধ্যে সকল কাজে সংঘর্ষ হইতে লাগিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে Parliament পুরাইয়া দেওয়া হইল এবং ইহার শাস্তিস্বরূপ জনসাধারণের অধিনায়কদের পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড হইল। তারপর বিদ্রোহ ভীষণভাবে দেখা দেয়। ইহার ফলে মহম্মদ শাহ্ রাজচ্যুত হইলেন এবং জনসাধারণের দাবী মানিয়া লইয়া সুল্তান্ অহমদ্ হইলেন পরবর্তী সম্রাট।

ইহার পর হইতে সকল ইউরোপীয় সাম্রাজ্য ঈরানের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় রহিল। রুশীয়দের আধিপত্যই বিশেষভাবে বিস্তার করিতে লাগিল। এই সময়ে ইউরোপীয় মহাসমর (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ঈরান কোন পক্ষে যোগ না দিলেও, তাহার ক্ষতি যথেষ্টই হয়। যুদ্ধের ফলে দেখা গেল ঈরান, ইংরাজ ও রুশীয়দের হাতের পুত্তলিকা মাত্র। তাহাদের রাজনৈতিক চেতনা আরো বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইল। এই সময়ে ঈরানের সম্রাট তাহার কতক ক্ষমতা বিসর্জন দিয়া ইংরাজদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ইহাতে রুশীয়গণ পারস্য আক্রমণ করে (১৯২০)।

এই সঙ্কট মুহূর্তে ঈরানীয়গণ তাঁহাদের নেতা হিসাবে পাইলেন রিদ্বাখান্ পহলবীকে। তিনি রুশীয়দের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, এবং তাহার পুরস্কার স্বরূপ একেএকে প্রধান-সেনাপতি, প্রধান মন্ত্রী ও অবশেষে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ঈরানের সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ইহার

পর হইতে পহলবী সম্রাটগণই নিয়মতান্ত্রিক জাতীয় প্রতিনিধি সভা অনুমোদন পূর্বক ঈরানে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন।

বর্তমান যুগের ঈরান সকল দিক দিয়াই উন্নত হইয়াছে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বেও যেখানে মাত্র ৬০০ বিদ্যালয় ছিল, সেখানে হাজার হাজার বিদ্যালয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে পরিচালিত হইতেছে। ঈরান হইতে প্রতি বৎসর ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য অনেক বিদ্যার্থী গমন করিতেছেন। স্বদেশানুরাগ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। জনসাধারণ এখন আর রুমী, :হাফিজ্ প্রভৃতি সুফীমত-বাদী জগৎ-বিখ্যাত কবিগণকে পছন্দ করিতে চায় না, যত না তাহারা পছন্দ করে ফর্‌দৌসী ও তাঁহার শাহনামকে। ঈরানবাসীরা এই কয়েক বৎসর পুর্বে মাত্র কত সমারোহের সহিত তাহাদের দেশ-গৌরব ফরদৌসীর হাজার বার্ষিকী উৎসব পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়াছে। তাহাদের কবিদের মধ্যেও স্বদেশানুরাগের জ্বলন্ত প্রকাশ মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতবর্গ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থলে 'দারু-ল্ 'উল্‌ম্' ব্যবহার না করিয়া 'দানিশ্-গাহ্' ও ফারস্-এর স্থলে ঈরান্ ব্যবহার করিতে গর্বানুভব করে।

আজকাল সকল প্রাচ্য. জাতি সমূহই পাশ্চাত্য-প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ঈরানও ইহা হইতে বাদ যায় নাই। শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই 'পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে অনুকরণ-চেষ্টা বিশেষভাবে চলিয়া আসিতেছে। ভাষার দিক দিয়াও ফারসী ভাষার উপর পাশ্চাত্য ভাষা সমূহের প্রভাব যথেষ্টই আছে। অনেক পাশ্চাত্য-শব্দ ঈরানীয় ভাষায় ব্যবহার হইতেছে। এই বিষয়ে ফরাসী ভাষার প্রভাবই বিশেষ লক্ষিত হয়,—তারপর ইংলিশ ও রুশীয়। এবং ইহাদের সাহিত্য হইতে ফারসী ভাষার অনুবাদও যথেষ্টই হইয়াছে।

পুরাতন ফারসী ভাষা হইতে আধুনিক ফারসী ভাষায় কতকটা পরিবর্তনও সাধিত হইয়াছে। আরবী শব্দ ক্রমশই লুপ্ত হইতেছে; অনেক ইউরোপীয় শব্দ ব্যবহার হইতেছে। ব্যাকরণের ব্যবহার ক্রমশঃ আরো সোজা হইতেছে। ২।১টি ধারা সহজেই চক্ষে পড়ে, যেমন বহুবচনের চিহ্ন 'আন্' লোপ পাইয়া যাইতেছে, আর সকল বহুবচনই 'হা' দ্বারা ব্যবহার হইতেছে। ভাষার সরলতা ও সরসতার দিকেও যথেষ্ট দৃষ্টি রহিয়াছে।

বর্ত্তমান ফারসী ভাষার উপশাখা হিসাবে আফ্গান ও আরমানীয়দের পশ্তো ভাষাকে আবেস্তার ভাষার বংশধর হিসাবে অনুমান করা হয়। মধ্যযুগে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সোগ্দীয় ভাষাই রূপান্তরিত হইয়া এই যুগে গল্চা ভাষা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শক্, কুশান্ বা প্রাচীন্ খোৎনী ভাষার কোন নিদর্শন এই যুগে পাওয়া যায় না। নূতন উপশাখা হিসাবে কুর্দিস্তানের অধিবাসীদের ভাষার নাম হইয়াছে কুর্দী ভাষা। পূর্ব-যুগে ইহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তেমনিভাবে আরো দুইটি উপশাখার দৃষ্টান্ত আমরা ফারসী ভাষায় পাইতেছি, যাহার কোন চিহ্ন পূর্ব যুগসমূহে দৃষ্ট হয় নাই। তাহারা যথাক্রমে বলোচী ও ওস্সেতী ভাষা। বলোচী বেলুচিস্থান ও পারিপার্শ্বিক স্থান সমূহের ভাষা, ও ওস্সেতী ককেশস পর্ব্বতমালার নিকটবর্তী স্থান সমূহের ভাষা।

আদীবু-ল্-মুমালিক্ ফরাহাবী-কে এই যুগের প্রথম সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারে। অদীবু-ল্-মমালিক্ নামে প্রসিদ্ধ মীর্জ়া স্বাদিক্ ঃহকীম্ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ইরাক্-এর অন্তর্গত ফরাহানের নিকটবর্তী কাজ়রান্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মঃহম্মদ্ শাহ্ ক্বাজরের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী মীর্জ়া অবুল্ ক্বাসিম্ ক্বায়িম্ মক্বামের পৌত্র। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিবরীজ়ে আসেন ও ঃহসন্ 'অলী খান্ গরূসী আমীর্ নিজ়াম্-এর সহিত পরিচিত হন। তখন হইতেই তিনি 'আমীরী' কবি-নাম গ্রহণ করিয়া প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পর বৎসরই তিনি আদব্ নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন ও ইহার সম্পাদক হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু শীঘ্রই ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তাঁহার 'আদব্' আবার চালু করিতে যত্নবান হন। ইহা নূতন রূপে লইয়া মশ্হদ্ হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কফ্কাজ় হইতে তুর্কী ভাষায় পরিচালিত ইর্শাদ্ পত্রিকার কতকাংশ ফারসী ভাষায় প্রকাশিত করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তিহরান গমন করেন, এবং 'মজ্লিস্' নামক পত্রিকার একজন প্রবীন সম্পাদক নিযুক্ত হন। পর বৎসরই স্বাধীনতা-কামীদের কেন্দ্রস্থল 'ইরাক্-ই-'অজম্ গমন করেন, এবং সেখান হইতে পরিচালিত 'ইরাক্-ই-'অজম্ পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। এইরূপে নানা

পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া তিনি একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ বয়সে সম্নান্ ও য়জ.দ্-এর প্রধান বিচারালয়ের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিহরান্ শহরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

অদীবু-ল্-মুমালিক্ একজন সুচিন্তিত কবি। তিনি দেশবাসীকে জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন, এবং ইহাতে বিশেষভাবে সফলকামও হইয়াছেন। তাঁহার কবিতার একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি ঈরানের জাতীয়-সভাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন,

শাদ্ বাশ্ অয় মজ্লিস্-ই-মিল্লী কি বীনম্ 'অন্করীব্।
অজ্. তূ আয়দ্ দর্দ্-ই-মিল্লৎরা দরীন্ দৌরান্ ত্বীব্॥
শাদ্ বাশ্ অয় মজ্লিস্-ই-মিল্লী কি বাশদ্ মর্ তুরা।
শর'অ পুস্তিবান্ ব দৌলৎ :হাফিজ্ ব মিল্লৎ নকীব্॥
তা তূ বর্ পায়ি দরীন্ কিশ্বর্ ন রঞ্জদ্ আশ্না।
তা তূ বর্ জায়ি দরীন্ সামান্ ন ফর্সায়দ্ ঘরীব্॥

[হে জাতীয় সভা, তুমি সুখে থাক, কারণ আমি অতি নিকটেই দেখিতে পাইতেছি যে তোমা হইতেই বর্ত্তমান জাতীয় দুঃখব্যথা সুচিকিৎসিত হইবে। হে জাতীয় সভা, সুখে থাক, কারণ তোমা হইতেই ধর্ম পুষ্ঠ, সম্পদ রক্ষিত ও জাতি স্বাস্থ্যলাভ করিবে। যতক্ষণ তোমার অস্তিত্ব থাকিবে, দেশের কোন বন্ধুবর্গেরই আর কোন কষ্ট হইবে না এবং কোন গরীবই আর নির্যাতিত হইবে না।]

অদীব্-পীশাররী নামে প্রসিদ্ধ আক্কা সৈয়দ্ অঃহমদ্ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ার ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার প্রথম জীবন গ্বজ.নীতে শিক্ষা লাভার্থ অতিবাহিত করেন। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি সব্জ.বার্ গমন করেন ও সবজ.বারী কলেজে দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষভাগ তিহরানে অতিবাহিত করেন ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রায় ৯৫ বৎসর বয়সের সময় তিহরানে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি সাহিত্য, দর্শন ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায়ই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কবিতাও আনুমানিক ২০ হাজার বয়ৎ-এর উপর হইবে। তাঁহার কবিতা গভীর চিন্তাপূর্ণ ও বেশ উপদেশাত্মক।

শম্‌সুল্‌-'উলমা নামে প্রসিদ্ধ ঃহাজী মীর্জ.া মঃহম্মদ্‌ ঃহুসেন্‌ করীব্‌ রব্বানী ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গুর্‌গান্‌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিহরানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ৩০ বৎসর ইরাকে ইসলাম ধর্ম ও সাহিত্য-বিষয়ক সকল শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আরো উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে ভারতের দিকে ধাবিত হন। ভারতে বৎসর দশেক অবস্থানের পর তিনি আবার ঈরানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তথায় দবীরস্তান্‌-ই-আমীর-ই-কবীর্‌ ও দানিশ্‌কদ-ই-ঃহক্‌ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। বস্তুতঃ তিনি একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও নানাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষায়ই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কাব্যাদি ছাড়া নিম্নলিখিত গদ্য-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে—(১) মক্‌স্বতুৎ-ত্বালিব্‌ ফী-অঃহবাল্‌-ই-অজ্‌দাদিন্‌-নবী ব 'অম্মিহী অবী ত্বালিব্‌; (২) ধর্মানুশাসন সম্পর্কীয় জ.ীনতুল্‌-অসদ্‌; (৩) তারীখ্‌-ই-খত্বাত্বান্‌; (৪) লত্বায়িফুল-ঃহিকম্‌; (৫) তারীখ্‌-ই-রহাবী; (৬) তারীখ্‌-ই-শু'অরা; (৭) দুর্‌রি-ইয়তিম; (৮) অমালী; (৯) ঃহরাসী-ই-ম'আলিম্‌; এবং (১০) ঃহরাসী-ই-কামুস্‌।

মুহত্তশিমুস্‌-সলত্বন নামে প্রসিদ্ধ মীর্জ.া ঃহুসেন্‌ খান্‌ ইস্‌ফন্‌দিয়ারী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিহরান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম জীবনে কতককাল ভারতে Iranian Consul General রূপে কাজ করিয়াছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি একজন বিশিষ্ট রাজপুরুষ হিসাবে মন্ত্রিত্বের মর্য্যাদাযুক্ত আভ্যন্তরিক, বিদেশীয়, বিচার ও অর্থনীতি পদের অধিকারী হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি কতককাল আজরবাইজানের গভর্ণর-পদও অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ফরদৌসীর সহস্র-বাৎসরিক জন্ম-দিবস উপলক্ষে প্রাচ্য দেশসমূহের ঐতিহাসিক মিলন-সভার তিনি প্রধান সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ঘজ.ল্‌, কিত্ব', রুবায়ি প্রভৃতি অনেক কবিতাই লিখিয়া গিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার একটি রুবায়ি নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হইল :—

ইতীমান্‌রা নবাজি.শ্‌ চুন্‌ পিদর্‌ কুন্‌।
বঃহাল্‌ ব কারিশান্‌ নিকু নজর্‌ কুন্‌॥
কি ইন্‌ রস্‌ম্‌-ই-জুবান্‌মর্দান্‌-ই-দুনিয়া-অস্ত্‌।
তু খুদ্‌ রা বা জুবান্‌-মর্দী সমর্‌ কুন্‌॥

[মাতাপিতৃ-হীনকে পিতার ন্যায় স্নেহ কর ; তাহার অবস্থা ও কার্য্যের প্রতি সুদৃষ্টি দাও। কারণ ইহাই পৃথিবীর সাহসী লোকদের পন্থা ; এবং তুমি নিজকে একজন সাহসী বলিয়া মনে কর।]

দানিশ্-ই-তিহরানী উপাধি-ধারী মীর্জা তকীখান্ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তফর্‌শ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিহরান্ শহরেই লালিত-পালিত হন ও শিক্ষা-লাভ করেন। শিক্ষা-সমাপ্তির পর তাঁহার প্রথম যৌবনেই তিনি মীর্জা ইউসুফ্ মুস্তৌফী অল্-মুমালিক্ স্বদর্-ই-অ'জমের দবীর্ বা সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই কার্যে অবস্থান-কালেই তিনি সমসাময়িক কবিদের জীবনী সম্বলিত তধ্‌কির-ই-স্বদর্-ই-অ'জমী রচনা করেন। মঃহম্মদ্ 'অলী শাহ্-র রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তিনি ভিন্ন ভিন্ন রাজ-পুরুষের দবীরীকার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। এই সম্রাটের রাজ-চ্যুতির পর তিনি কিছুকাল রশ্‌ৎ সহরের রাজ্য-শাসনে লিপ্ত থাকেন। তারপর কিছুকালের জন্য তিনি শীরাজের প্রধান বিচারপতি হিসাবে কাজ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ফারসের প্রাদেশিক কেবিনেটের সভাপতি নির্বাচিত হন।

তাঁহার গদ্য ও পদ্য উভয় রচনাই বেশ হাস্য-উদ্দীপক। কবি হিসাবে তিনি কস্বীদ, ধজ.ল্, ক্বিত্ব' এবং রুবায়ি প্রভৃতি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্য ও সাহিত্যের উল্লেখ আছে—(১) তধ্‌কির-ই-স্বদর্-ই-অ'জমী, (২) মস্.নবী-ই-নৌশীন্-রবান্; (৩) সাদীর গুলিস্তান্-এর অনুকরণে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত ফর্দৌস্-ই-বরীন্; (৪) মস্.নবী-ই-জন্নৎ-ই-'অদন্—ইহা সাদীর বুস্তানের অনুকরণে লিখিত; (৫) দীবান্-ই-ঃহকীম্ সুরী—কতকগুলি কৌতুক-পূর্ণ কবিতার সমাবেশ; (৬) তধ্‌কির-ই-খুশ্‌নবীশান্-ই-হফ্‌তগান্—সুন্দর হস্তাক্ষর-কারীদের জীবনী; (৭) বঃহর্-ই-মুঃহিত্ব্—ইহা ঃহদীস্ ও নীতিবিষয়ক ১২ খণ্ডে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ।

শাহ্‌জাদ ঈরজ্ মীর্জা সম্রাট ফতঃহ 'অলী-শাহ্-র একজন বংশধর। তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তব্‌রীজ্. শহরে জন্মগ্রহন করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট রাজ-পুরুষ ছিলেন এবং শিক্ষা-দপ্তরের কার্য্যেই বেশী সময় নিযুক্ত থাকিয়া ঈরানের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। অবশেষে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিহ্‌রান্ শহরে সন্ন্যাস-রোগে (সিক্‌তহ-ই-কল্‌বী) আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

ঈরজের কবিতাকে আধুনিক ফারসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার ছোট ছোট অনেক কবিতা ছাড়া অফ্সান্-ই-জু.হর ব মন্নুচিহর্' এবং 'আরিফ্-নাম নামক দুইটি প্রসিদ্ধ কাব্যের উল্লেখ আছে। প্রথমটি প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে একটি নিন্দার্থক-কাব্য (বা হিজ্‌ু)। নিম্নে তাঁহার 'মাদর্' নামক একটি ছোট-কবিতা নিদর্শন স্বরূপ উদ্ধৃত হইল :—

গোয়িন্দ্ মরা চু জ.াদ্ মাদর্ ।
পিস্তান্ বদহান্ গিরিফ্তন্ অমুখ্ৎ ॥
শব্‌হা বর গাহ্বারহ্-ই-মন্ ।
বীদর্ নিশস্ত্ ব খুফ্তন্ আমুখ্ৎ ॥
লব্-ই-খন্দ্ নহাদ্ বর্ লব্-ই-মন্ ।
বর্ গুন্‌চহ্-ই-গুল্ শিগুফ্ত্‌ন্ আমুখৎ ॥
য়ক্ :হরফ্‌ব দু :হরফ্ বর্ দহানম্ ।
অল্‌ফাজ্ নহাদ্ ব গুফ্তন্ আমুখ্ৎ ॥
দস্তম্ বগিরিফ্ৎ ব পা ব-পা বর্‌দ্ ।
তা শিবহ-ই-রাহ রফ্তন্ আমুখ্ৎ ॥
পস্ হস্তী-ই-মন্ জ. হস্তী-ই-উ-স্ত্ ।
তা হস্তম্ ব হস্ত্ দারমশ্ দোস্ত ॥

[কথিত আছে, যখন মা আমায় জন্মদান করিলেন, তিনি আমাকে মুখ-দ্বারা (তাঁহার) স্তন পান করিতে শিখাইলেন। তিনি সারা রাত আমার শয্যা-পাশে জাগ্রত অবস্থায় বসিয়া আমাকে ঘুম পাড়াইতে শিখাইলেন। তাঁহার হাস্যপূর্ণ ওষ্ঠাধার আমার ঠোঁটে স্থাপন করিয়া তিনি ফুলের কলিতে হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। একটি দুইটি অক্ষর করিয়া আমার মুখে শব্দ-উচ্চারণ প্রকাশ করিয়াছেন এবং (এইভাবে) আমাকে কথা বলিতে শিখাইয়াছেন। আমার হাত ধরিয়া ও এক-পা দুই-পা করিয়া আমাকে হাঁটিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহার অস্তিত্ব হইতেই আমার অস্তিত্ব, তাই যে পর্য্যন্ত আমরা উভয়েই বর্তমান আছি, তাঁহাকে আমি (অবশ্যই) ভালবাসিব।]

অফসর্ কবি-নাম-ধারী মুহম্মদ হাশিম্ মীর্জা শেইখুর্-র'ঈস্ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সব্জ্বার্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও কাজর-সম্রাট ফত্হ 'আলী শাহ্-র একজন বংশধর। তিনি কিছুকাল খোরাসানের প্রধান শিক্ষা-সচিব হিসাবে কাজ করিয়াছেন এবং পরে তিহরানের আঞ্জুমান্-ই-আদবী-র সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বিশেষ করিয়া ঘজ়ল্ ও উপদেশাত্মক কবিতা লিখিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি পুরাতন মুখম্মস্ ও মুসদ্দস্-ধারাকে নূতন রূপ দান করিয়া পঞ্জগান্ ও শিশ্গান্-কবিতার প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে কতকটা হাস্য-রসের ছাপ দৃষ্ট হয়। শীরাজ হইতে প্রকাশিত তাঁহার বাছাই-কবিতার সন্নিবেশে 'পন্দ্-নাম-ই-অফ্সর্' বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মীর্জা 'অলী আক্বর খান্ দিহ্খুদা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কজ়বিন্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় তিহরান্ শহরেই অতিবাহিত করেন। তিনি দেশের জাতীয় প্রতিনিধিমূলক শাসন লাভ করিবার জন্য অন্যান্য দেশ-নায়কদের ন্যায় তাঁহার জীবনকে পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অম্সাল্ ব হিকম্ নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা হইতে সুন্দর সুন্দর প্রবাদ-বাক্য ও উপদেশাদির একত্র সংকলন করা হইয়াছে। তিনি 'স্যূর্-ই-ইস্রাফীল্' নামক পত্রিকার একজন অন্যতম লেখক ছিলেন। তাঁহার অনেক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

দিহখুদা একজন প্রসিদ্ধ কবিও ছিলেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে সূফী-চিন্তাধারার কতকটা প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তাঁহার অফ্কার্-ই-'আরিফানা নামক কবিতা হইতে দুইটি বয়ৎ তাঁহার কবিতার নিদর্শন-স্বরূপ উদ্ধৃত হইল।

গৌহর্-ই-ঘম্ নীস্ত্ জুজ় দর্ বহ্র্-ই-তূফান্জ়ায়-'ইশ্ক্।
কীস্ত্ অজ় মা অয় হরীফান্ দস্ত্ অজ় জান্ শুস্তহ্-ই॥
দিল্ মকুন বদ্ পাকী দামান্-ই-'ইফ্ফৎ রা চি বাক্।
গর্ ব-শুন'অৎ-ই-না সজ়ায়ি গুফ্ৎ না শায়স্তহ্-ই॥

[প্রেমের তুফান-সমুদ্রেই কেবল ভালবাসার মুক্তা লুক্কায়িত থাকে; হে বন্ধুবর্গ, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে (সেই মুক্তার জন্য) জীবন

পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পারে? মনকে বিষণ্ণ করিও না, সৎ চরিত্রের পবিত্র-অঞ্চলের আবার ভয় কি, যদিই কোন অসৎ-চরিত্র নিন্দাবাদ করে?]

স্বূর্-ই-ইস্রাফীলের সম্পাদক মীর্জা জহাঙ্গীর্খানের প্রাণদণ্ডের আদেশের পর তাঁহার নামে লিখিত মর্সিয়-টিও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নিম্নে ইহার প্রথম বয়ৎটি উদ্ধৃত হইল :—

অয় মুর্ঘ্-ই-সঃহর্ চু ঈন্ শব্-ই-তার্।
বগুধ শ্ৎ জ. সর্-ই-সিয়াকারী ॥

[হে ভোরের পাখী, যখন সেই নিষ্ঠুর কার্যের চিন্তার অন্ধকার রাত্রি অতীত হইল]

'আরিফ্ নামে প্রসিদ্ধ মীর্জা অবুল্ কাসিম্ কজ়্বিনী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কজ়্বিন্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার দেশ-মাতৃকার সেবায় তাঁহার কবিতা লিখিয়াছেন ও ইহাতে তাঁহার দেশবাসীও বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মন সঙ্কীর্ণ দেশ-প্রেমের সীমার মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ ছিল না, বিশ্বপ্রেমে তাঁহার প্রাণ ভরপুর ছিল। এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রায় ১৫০ বয়ৎ বিশিষ্ট 'কলম্-ই-পাক্ ব না পাক্' নামক কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন পারস্যে গিয়াছিলেন, তখন বিদেশীয় বলিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনে অসমর্থ কোন এক ঈরানীর উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতা। নিদর্শনস্বরূপ এই কবিতার প্রথম দুইটি বয়ৎ উদ্ধৃত হইল :—

নবীসন্দহ্ রা বায়দী চার্ চীজ়্।
দিল্ ব দস্ত ব অফ্কার্ ব রজ্দান্-ই-তমীজ়্॥
চু দীদী কি না পাক্ শুদ্ ঈন্ চহার্।
জ. নাপাকী-ই-স্বাঃহিবশ্ শক্ মদার্॥

[প্রত্যেক লেখকেরই সৎ দেহ, মন, চিন্তা ও বিবেক থাকা দরকার— যখন দেখিবে যে ইহারা দোষগ্রস্ত হইয়াছে, তখন ইহাদের মালিকের নীচতার আর কোন সন্দেহই নাই।]

'আরিফ্ একজন প্রসিদ্ধ গায়কও ছিলেন এবং তাঁহার অনেক গান বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার একটি গানের নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে। ইহা কাজর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি উত্তেজনাপূর্ণ গান।

কয় দিল্কশ্ মূয় দীজূর্—কয় অন্দর্ মূয় মন্শূর্।
দস্ত্ কজ়্-ঈন্ ঘর্ফহ্ ঈন্ ঃহূ-র্ কো বাশদ্ জুজ়্ দস্ত্-ই-জম্হূর্॥

[মনোমুগ্ধকর মুখ ও কৃষ্ণ চুল—সেই বিস্তারিত চুল মুখকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জনসাধারণের দৃঢ় মুষ্টি ছাড়া আর কে সেই সুন্দরীকে তাঁহার বসিবার ঘর হইতে বাহিরে লইয়া আসিতে পারিবে?]

দিহ্কান্ কবি-নাম-ধারী মীর্জা অঃহমদ্ খান্ বহমন্-ইয়ার্ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কির্মান্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েরই পূর্বতন পুরুষ জরথুস্ত্র-ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার পিতা শৈখিয়া-সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। জনসাধারনের শাসন-প্রবর্তন বিষয়ক উত্তেজনার মূলে আমাদের কবি বহমন্-ইয়ারও একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তিনি তখন 'দিহকান্' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক; এবং এই পত্রিকার নাম হইতেই পরবর্তীকালে তিনি দিহকান্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ-বিরুদ্ধালোচন জন্য তিনি কির্মান্ হইতে শীরাজে নির্বাসিত হন এবং তথায় ১৪ মাস কারাবাস বরণ করেন। মুক্তিলাভের পর তিনি তিহরানে আগমন করিয়া তথা হইতে ফিকর্-ই-আজ়াদ্ নামক একটি শক্তিশালী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা আরম্ভ করেন। তাছাড়া তিহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন অধ্যাপকও ছিলেন। বিভিন্ন প্রকারের কবিতা, যথা, কস্বীদ, কিত্ব' এবং রুবায়ি ছাড়া তাঁহার নিম্নলিখিত গদ্য-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে:—(১) ফারসী-প্রবাদ সম্বলিত মজ্‌ম 'উল-অম্স়াল্; (২) কশ্‌কূল্; এবং (৩) তুঃহফহ্-ই-অঃহমদিয়—ইহা ইব্‌ন্-ই-মালিকের 'অলফিয়'-র ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ।

বহার্ নামে প্রসিদ্ধ মলিকুশ্-শু'অরা মীর্জা তকীখান্ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মশ্‌হদ্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় তিহ্‌রানেই অতিবাহিত করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ও সম্পাদক। তিনি প্রথম জীবনে বহার্ নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন এবং পরে দানিশ্‌কদহ্-র সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহার পত্রিকাই পরে নৌবহার নাম গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হয়। তাঁহার কবিতা এই তিনটি পত্রিকা ছাড়াও অন্যান্য বিখ্যাত পত্রিকা, যেমন, ঈরান্, তূফান্ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক উত্তেজনা-পূর্ণ কবিতারই উল্লেখ আছে। এখানে তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ জমাল্-ই-

স্তবিয়ৎ (প্রকৃতির সৌন্দর্য্য) নামক কবিতার প্রথম দুইটি বয়ৎ নিদর্শনস্বরূপ উল্লিখিত হইল :—

জহান্ জুজ. কি নক্‌শ্-ই-জহান্‌দার্ নীস্ত্।
জহান্‌রা নিকূহিশ্ সজ.াবার্ নীস্ত্॥
সরাসর্ জমাল-স্ত্ ব ফর্র শিকূহ্।
বরান্ হীচ্ আহূ পদীদার্ নীস্ত্॥

[এই পৃথিবী সৃষ্টিকর্তার নক্‌শা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই পৃথিবীকে দোষারূপ করিবার কিছুই নাই। ইহা সৌন্দর্য ও জাঁকজমকপূর্ণ—ইহার কোন দোষই দৃষ্ট হইতেছে না।]

বহার্ ঽিদ্.া শাহ পহল্‌বীর মলিকুশ্-শু'অরা বা রাজকবি।

ইব্রাহীম্ খান্ পুর্-ই-দারদ্ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রশ্‌ৎ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম জীবনেই তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্রে শিক্ষা লাভার্থ তিহ্‌রান গমন করেন, এবং পরে আন্তর্জাতিক শিক্ষা লাভ উদ্দেশ্যে বেইরুৎ ও প্যারিস গমণ করেন। সেখান হইতে তিনি প্রাচীন ঈরানীয় ইতিহাস বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবার জন্য জর্মন গমণ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন, এবং অবিস্তার বিভিন্ন অংশসমূহ—গথ, য়শ্‌ৎ, খুর্‌দ-অবিস্তা প্রভৃতি ব্যাখ্যাসমেত অনুবাদ করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে ঈরানীয় সাহিত্য ও কৃষ্টির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

পুর-দারদ্ অনেক কবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। এখানে দেশপ্রেম উদ্দীপক কবিতার নিদর্শনস্বরূপ ঈরানীয়দের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহার 'ঈরানিয়ান্' কবিতার প্রথম বয়ৎটি উদ্ধৃত হইল :—

সালী শুদ্ অজ. জঙ্গ্-ই-জহান্ ঈরানিয়ান্ ঈরানিয়ান্।
না বুর্দহ্ মা সূদী অজ. আন্ ঈরানিয়ান্ ঈরানিয়ান্॥

[হে ঈরানবাসিগণ, অনেকদিন হয় পৃথিবীব্যাপি মহাযুদ্ধ অতীত হইয়া গিয়াছে; আমরা আজ পর্যন্ত ইহা হইতে কোন সুফল লাভ করিতে পারি নাই।]

তাঁহার একটি রুবায়ি কবিতাও নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

মীগুফ্‌ৎ য়কী বুল্‌বুল্ শূরীদহ্ চু মন্।
গর্ ফস্‌ল্-ই-বহার্ অস্ত্ ব সুরূর্ অস্ত্ ব চমন্॥

পস্ লালহ্ চিরা দাঘ্ বদিল্ রুস্ত জ. খাক্।
পুশীদহ্ বুনফশহ্ রুখৎ মাতুম্ বর্ তন্॥

[আমার ন্যায় প্রমত্ত একটি বুলবুল বলিতেছিল, এই যদি বসন্ত ও আনন্দের সময় হইয়া থাকে, তবে লালা বা টিউলিপ ফুলের জন্ম হইতেই কেন অন্তরে বিষাদের চিহ্ন ?—বুনফ্শ (violet—নীল হলুদ রঙের এক রকম ফুল বিশেষ) যদিও মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ইহার শরীরে দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত।]

মীর্জা স্বাদিক্ খান্ রিদা জ.াদহ্ শফক্ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিবরীজ. শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমিতেই তাঁহার শিক্ষাদি লাভ করার পর, তিনি :হয়াৎ কলেজের অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। ইহার এক বৎসর পর তিনি শফক্ নামক পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই রাজনৈতিক কারণবশতঃ রুশীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। শফক্ তথা হইতে ইস্লাম্বুল পলায়ন করিয়া কোনরূপে রক্ষা পাইলেন। এবং কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করার পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নিজের দেশে ফিরিয়া আসেন। শীঘ্রই উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ বার্লিন গমন করেন ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে ডক্টর উপাধি (Doctor of Philosophy) লাভ করিয়া ঈরানে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং তিহরানের শিক্ষকদের শিক্ষা-কলেজের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

শফক্ বর্তমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক। তাঁহার কয়েকটি কবিতারও উল্লেখ আছে। তাঁহার সাহিত্য-গ্রন্থাদির মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি উল্লেখযোগ্য—(১) রাহ্-ই-রহায়ি—ইহাতে ঈরানের অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে ; (২) দীবান্-ই-'আরিফ্-এর সঙ্কলন ; এবং (৩) তারীখ্-ই-আদবিয়াৎ-ই-ঈরান্—ইহা ঈরান সাহিত্যের একটি প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তাঁহার তুর্কী ভাষায় লিখিত গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

শফকের জি.ন্দগী নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি বেশ গভীর অর্থপূর্ণ। কবি গাহিয়াছেন :—

কারীস্ত্ নাগুনীদহ্ র না দীদহ্ কার্-ই-'ইশ্ক্।
হম্বারহ্ অজ. ইদারহ্-ই-দিল্হা মদার্-ই-'ইশ্ক্॥

মারা ব-কুঞ্জ্-ই-দয়র্-ই-মুঘান্ জায়গাহ্-নীস্ত্।
মা 'আশিকীম্ র নীস্ত্ রিয়া দর্ দিয়ার্-ই-'ইশ্ক্॥
জানা বরায় জুল্ফ্-ই-তু দিল্হা বজঙ্গ্ র মন্।
বা ঈন্ দিল্-ই-শিকস্তহ্ কুনম্ কার্জ.ার্-ই-'ইশ্ক্॥
ইয়া মীরসম্ ব-বস্ল্-ই-তু ইয়া দিল্ ফিদা কুনম্।
বীদিল্ শুরম্ বলী নশুরম্ শরম্সার্-ই-'ইশ্ক্॥

[প্রেমের ব্যাপার অশ্রুত ও অভূতপূর্ব ; প্রেমের বেষ্টন কেবল প্রেমিকদের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। আমাদের প্রেমিকের বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কোন দরকার নাই। হে প্রাণপ্রিয়, তোমার কুঞ্চিত চুলের জন্য সকলই যুদ্ধব্যস্ত, এবং আমিও এই ভগ্ন-হৃদয়ে তোমার প্রেম-যুদ্ধে প্রস্তুত। তোমার সহিত মিলিত হইব অথবা প্রাণ বিসর্জন করিব। প্রাণ বিসর্জন করিতেও রাজী, কিন্তু প্রেম হইতে পশ্চাৎপদ হইব না]।

ঘুলাম্ রিদ্.া খান্ রশীদ্ ইয়াসমী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কির্মান্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় তাঁহার এবং মাতার অধীনে থাকিয়াই তিনি তাঁহার অধ্যয়নাদি সমাপ্ত করেন এবং বিশিষ্ট রাজকর্মচারী হিসাবে কর্মে যোগদান করেন। রশীদ্ যদিও প্রাচীন ধারানুযায়ী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারাও ইহা মধ্যে বেশ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি মুন্কতি'য়াৎ নামক এক নূতন রকম কবিতার প্রচলন করেন। তিনি অনেক সাহিত্য-প্রবন্ধও লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধ—(১) শর্হ্-ই-:হাল্-ই-ইব্ন্-ই-য়ামিন্—ইব্ন্-ই-ইয়ামিন্ (চতুর্দশ শতাব্দীর একজন কবি)-এর জীবন-কাল আলোচনা ; (২) ততব্বু' র ইন্তিকাদ্-ই-অ:হ্বাল্-ই-সল্মান্ সাব্জী—কবি সল্মান সাব্জীর জীবনের গবেষণাপূর্ণ তথ্যাদির আলোচনা ; (৩) তারীখ্-ই-মুখ্তস্বর্-ই-ঈরান্—ঈরান দেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ; (৪) মুন্তিখাবাৎ-ই-ফরদৌসী দর্ নসায়:হ্—ফরদৌসীর উপদেশ-পূর্ণ কবিতার সঙ্কলন ; এবং (৫) অন্দরজ্.-নাম-ই-আসদী—১১ শতাব্দীর কবি আসদী ত্ূসীর গুরশস্প্ নাম-র উপদেশসমূহের আলোচনা।

রশীদ্ ইয়াসমীর অনেক রকম কবিতারই উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী (১৯৩১) উপলক্ষে প্রেরিত তাঁহার প্রশংসা-সূচক কবিতাটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

এই যুগে আরও অনেক কবিই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের সীমাবদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যে কেবল মাত্র কয়েকজন তরুণ ঈরানী কবির আলোচনা করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ মহিলা কবিও রহিয়াছেন।

ঃহিক্‌মৎ নামে প্রসিদ্ধ 'অলী অস্বঘর্ খান্ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শীরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিহরান হইতেই আরবী, ফারসী ও ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষাবিভাগের কফীল্ (বা কর্মসচিব)—পদ প্রাপ্ত হন। এই পদে থাকাকালীন শিক্ষাব্যাপারে ইউরোপের অনেক স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি মস্.নবী-কবিতা লিখিয়াই প্রধানতঃ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাঁহার কয়েকটি গদ্য-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে :—(১) জাম্-ই-জহান্-মুমা—ইহা পৃথিবীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস; (২) কন্বায়া-ই-'আস্মা —ইহা ইংরেজী হইতে অনুবাদিত পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক একটি গ্রন্থ; (৩) রুস্তাখীজ.—টলষ্টয়ের Resurrection-এর ফারসী অনুবাদ; (৪) রাহ-ই-জি.ন্দগানী—মিশরের ঃহদ্দাদ্ লিখিত মূল আরবী গ্রন্থের অনুবাদ; (৫) আমীন্ ব ম'মূন্—জর্জী জয়দানের মূল আরবী গ্রন্থের অনুবাদ; এবং (৬) ছুর্-ই-ইয়তীম্—কবির ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধের সঙ্কলন।

খ.রৎগর্ নামে প্রসিদ্ধ মীর্জা লুৎ্ফ্ 'অলী খান্ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শীরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শীরাজ নগরেই সমাপ্ত করিয়া খ.রৎগর্ ভারতে আসেন, এবং তথায় বোম্বাই শহরে কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন। ভারত হইতে আবার শীরাজে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি সপীদ-দম্ নামক একটি পত্রিকার সম্পাদনা-কার্য আরম্ভ করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে ছয় বৎসর শিক্ষা লাভ করিয়া তিহরান প্রত্যাবর্তন করেন ও তথাকার তিহরান ইউনিভারসিটির ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার ফারসী কবিতা তিহরানের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—ইহাদের মধ্যে মিহর্ ও ত'লীম্ ব তর্‌বিয়ৎ অন্যতম। তাঁহার কাব্যের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষভাবে রূপায়িত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

'অব্দুল্ ঃহুসয়ন্ খান্ স্পেন্তা ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিহরান্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্পেনতা তাঁহার এই তরুণ বয়সেই বেশ গভীর চিন্তাপূর্ণ কবিতা লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার ২টি রুবায়ি কবিতার নিদর্শন দেওয়া হইল।

১। ৱঃহদৎ

দর্ বুৎকদহ্ জুজ্. ৱঃহদৎ-ই-গীতা নবুৱদ্।
জ.-আতশ্কদহ্ জুজ. নূর্-ই-অহূরা নবুৱদ্॥
দর্ ক্'অবা বজুজ. খালিক্-ই-য়কৃতা নবুৱদ্।
ৱ ঈন্ চশ্ম্-ই-দূ বীনী বজুজ্. অজ্. মা নবুৱদ্॥

[ভগবৎ-ঐক্য :—পুতুল পুজারীদের মন্দিরে গীতার প্রচারিত ভগবৎ-ঐক্য ছাড়া আর কিছুই নাই; অগ্নি উপাসকদের মন্দিরে সেই পরমপুরুষ অহুরার দীপ্তি ছাড়া আর কিছুই নাই। কাবা মস্জিদে সেই এক সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কিছুই নাই—কিন্তু এই বিভিন্নতা দেখা কেবল আমাদের জন্যই।]

২। ৱত্বন্

গুল্ গুফ্ৎ বগুলদান্ ঘম্-ই-দীরীন্ দারম্।
পঝ্মুর্দহ্ দিলম্ ঃহালৎ-ই-ঘমগীন দারম্॥
হর্চন্দ্ কি খান্হ্-ই-বিল্লৌরীন্ দারম্।
দূর্ অজ. ৱত্বনম্ খাত্বির্-ই-খূনীন্ দারম্॥

[জন্মস্থান :—ফুল ফুলদানীকে বলিল, একটি পুরাতন দুঃখ বা অন্যায়ের জন্য আমার মন বিষাদপূর্ণ ও আমার অবস্থা দুঃখময়। যদিও আমার গৃহ স্ফটিকাবৃত, কিন্তু নিজের জন্মস্থান হইতে দূরে বলিয়া আমি কষ্ট পাইতেছি।]

মীর্জ.া ইউসুফ্ খান্ 'ইতিস্বামীর কন্যা **পর্‌ৱীন্ খানুম্** ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিহরান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আমেরিকান্ গার্লস্ স্কুলে অধ্যয়ন করার পর আরবী ও ফারসী ভাষায়ও যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বর্তমান যুগের একজন প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। তাঁহার কবিতাগুলি বেশ উপদেশপূর্ণ। ইতিমধ্যেই দীৱান্-ই-'ইতিস্বামী বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার কবিতার নিদর্শনস্বরূপ দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইল।

মর্‌দ্ ৱ জ.ন্ (স্ত্রী-পুরুষ)

ৱজ়ীফহ্-ই-জ.ন্ ৱ মর্‌দ্ অয় ঃহকীম্ দানী চীস্ত্।
য়কীস্ত্ কিশ্তী ৱ আন্ দীগরীস্ত্ কিশ্তীবান্॥

চু নাখুদা-স্ত্ খিরদ্‌মন্দ্ ব কিশ্‌তিয়শ্ মঃহকম্।
দিগর্ চি বাক্ জ. অমূবাজ্ ব ববুত্তহ্ ব ত্তুফান্॥

[হে জ্ঞানবান, স্ত্রী ও পুরুষের কি কর্ত্তব্য তাহা তুমি জান কি? একজন হইল নৌকা ও অন্যজন তাহার মাঝি। মাঝিটি যদি জ্ঞানী এবং নৌকা যদি দৃঢ় হয়, তাহা হইলে ঢেউ, ঝড় বা তুফানের কি ভয়?

অশ্‌ক্-ই-য়তীম্ [১]

নগরীর রাজপথে চ'লেছে সম্রাট,
আনন্দের কলরোল উঠে ছাদে আর রাস্তায়।
বাপ-মা হারা ছেলে বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে,
সম্রাটের মুকুটের জ্বলজ্বলে ওটা কি?
জবাব দিতে গিয়ে থেমে যায় এরা ওরা,
শুধু বলে, মূল্যবান্ কোন কিছু হবে;
কুঁজো বুড়ী এগিয়ে আসে, ও বলে,
ওটা আমার চোখের জল, আর তোদের হৃদপিণ্ডের রক্ত;
প্রতারণা করেছে আমাদের হাজার বছরের নেকড়ে,
মেষ-পালকের পোষাক আর দণ্ড নিয়ে রক্ষক সেজে;
সাধু বেশে জমি আর ঘোড়া কিনে চলেছে, এ ত ডাকাত,
আর প্রজাদের সম্পদের উপব যা'র নির্ভর—সে ত কাঙ্গাল।
দীন অনাথার অশ্রুজলে, গভীর তোমার দৃষ্টি ফেলো,
জান্‌বে যদি ওই মুকুতা ঝল্‌মলানি কোথায় পেলো;
সত্য কথার মূল্য কোথায়, বিপথগামীর হৃদয় কই?
মিছেই রে তুই ভাবিস্ প্রবীন্ (পরবীন্), দয়া-মায়া নাই রে
ওদের, নাই।

এই যুগের একজন ভারতীয় ফারসী কবির নাম উল্লেখ করাও আবশ্যক বোধ করি। তিনি সুপ্রসিদ্ধ উর্দু-কবি শেখ্ মঃহম্মদ্ ইক্‌বাল্। তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, এবং দর্শন শাস্ত্রে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া গিয়াছেন।

১ এই কবিতাটি 'একটি ফারসী কবিতা' নামে রূপান্তর, ১ম বর্ষ, চৈতালী সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য মুসলিম দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপনা করিয়া যথেষ্ট সুনামও অর্জন করিয়া গিয়াছেন। এবং এই বিষয়ে তাঁহার অনেক চিন্তাপূর্ণ ইংলিশ গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে।

যদিও উর্দু কবি বলিয়াই তাঁহার সুখ্যাতি, কিন্তু ইক্‌বাল্ কয়েকটি চিন্তাপূর্ণ ফারসী কাব্যও লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে—সির্‌-ই-খূদী, অস্‌রার্‌-ই বীখূদী, পয়াম্‌-ই-মুশ্‌রিক্‌ ও জ.বূর্‌-ই-'অজম্ প্রসিদ্ধ। ইক্‌বাল্ লাহোরের অন্তর্গত শিয়ালকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ পরিবার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরেই প্রাণত্যাগ করেন।

তাঁহার জবুর্‌-ই-'অজম্ হইতে একটি কবিতার নিদর্শন দেওয়া হইল।

মন্ বন্দহ্‌-ই-আজ.াদম্ 'ইশ্‌ক্‌ অস্ত্‌ ইমাম্‌-ই-মন্।
'ইশ্‌ক্‌ অস্ত্‌ ইমাম্‌-ই-মন্ 'অক্‌ল্ অস্ত্‌ ঘুলাম্‌-ই মন্॥
হন্‌গাম-ই-ঈন্ মঃহফিল্ অজ.্ গর্‌দিশ্‌-ই-জাম্‌-ই-মন্॥
ঈন্ কৌকব্‌-ই-শাম্‌-ই-মন্ ঈন্ মাহ্‌-ই-তমাম্‌-ই-মন্॥
জান্ দর্‌ 'অদম্ আসূদহ্‌ বী ধে.াক্‌-ই- তমন্না বুরদ্।
মস্‌তানহ্‌ নরাহা জ.দ্ দর্‌ :হল্‌কহ্‌-ই-দাম্‌-ই-মন্॥
অয় 'আলম্‌-ই-রঙ্গ.ব্ বু ঈন্ স্বঃহ্‌বৎ-ই-মা তা চন্দ্।
মর্‌গ্‌ অস্ত্‌ দরাম্‌-ই-তূ 'ইশ্‌ক্‌ অস্ত্‌ দরাম্‌-ই-মন্॥
পয়দা ব-দ্বমীরম্ উ পিন্‌হান্ বদ্বমীরম্ উ।
ঈন্ অস্ত্‌ মুকাম্‌-ই-উ দর্‌-ইয়ার্ মুকাম্‌-ই মন্॥

[আমি মুক্ত, প্রেমই আমার ইমাম্ বা পীর্—প্রেম আমার ইমাম্ ও জ্ঞান আমার দাস। আমার এই পেয়ালার গতির জন্যই এই সভার যত সব হাঙ্গামা—ইহা আমার সন্ধ্যার তারকা ও রাত্রির পূর্ণচন্দ্র। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার চরম শান্তি—এই প্রেমোন্মত্ত গানসকল, আমার এই ফাঁদের বেষ্টনীতে সকল সময়ই ঝঙ্কারিত হইতেছে। হে সুসজ্জিত ও সুগন্ধ পৃথিবী, আমাদের এই সভা আর কতদিন—তোমার এই অস্তিত্বের মৃত্যু নিশ্চিত, আমাদের অস্তিত্ব প্রেমের মধ্যেই চিরজীবিত। আমার হৃদয়ে তিনিই প্রকাশিত, আবার তিনিই আমার হৃদয়ে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। —ইহাই তাঁহার নির্দিষ্ট স্থান, (এখন) আমার স্থানের কথা ভাবিয়া দেখ।]

এই যুগের সাহিত্যাদির আলোচনা কতক কবিদের বর্ণনা প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া ফারসী সাহিত্যে পণ্ডিত অনেক ইউরোপীয় ও ভারতীয় সঙ্কলনকারী ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে এডবার্ড-জি-ব্রাউন্-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের আরও অনেকেই ফারসী সাহিত্যের বিশেষ চর্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে হুইন্‌ফিল্ড, নিকল্‌সন্ ও আবুবারীর নাম প্রসিদ্ধ। ভারতীয়দের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মঃহম্মদ্ ইস্ঃহাক্ তাঁহার সখুনবরান-ই-ঈরান্ দর্ 'অ-স্বর্-ই-ঃহাদ্বির্ (বর্ত্তমান যুগের ঈরানীয় কবিগণ) ও বোম্বাই-এর দীন্‌শাহ্ ঈরানী তাঁহার সখুন্‌বরান্-ই-দৌরান্-ই-পহলবী (পহলবী রাজত্বকালের কবিগণ)-তে বর্ত্তমান যুগের কবিদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নাটক ও উপন্যাসের আবির্ভাব এই যুগেই প্রথম সূচিত হয়। উপন্যাসের ইতিহাস সম্বন্ধে বলা যায় যে, নাটকের ন্যায় ১৯ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম ঈরানী সাহিত্যিকগণ কেবল ইউরোপীয় ভাষা হইতেই অনুবাদ করিয়া নিজেদের উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন, পরে নিজেরাও মৌলিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। মীর্ ইস্‌ম'ঈল্ 'অব্দুল্ল জ.াদ সর্বপ্রথম রুশীয় ভাষা হইতে সার্ আর্থার্ কনান্ ডয়েলের লোমহর্ষণ কাণ্ডাদি বর্ণিত তিনটি গল্পের অনুবাদ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এইগুলি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিহরানের খুর্‌শীদ্ ছাপাখানা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়।

কিরমানের অধিবাসী ঃহাজী শেখ্ অঃহমদ্ রূঃহী মোরিয়ার নামক একজন ইংরাজের ব্যঙ্গযুক্ত Adventures of Hajibaba Isfahani (ইস্ফহানের ঃহাজী বাবার কীর্তিকলাপ),—সর্‌গুধশৎ-ই-ঃহাজী-বাবা-ই-ইস্ফহান্ নামে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা বেশ হাস্যরসে পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। ইহা কর্ণেল ডি-সি-ফিলট্ কর্তৃক ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। ঠিক ঐ-সময়েই রচিত আর একটি মৌলিক গ্রন্থেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। মরাঘা নিবাসী ঃহাজী জ.য়নাল্ 'অবিদীন্ তাঁহার সিয়াঃহৎ-নাম-ই-ইব্রাহীম্ বেগ্ লিখিয়া বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ইহা কাল্পনিক ইব্রাহীম্ বেগের

ভ্রমণ কাহিনী। ইহা বেশ সরল ও সরস ফারসী ভাষায় লিখিত। ইহাতে ঈরানের জনসাধারণের দুরবস্থার কথা বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বিশেষ করিয়া দেশে বিদ্রোহের উত্তেজনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল এবং গ্রন্থকার এই বিষয়ে সফলকামও হইয়াছেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ইশ্‌ক্‌ র্‌ সুল্‌ত্বনৎ নামক আর একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ইহা প্রাচীন যুগের হখামনশীয় সম্রাট কুরুশ্‌ বা Cyrus-এর কাহিনী অবলম্বনে লিখিত একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। হমদনের অন্তর্গত নম্বরৎ গভর্ণমেণ্ট কলেজের ডিরেক্টর শেখ্‌ মূসা ইহা রচনা করেন। ইহা একটি মৌলিক গ্রন্থ ও বেশ চিত্তাকর্ষক।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হমদনের আঞ্জুমান্‌-ই-আদবী-র সভাপতি মীর্জ়া 'অলী মঃহম্মদ্‌ খান্‌ 'ইশ্‌ক-ই-আদব্‌ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে কবি ফির্‌দৌসীর জীবন-ইতিহাস উপন্যাস-আকারে রচিত হইয়াছে। 'অলী মঃহম্মদ খান্‌ কবি হিসাবেও প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার কবি-নাম ছিল আজ়াদ্‌।

'অব্দুল্‌ ঃহুসেন্‌ আয়াতী-র কয়েকটি উপন্যাসও বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের নাম—(১) সিহ্‌ গুম্‌ শুদ; (২) সিহ্‌ ফিরারী; এবং (৩) সিহ্‌ 'অরূস্‌। আয়াতী যদিও একজন স্কুল-শিক্ষক, তাহা সত্ত্বেও তিনি তিহরান হইতে প্রকাশিত নমক্‌-দান্‌ নামক একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। আয়াতী তাঁহার প্রথম-জীবনে বহায়ী সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ প্রচারক ছিলেন এবং প্রচারক হিসাবে দেশবিদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সুযোগ লাভ করেন। এই সম্প্রদায়ের প্রচারক থাকাকালীন তিনি বহায়ী ধর্মের উৎপত্তি ও ইহার প্রচার সম্বন্ধে দুইভাগে বিভক্ত কবাকিবুদ্‌-দুর্রিয় নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিছুকাল পর আয়াতী আবার ইসলাম-ধর্মে ফিরিয়া আসেন এবং ইহার পরে বহায়ী-ধর্মের বিদ্রূপাত্মক কশ্‌ফুল্‌-ঃহিয়ল্‌ নামক আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আয়াতী কবি হিসাবেও অনেক ঘজ়ল্‌, কসীদ প্রভৃতি কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। 'অব্দুল্‌ ঃহুসেনের আয়াতী উপাধি বস্তুতঃ তাঁহার পরবর্তী জীবনের কবি-নাম। তিনি বহায়ী ধর্মের প্রচারক থাকাকালীন ছিয়া'ঈ কবি-নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত আবারা কবি-উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুল্-ই-কিশ্মর্ নামক একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন মঃহম্মদ্ দানিশ্-ই-খোরাসানী। তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিহরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দানিশ্ নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি কিছুকাল নিশাপুর হইতে নির্বাচিত মজলিস্-এর একজন সভ্যও ছিলেন। তাঁহার খোরাসান্ অজ্. নজর্-ই-ইকতিস্বাদী নামক আর একটি গদ্য-গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। কাব্যে তাঁহার সমাজ সংশোধনের প্রচেষ্টা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁহার হুদয়হ-ই-দানিশ্ ব-তুখ্তরান্-ই-ইম্রূজ্. র মাদরান্-ই-ফর্দা নামক কাব্যটি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

নাটকের ইতিহাস[১]

ফরাসী ভাষায় নাটকের সৃষ্টি হয় প্রধানতঃ ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবেই। পূর্বে ঈরানে নাটক বলিয়া কিছুই ছিল না, যদিও কবিতা খুব সমৃদ্ধিশালীই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই নাটক লিখা আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রথমে যে সকল নাটক সৃষ্টি হয়, তাহা কেবল ইংরেজী অথবা ফরাসী নাটকের অনুবাদ মাত্র।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মীর্জ়া জ়'ফর্ করাচ্‌দাঘীর সাতটি নাটক একসঙ্গে তিহরান্ শহর হইতে প্রকাশিত হয়। এইখানেই প্রকৃতপক্ষে ফারসী নাটকের সূত্রপাত। এইগুলিকেই ঈরানবাসীরা তাহাদের নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে। কিন্তু এইগুলিও প্রথমে তুর্কী ভাষার আজ়র্বায়জান শহরের প্রচলিত ভাষায় লিখা হইয়াছিল, এবং লিখিয়াছিলেন মীর্জ়া ফতঃহ 'অলী-আখুন্দ্ জ়াদহ্ প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর পূর্বে। এই নাটকগুলির নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—(১) সর্-গুধশৎ-ই-ৱজ়ীর্-ই-খান্-ই-লঙ্কুরান্; (২) খির্স্-ই-কুল্‌দুর বাসান্, (৩) ৱকলা-ই-মুরাফ'; (৪) মুল্লা ইব্রাহীম্ খলীল্-ই-কীমিয়াগর; (৫) মূসা ঝ়ুর্দান্; (৬) মর্দ-ই-খসীস্; এবং (৭) ইউসুফ্ শাহ্ সর্‌রাজ্।

রুশীয়াগণ ক্বফ্‌কাজ় ও অন্যান্য শহর অধিকার করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) তিফ্‌লিস্ শহরে তাঁহারা স্টেজ্ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের ভাষায় অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ফতঃহ্ 'অলী আখন্দজ়াদহ্ রুশীয়দের ফৌজে কাপ্তানের পদ প্রাপ্ত হন এবং তিফ্‌লিস শহরে বাস করিতে থাকেন। তখন তিনি এই সাতটি নাটক তুর্কী ভাষায় রুশীয় স্টেজের ধারানুযায়ী লিখিবার সুযোগ পাইলেন। সেই সময় শাহ্ ফতঃহ 'অলী কাজর্ এর-পুত্র জলালুদ্দীন মীর্জ়া ফারসীতে 'নাম-ই-খসরুৱান্' (বা ঈরান সম্রাটদের ইতিহাস) লিখিয়া, তাহার একখণ্ড তিফ্‌লিস্-এর সাহিত্যানুরাগী ফতঃই 'অলী আখুন্দ্‌জ়াদহ্-র নিকট পাঠান। আখুন্দ্ জাদহ্ও তাঁহার গ্রন্থগুলির এক এক খণ্ড শাহ্‌জ়াদহ নিকট পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন যে, এইগুলি ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিলে ঈরানীয়দের বিশেষ উপকার হইবে।

১ 'একটি ফারসী নাটক'—এই নামে অলকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ হইতে ফারসী নাটকের ইতিহাস ও ধারাবাহিকভাবে সর্-গুধশৎ-ই-ৱজ়ীর্-ই-খান্-ই-লঙ্কুরান্ নামক নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

করাজ.্দাঘ্ নিবাসী মীর্জ.া জ'ফর্ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী শাহজ.াদ জলালুদ্দীনের অধীনেই কাজ করিতেন। তিনি তাঁহার মাতৃহারা কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে জলালুদ্দীনের গ্রন্থাগারে বসিয়া প্রায় সময়ই পড়াশুনায় নিবিষ্ট থাকিতেন। হঠাৎ একদিন আখুন্দ্জ.াদহ্-র অনুরোধসহ সাতটি নাটকই দেখিতে পাইলেন। তিনি এইগুলি দেখিয়া ইহাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে সকলগুলিই ফারসীতে অনুবাদ করিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকটা মৌলিকতা থাকা সত্বেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে ইহাদের কোনটাতেই গভীর ভাবের কোন সমাবেশ নাই। সকলই কেবল হাস্যরসাত্মক—তাহাতেও আবার নিখুঁৎ শিল্পের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে এইগুলি লিখার উদ্দেশ্য ছিল তখনকার দিনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতির সমালোচনা করা।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের ভূতপূর্ব পারস্য-মন্ত্রী প্রিন্স মল্কম্ খান্ তাঁহার তিনটি নাটক ধারাবাহিকভাবে ইত্তিঃহাদ্ নামক পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে—(১) সর্-গুধ.শ্ৎ-ই-অশ্রফ্খান্; (২) জ.মান্-ই-খান্-বরুজির্দ; এবং (৩) শাহ্কুলী মীর্জ.া। এইগুলি একসঙ্গে ডক্টর এফ্, রোজেন্ কর্তৃক ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন শহরের কাভিয়ানী প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। ঠিক এই সময়েই তিয়াতর্ (নাটক) নামক একটি পত্রিকা তিহরান্ শহর হইতে প্রকাশিত হয়। অনেক নাটক ধারাবাহিকভাবে ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

ইহাদের ছাড়া একটি কাব্য-নাটকেরও উল্লেখ আছে। মীর্ জ.াদহ্ 'ইশ্কী লিখিত রস্তাখীজ.্ টলষ্টয়ের রিজারেক্শান্-এর অনুকরণে রচিত হইয়াছে। মীর জ.াদ মঃহম্মদ্ রিদ্ব.া খান্ 'ইশ্কী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হমদন্ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনেক স্থান ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঘ্দাদ হইতে মুস্বল্ ভ্রমণকালে প্রাচীন মদায়ন্ শহরের ধ্বংসাবশেষ তাঁহাকে গভীরভাবে অভিভূত করে। তাহারই ফলে রস্তাখীজ.্ নামক কাব্য-নাটিকাটি রচিত হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩০ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

সমাপ্ত

সাহিত্যিক ও সাহিত্য নির্ঘণ্ট

(ফারসী বর্ণমালা-অনুযায়ী)

(ক)

(আলিফ্)—অ, ই. উ বা আ)

ر (রে)—র্

ز (জে.)—জ্. (ইহা অনেকটা পূর্ব্ব-বাঙ্লার জ বা ইংরেজী z এর স্থায়)

س (সীন্)—স্

———

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১০	আল্লা	ইলাহা	১০১	২০	তিব্রীজ্.	তিব্রীজী
৭	১১	Greek Hellenic		১১০	৮	মুতফিফ্ক্	মুতফ্ফিক্
			Greek or Hellenic	১১৫	২৯	খ্বাজুজুর	খ্বাজুর
১৫	১	রাজত্বককালে	রাজত্বকালে	১১৮	৭	(স)	(৫)
২২	২২	মুক্কাফার	মুকাফ'-র	১২৮	২৮	খাহদ্	খ্বাহদ্
২৩	১১	অবু নরস্	অবু নুরস্	১৩৮	২৭	উল্লখিত	উল্লিখিত
২৯	২২	আর্ফীন্	আফ্রীন্	১৪৪	৮	খারন্দ	খরান্দ্
৩০	১২	প্রেমগীতী	প্রেমগীতি	১৪৫	১৫	বিতারিত	বিতাড়িত
৩৬	৩	বিতারিত	বিতাড়িত	১৫২	১৪	মুঃহভশম্	মুঃহতশিম্
৩৮	২৩	কুস্বীদ	কস্বীদ	১৫৩	১৩	প্রত্যত্তরে	প্রত্যুত্তরে
৩৯	৯	'অরূজ্	'অরূদ্	১৫৩	২১	হয়রতী	ঃহয়রতী
৪৭	২৫	জী	জ়ী	১৬৩	২০	ই-শীরাজ়ী	ই-শীরাজ়.
৫২	১৮	স্বোফ্	স্বুফ্	১৬৩	২৩	ই-তিব্রীজ়ী	-তিব্রীজ়ী
৫৬	৫	মহঃজূব্	মঃহজূব্	১৬৯	১	অফ্শারিন্ন	অফ্শারিয়
৫৬	৯	হুজ্রীর এর	হুজ্বীরী -র	১৭৩	২	ফরাসী	ফারসী
৬৩	১৪	সাম্নানী	সম্নানী	১৮০	২৭	নরাযি	নুরাযি
৬৩	২৭	প্রস্থরাজি	গ্রন্থরাজি	১৮৩	৬	লাহীজী	লাহিজী
৬৪	৮	নিপুনতার	নিপুণতার	১৮৩	১৩	ঃহাজী	ঃহাদী
৭৬	২৪	কবিরনাম	কবিনাম	১৮৪	৬	ই-রশীদী	-রশীদী
৭৯	৭	শীর্রান্	শির্রান্	১৮৫	৮	পুরাইয়া	পুড়াইয়া
৮৫	২২	তাঁহাদের	তাহাদের	১৮৯	১৩	-ইয়তিম্	-ইয়তীম্
৮৬	১৬	পূবে	পূর্বে	১৯৭	১৪	তাঁহার এবং	এবং তাঁহার
৯৪	২৫	খীশ্	খ্বীশ্	১৯৭	১৭	ইহা	ইহার
৯৬	১৩	আত্মোসর্গ	আত্মোৎসর্গ	২০৫	১৫	রূশীয়াগণ	রূশীয়গণ